চন্দ্রনাথ দর্পণ।

৺প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয়-সংস্করণ।

মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা

প্রকাশক—

শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় (অধিকারী)।

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।
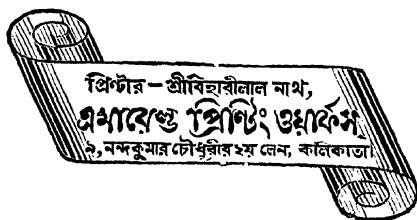
ভূমিকা।

—— —:-:———

আমার অতি সাধনের ধন **চন্দ্রনাথ-দর্পণ** বহু অনুসন্ধানে বহু দিনের পর প্রকাশিত হইল। আমি চন্দ্রনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য কি বলিব। তবে কি না আমি এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পর্ব্বতচূড়া, গহ্বর প্রভৃতি দুর্গম ও দুরারোহ স্থান সকল এবং ব্যাসাশ্রম বাটী প্রভৃতি পরমার্চ্চনীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সাধুদের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। এমন কি পর্য্যায়ক্রমে অনেক রাত্রি ঘুমাই নাই; কখন বাবার শ্রীচরণপ্রান্তে, কখন জ্যোতীশ্বরে, কখন সীতাকুণ্ডের গহ্বর প্রভৃতি স্থানে বসিয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। উক্ত ব্রহ্মচারীর কৃপায় ও বাবার আশীর্ব্বাদে কোনরূপে সফল মনোরথ হইয়াছি। যখন আমি সংসারে অশান্তি সাগরে ভাসমান ছিলাম, তখন শান্তির জন্য বাবার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া কতই কাঁদিতেছিলাম।

শেষে একদিন রাত্রিতে আদেশ হইল, "তুই আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর, তা'হলে তোর সহসা শান্তি হইবে। আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি। বাস্তবিক সেই হইতে আমার মনে শান্তি হইয়া থাকে।

তখন অন্যান্য সকলের কথায় একান্ত বাধ্য হইয়া তিনমাস কাল ব্যাসাশ্রমে পুরশ্চরণ করিবার বাসনা করিয়া দুইজন সাধুর সহিত আমি তথায় অবস্থান করিলাম। ব্যাসাশ্রমে বিল্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু পুরশ্চরণ করিতে বসিবামাত্র আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিল। হাত হইতে বরাবর মালা স্খলিত হইতে লাগিল, কে যেন বলপূর্ব্বক আমার হাত হইতে ফেলিয়া দিতেছে বোধ হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় ক্ষান্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন, তবুও আমি জপ করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তখন আমার প্রতি আদেশ হইল, তুই পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলি, তাহাই কর। তাহাতে তোর মনোঽভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি সেই নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতা আসিয়া পুস্তকখানি লইয়া ছাপাইতে আরম্ভ করি। আমি ইহাতে নিজের মনগড়া কোন কথা লিখি নাই, তাই সাধারণের বিশ্বাস জন্য তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক সন্নিবেশিত করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রমেও ইহা বিশ্বাস করিবেন না যে আমি মনগড়া খেলা খেলিলাম। যে খেলা স্বয়ং ভগবান্ খেলিয়াছেন, ব্যাসদেব যে খেলার প্রধান নায়ক

স্বরূপে অভিনয় করিয়াছেন, তাহারই সবিশেষ বিবরণ লিখিলাম। এখন যদি এই পুস্তকখানি সর্ব্ব সাধারণের আদৃত হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

স্বর্গীয় প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড ৺চন্দ্রনাথ ধাম।

প্রকাশকের বিনীত নিবেদন, বহুদিবস পরে কলিকাতা আসিয়া ১নং ঝামাপুকুর লেনস্থ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া এই গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে আরম্ভ করি। ৺জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীসূর্য্যকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

উৎসর্গ পত্র।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য
সর্ব্বতোমান্য স্বধর্ম্মনিরত বরেণ্য জমিদার শ্রীলশ্রীযুক্ত
বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সম্পূর্ণ
অর্থানুকূল্যে চন্দ্রনাথ দর্পণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত
হইল। শ্রীশ্রী৺ভগবান্ ক্রমদীশ্বর
তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীশ্রী ৺ক্রমদীশ্বর শম্ভূনাথ দেবের

অনন্ত শ্রীচরণ সরোজেষু :—

বাবা!

আমার অতি যত্নের ধন চন্দ্রনাথ-দর্পণ নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বহুদিনের পর তোমারই কৃপায় প্রকাশিত হইল। ইহা সংসারে আর কাহাকে উপহার দিব, কাহার হস্তে অর্পিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে স্থির করিতে না পারিয়া তোমার শ্রীচরণে অতি ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম। যদিও ইহা তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তথাপি ইহা এই অধমের অতি পরিশ্রমের ধন। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া ইহা লিখিয়াছি, ইহা তোমার শ্রীচরণেই অর্পণ করিলাম। এই হতভাগ্যের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক যদি ইহা শ্রীচরণে স্থান দাও, তবে আমার সাধন সফল হইল মনে করিব।

প্রকাশকের নিবেদন।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার শ্রীশ্রী৺ চন্দ্রনাথতীর্থ অতি পুরাতন তীর্থ। ইহা একান্নমহাপীঠের একটী মহাপীঠস্থান, এই তীর্থের পুরাতন ইতিহাস পরলোকগত তীর্থ পুরোহিত ৺ প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া প্রথম ক্ষুদ্র সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন উক্ত তীর্থে শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষ ও বাড়বকুণ্ড ও লবণাক্ষকুণ্ড, সহস্রধারা, জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি তীর্থ বিরাজমান আছে। উক্ততীর্থে জলে অগ্নি অনবরত জ্বলিতেছে, অষ্টশক্তি, অষ্টমূর্ত্তি, গৌরীপীঠ, গঙ্গাধারা সহিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজমান, ভারতে কুত্রাপি এইরূপ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এখানে চন্দ্রনাথ ১১৫০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি বিরাজমান আছেন। উক্ত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লবণাম্বু সমুদ্র দর্শন করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। এখানকার তরুলতা ইত্যাদি দৃশ্য বড়ই আনন্দজনক এই তীর্থে মন্মথ নামক নদ আছে, তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে শত গয়া শ্রাদ্ধ জনিত ফললাভ হয়। ৺ চন্দ্রনাথ এই তীর্থের একমাত্র তীর্থ গুরু। তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তীর্থে যাত্রিগণ দর্শনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা যাত্রীদের দর্শনাদি, পূজা, হোম, গয়াশ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকি।

এই তীর্থে কোনও ব্রহ্মকল্পিত পাণ্ডা নাই। মাত্র ২৪ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করিতেছেন। তাহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র সম্ভূত। এতদ্বিষয়ে হিন্দুমাত্রেই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। এইবার পুস্তকখানি পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া মুদ্রিত করিলাম।

"এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস"এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ পুস্তকখানির মুদ্রণ বিষয়ে এবং প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত এ পুস্তকখানি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইবার কোন আশা ছিল না। তজ্জন্য তাঁহার নিকট—চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম, এবং ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গ্রন্থ প্রাপ্তির ও তীর্থযাত্রীর বিশেষ
সুবিধাপূর্ণ আশ্রমের ঠিকানা—
পোষ্ট সীতাকুণ্ড, ৺চন্দ্রনাথ ধাম
জেলা চট্টগ্রাম।

প্রকাশকস্য
শ্রীসূর্য্যকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

চন্দ্রনাথ দর্পণ।

প্রথম অধ্যায়।

চন্দ্রশেখর তীর্থের বিবরণ।

দেবীপুরাণ চৈত্র-মাহাত্ম্য চণ্ডিকা-খণ্ডোক্ত।

ঋষয়ঊচুঃ।

কলৌ কুত্র চ বিপ্রেন্দ্র! ভগবান্ বৃষবাহনঃ।
কস্যাং দিশি নিবসতি তদ্বদ জ্ঞানভাস্কর॥ ১
অধর্ম্মেণাবৃতং সর্ব্বং কলৌ কলিকলাযুতং।
অতঃ পৃচ্ছামহে তুভ্যং তত্র গচ্ছামহে দ্বিজাঃ॥ ২

একদা ঋষিগণ সূত মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞান-প্রকাশক! কলিযুগে ভগবান শিব কোথায় বাস করিবেন?

যেহেতু কলিকালে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পাপাচারিগণ বিচরণ করিবে। অতএব যে স্থানে ভগবান শিব বিরাজিত থাকিবেন, আমরাও তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি ১।২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং পরমং বাক্যং বিস্মৃতং গুরুভাষিতং।
অধুনা মাং পৃণীধ্বং বৈ যূয়ঞ্চাজ্ঞাননাশকাঃ ॥ ৩

সূত মুনি কহিলেন—আমি গুরুবাক্য ভুলিয়াছিলাম। অদ্য আপনারা আমাকে স্মরণ করাইয়া পবিত্র করিলেন। ৩

বদামি তস্য মাহাত্ম্যমাদৌ সাধুবরাঃ শুভং।
যুষ্মাভিঃ সহ গচ্ছামি যদ্বনে শ্রীগুরুর্ম্মম ॥ ৪

হে সাধুগণ! আদৌ আমি তাঁহারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। যে বনে আমার গুরুদেব বাস করিতেছেন, আমিও তোমাদের সহিত তথায় প্রস্থান করিব। ৪

দেশপ্রাগ্ দক্ষিণেপ্রাস্তি স্বয়ম্ভুলিঙ্গমদ্ভুতং।
পাষাণত্বং স্বয়ং ভূত্বা চন্দ্রশেখরমূর্দ্ধনি ॥ ৫
বিরূপাক্ষাগ্নিকোণে চ বারুণে বিল্বকোটরে।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে বর্ত্ততে পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৬

বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণে লবণাম্বু সমুদ্রের উত্তর তীরে বিরূ-

পাক্ষের অগ্নিকোণে চন্দ্রশেখরের শিখরদেশে বারুণ বিল্বকোটরে পাষাণরূপী হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। ৫। ৬

তস্য দক্ষিণতশ্চাস্তি বাড়বাগ্নির্মনোহরঃ।
উত্তরে লবণাক্ষঞ্চ পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডকং॥ ৭
পূর্ব্বে মন্দাকিনীচাস্তি বেষ্টিতা মধুরাম্বুনা।
তস্য মধ্যে নীলকণ্ঠো বৃষারূঢ়স্তু চিন্ময়ঃ॥ ৮

তাহার দক্ষিণে মনোহর বাড়বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মিষ্টবারি মন্দাকিনী, তন্মধ্যে চিন্ময় বৃষবাহন নীলকণ্ঠ শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৭। ৮

শরচ্চন্দ্রাংশু জালেনপ্রাবৃতং ক্ষেত্রপুণ্যদম্।
যস্যার্দ্ধাচন্দ্রাকারেণ বেষ্টিতং লবণাম্বুনা॥ ৯

লবণাম্বু সমুদ্র সেই পুণ্যক্ষেত্রকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া বহিতেছে। ৯

প্রায়োমৃগগণাঃ সর্ব্বে ভাষন্তে জ্ঞানিবৎ পরং।
তত্রৈব পক্ষিণঃ সর্ব্বে জ্ঞানিনশ্চোপদেশকাঃ॥ ১০

সেই ক্ষেত্রে মৃগগণ জ্ঞানির মত, পক্ষিগণ উপদেশকের মত বিচরণ করিতেছে। ১০

তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং ন ময়া গদিতুং ক্ষমম্।
এবং সর্ব্বর্ত্তুষু তত্র সমভাবৈর্ব্বিরাজতে॥ ১১

সেইখানে সকল ঋতুই সমভাব, সেই স্থান আমার বর্ণনাতীত। ১১॥

নগমধ্যে নগশ্রেষ্ঠশ্চাহিত্যোন সহ দ্বিজা।
তন্মধ্যে চম্পকারণ্যং কোকিলাদিনিনাদিতম্ ॥১২
যত্র চানিলসঙ্ঘৈস্তরাঙ্কিতং মুখরোদিতং।
নানামৃগাদিসংকীর্ণং জ্ঞানিভিস্তৎ বিরাজিতং ॥১৩

পর্ব্বতমধ্যে সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, তথায় কোকিলের ধ্বনি ও সুবাতাসযুক্ত এবং মৃগাদিপরিপূর্ণ চম্পকারণ্য আছে। ১২। ১৩

আত্যন্তিকং সুদুর্দ্ধর্ষং বাড়বাগ্নিপ্রকাশিতং।
হুতাশনস্বরূপেন ভর্গচক্ষুঃ প্রমোচিনা ॥ ১৪
ব্যাপ্তমভ্যন্তরং যত্র বাহ্যশ্চৈব চ জিজ্ঞিতং।
ব্যাপ্তাস্তে নীলকণ্ঠশ্চ পরিবারগণার্চ্চিষা ॥ ১৫
জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপেণ জজ্জ্বালাহর্নিশং স চ।
বালসূর্য্যপ্রতীকাশং সপ্তজিহ্বাং পীনাঙ্গকম্ ॥১৬
ভিত্ত্বা পাষাণতস্তেন উত্থিতং তস্য মধ্যতঃ।
যত্র চপ্লাবিতং তোয়ৈঃ শীতশীকরবারিণা ॥ ১৭

তাহার দক্ষিণদিকে প্রস্তর ভেদ করিয়া শিবনেত্রজাত সূর্য্য-

তুলা শান্ত জিহ্বাযুক্ত বাড়বানল জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিবারসহ নীলকণ্ঠকে তুষ্ট করিয়া চারিদিকে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭

তস্যাধোদৃশ্যতে গঙ্গা সা চ পাতালবাসিনী।
নাভিগঙ্গাস্তি তত্রৈব কুণ্ডরূপেণতো দ্বিজাঃ॥ ১৮

তাহার নিম্নদেশে পাতাল গঙ্গা এবং সেই স্থানেই কুণ্ডরূপিণী নাভিগঙ্গা বিরাজমান আছেন। ১৮

অশোকচম্পকবকৈঃ ঝিণ্টি কাঞ্চনমল্লিকৈঃ।
জাতিযূথিলবঙ্গৈশ্চ মালূরৈশ্চ বিরাজিতৈঃ॥১৯
রসালতালহিন্তালৈর্ব্বেষ্টিতং দশদণ্ডকং।
কণ্টকাদিপাদপৈশ্চ রঞ্জকাদিসুপুষ্পিতৈঃ॥ ২০
যত্রৈব পাদপাগ্রৈস্তু সপুষ্পৈঃ কীর্য্যতে মধু।
ক্রৌঞ্চখঞ্জনকহ্লারাঃ শিবইত্যক্ষরৈঃ সহ॥ ২১
চুকুজুঃ রবমাহ্লাদৈহৃষ্টান্তঃকরণৈঃ সদা।
লবণাম্বুধিতোয়ৈস্তু জজ্বাল বাড়বানলঃ॥ ২২
যস্য সংসর্গতোজাত স্তীর্থরাজস্বয়ং দ্বিজাঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র তোয়োত্থা বাড়বানলঃ॥২৩
তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি॥ ২৪

তদুপদেশং মে চাদ্য স্মরণং ভবতি ধ্রুবং।
গচ্ছাম স্তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রীগুরুরোরন্তিকং বয়ম্ ॥২৫

যে স্থানে অশোক, চম্পক, বক, ঝিণ্টিকা, কাঞ্চন, মল্লিকা, যাতি, যূথি, লবঙ্গ, মালূর, রসাল, তাল, হিন্তাল, রজক, কণ্টকাদি নানা বৃক্ষশ্রেণী দশদণ্ড ব্যাপিয়া ফুলের সহিত মধু ছড়াইতেছে, যে স্থানে ক্রৌঞ্চ, খঞ্জন প্রভৃতি পক্ষীগণ শিবনাম উচ্চারণ করিয়া রব করিতেছে, যে স্থানে লবণাম্বুজলোত্থিত বাড়বানল জ্বলিতেছে, যাহার সঙ্গলাভে তীর্থরাজ লবণাম্বু স্বয়ং আসিয়াছেন, যে স্থানে জলোত্থিত বাড়বানল দেখিতেছ এবং যে স্থানে স্নানাদি করিলে পুনর্জন্ম হয় না, হে বিপ্রগণ! আমরা গুরুদেবের নিকটে সেই পবিত্র স্থানে যাই, সেই গুরুবাক্য অদ্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫

ঋষয়ঊচুঃ।

বদ বিপেন্দ্র! তৎসর্ব্বঃ কথং গূঢ়ত্বমাগতঃ।
বিহায় কাশীং কৈলাসং কস্মাৎ শ্রীচন্দ্রভূষণঃ ॥২৬
কলৌ তিষ্ঠামি ইত্যুক্তং শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
কথন্তে গুরুস্তত্রৈব চান্তেহন্যৎ সকলং ত্যজন্ ॥২৭

তথন ঋষিরা জিজ্ঞাসিলেন, হে বিপেন্দ্র! কাশী কৈলাসপ্রভৃতি

পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া কেনই বা ভগবান কলিকালে গুপ্তভাবে চন্দ্রশেখরে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? কেনইবা আপনাদের গুরুদেব সকল তীর্থ ত্যাগ করিয়া তথায় আছেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া কৃতার্থ করুন। ২৬। ২৭

পুরো দধিসলিলেন ব্যাপ্তং ত্রিভুবনং বরং।
কারুণ সলিলে মগ্নং স ব্রহ্মাণ্ডং চরাচরম্॥ ২৮
দৃষ্ট্বা তথাবিধং সর্ব্বং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সসৃজে ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চসৃষ্টার্থং ত্র্যম্বকঃ স্বয়ং॥ ২৯

সূত মুনি বলিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন ছিল, তখন ভগবান ত্র্যম্বক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বয়ং সৃজন করিয়াছিলেন। ২৮। ২৯

ভূত্বাতৌ তস্য নিকটেঽহঙ্কারেণ বিমোহিতৌ।
কৃতবন্তৌ স গর্ব্বঞ্চ শ্রেষ্ঠাবিতৌবভূবতুঃ॥ ৩০
জল্পন্তৌ তস্য প্রমুখে ততঃ সোঽপি ন দৃশ্যতে।
অন্তর্হিত্বা তদা সোপি জ্যোতির্লিঙ্গং তদাভবৎ॥৩১

তাহার উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাহার নিকট নানারূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ হইয়াছিলেন। ৩০। ৩১

অজ্ঞাতবন্তৌ তং তৌ চ উবাচ গমনস্থিতঃ।
যেষু যেষু চ স্থানেষু মল্লিঙ্গং স্থাপিতং ময়া॥ ৩২
ত্রয়োদশবিভাগেন কাশ্যাদিষু চ পদ্মজ।
দ্বাদশং কথিতং তুভ্যং লিঙ্গমেকং জুগোপহ॥৩৩

তাঁহারা ভগবানকে না দেখিয়া শূন্যপথ আশ্রয় করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান শিব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি কাশীপ্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে লিঙ্গ ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করিয়া স্থাপন করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বাদশ লিঙ্গের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। কেবল একটা লিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল। ৩২। ৩৩

কলৌ তিষ্ঠামি তত্রৈব পার্ব্বত্যা নাত্র সংশয়ঃ।
যূয়ং গচ্ছথ তত্রৈব গমিষ্যাম্যহং তত্র চ॥ ৩৪
গমিষ্যথ ততঃ পশ্চাদমরৈস্তত্র পদ্মজ।
ইত্যুক্তান্তর্হিতঃ শম্ভুস্তত্রাগাদুময়া সহ॥ ৩৫

আমি কলিকালে পার্ব্বতীর সহিত যাইয়া সেই লিঙ্গে অবস্থান করিব। হে ব্রহ্মন্! তোমরা দেবতাদিগের সহিত তথায় যাও, আমিও তথায় যাইব। এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইয়া তথায় আসিলেন। ৩৪। ৩৫

অদ্যাপি দৃশ্যতে লিঙ্গং হরগৌরীতি সজ্ঞকং।
তৎ ত্রিযুগে চাতিগুহ্যমাসীত্তীর্থঞ্চ চানঘং॥ ৩৬
কলৌ প্রকাশরূপেণ লোকানান্তু হিতায় বৈ।
সকলৌ শ্চামরৈস্তীর্থে বসন্তি তং বৃষাসানং॥ ৩৭

পূর্ব্বে ত্রিযুগে সেই পুণ্যতীর্থ গুপ্ত ছিল, কলিকালে লোক-মঙ্গলের জন্য ভগবান শিব অমরদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে তথায় বাস করিতেছেন, শ্রবণ কর। ৩৬। ৩৭

একদা ব্যাস দেবোঽপি কাশীক্ষেত্র নিবাসিভিঃ।
তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে পারাশর্যঃ পরন্তপ॥ ৩৮
মহানন্দনিমগ্নৈস্তৈর্জটামণ্ডলধারিভিঃ।
তপসাধৌতক লুষৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্বিবেকিভিঃ॥ ৩৯

একদা ব্যাসদেব কাশীক্ষেত্রবাসী মহানন্দমগ্ন জটামণ্ডলধারী মহর্ষিদিগের সহিত কাশীক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন। ৩৮। ৩৯

শিবজ্ঞানাৎ পরং জ্যোতিঃ প্লাবিতং জঙ্গমাদিকং।
দৃষ্ট্বা তৈস্তং মহাপ্রাজ্ঞং নারায়ণমিবাপরং॥ ৪০
জ্ঞাতিশীলবিহীনং তং মৎস্যগন্ধাত্মজং শুচিং।
একাসনসমায়াতং একক্ষেত্রনিবাসিনম্॥ ৪১
কুলহীনং কৃশস্তাংঞ্চ মুনীনামিব তিলকম্।

ক্রিয়তে চ তদা কোপো ব্যাসায় ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥৪২
ততো ভৃগুপতিস্তস্তু প্রোবাচের্য্যাসৃতং বচঃ ॥ ৪৩

সেই মুনিগণ অজ্ঞাতকুলশীল দ্বিতীয় নারায়ণসদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ মৎস্যগন্ধাপুত্র ব্যাসদেবকে একাসনে আসীন দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩

ভৃগুরুবাচ।

কস্তং ? কুত ইহায়াতঃ ? কস্য সূনুঃ ? কুলঞ্চ কিং ?
কস্মিন্নিবসতি ? পূর্ব্ব বদ সত্যং বচশ্চনঃ ॥ ৪৪

তুমি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? তুমি কাহার পুত্র ? তোমার নাম কি ? তুমি কোন্ বংশজাত ? পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে ? তাহা আমাদের নিকট বল। ৪৪

ব্যাস উবাচ।

পরাশরসুতোঽহং বৈ মৎস্যগন্ধোদরোদ্ভবঃ।
যুষ্মান্ দ্রষ্টু মাগতোঽহং বিশ্বনাথস্য সেবয়ৈঃ ॥৪৫
যুষ্মাভিস্তু সহবাসং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ।
সাধুভিঃ কৃতকর্ম্মভির্দীয়স্তাং স্থিতিমুত্তমাং ॥ ৪৬

ব্যাসদেব কহিলেন, আমি মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত পরাশর মুনির পুত্র। আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ ও আপনাদের সেবার্থ

এইস্থানে আসিয়াছি, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি, আমায় স্থান প্রদান করুন। ৪৫। ৪৬

ইত্যেবং বাচ্যমানন্তং বচোভিস্ত সমন্বিতৈঃ।
নিরস্তং ভৃগুনা ব্যাসং কামক্রোধবিবর্দ্ধিভিঃ ॥ ৪৭
মৎস্যগন্ধাসুতস্ত্বং হি শৃণু বাচং কুলোজ্ঝিতঃ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে অস্য জন্মপ্রকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৮

ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিতে দিলেন না। ৪৭। ৪৮

যদা তে জননী ক্বচিৎ যমুনায়াং ক্ষেপেশ্বরী।
মীনজাতা গন্ধযুতা তরণী গৃহীতা সতী ৪৯
দৈবাৎ পরাশরস্তত্র চাগত্য যমুনাতটং।
আরুহ্যতরণে তস্যা মুনের্দ্দর্শনতৎক্ষণাৎ ॥ ৫০
সুমধ্যাসুরসা সাতি বভুবাতিমনোরমা।
সুগন্ধাসৌ ষোড়শীয়া রূপলাবণ্যসংযুতা ॥ ৫১

তোমার জননী যখন নৌকারূঢ়া হইয়া যমুনায় পার করিত, তখন পরাশর মুনি যমুনাতটে আসিয়া পার হইবার জন্য তোমার

জননীর নৌকা আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেখামাত্রেই তোমার জননী অতি মনোরমা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর তুল্য রূপ-লাবণ্যসংযুক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হইতে মৎস্যগন্ধ দূরীকৃত হইয়া সুগন্ধ বহিতে লাগিল। ৪৯। ৫০। ৫১

দৃষ্ট্বা তাং স চ কামান্ধঃ রতিমগ্ন কৃতস্তয়া।
তত্রোদ্ভবোঽসি সঃ প্রাজ্ঞ নকুণ্ডো ন চ জারজঃ॥ ৫২

মহর্ষি তাহাকে এরূপ দেখিয়া দর্শনাক্ষম হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়ায় মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তোমার উৎপত্তি হয়; তুমি কুণ্ডনও নও, গোলকও নও, অর্থাৎ ভর্ত্তার জীবদ্দশায় জারজাত পুত্রকে কুণ্ড বলে, ভর্ত্তার পরলোক হইলে জারজাত পুত্রকে গোলক বলে, তুমি তাহার কোনটাই নও। ৫২

সোঽস্মাভিস্ত্বং তপঃ কর্ত্তুং শক্নোসি ? কথম্ এবচ।
গন্তব্যং তব স্বস্থানং ন স্থেয়ং কালমত্র চ॥ ৫৩

তুমি সেই মৎস্যগন্ধার পুত্র, অতএব এস্থানে কিরূপে আমাদের সহিত তপস্যা করিতে সমর্থ হইবে? তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। ক্ষণমাত্রও এইস্থানে থাকিও না। ৫৩

শ্রুত্বা পরাশরসুতো বচস্তদাত্মনিন্দকং।
বধং শিবায় দাস্যামি চেতসীদং বিভাব্য চ॥ ৫৪

অহো শিবাশিবং মে চ বর্ত্ততে শূলধৃক্ পুনঃ।
কথং বিড়ম্বনং মে তে নীলকণ্ঠাজীনাম্বর ॥ ৫৫
ইতোগচ্ছামি অদ্যৈব পামরাজ্ঞানবঞ্চক।
অমর্ষাবিষ্ট ইত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥ ৫৬
ক্ষেত্রাদ্বহির্যদা গন্তুং মনশ্চক্রে পরন্তপঃ।
তদা বৃষাসনঃ সাক্ষাদভবৎ তস্য পূর্ব্বতঃ॥ ৫৭
উবাচ তং জ্ঞানিবরং নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ।
মদংশস্তং মুনিবর শৃণু বাচং পরন্তপঃ॥ ৫৮

ব্যাসদেব ঋষিমুখে এই প্রকার আত্মনিন্দা শুনিয়া মহাদেবকে আপন বধভাগী বিবেচনা করিয়া বলিলেন; রে পামর জ্ঞানবঞ্চক শিব! তুই কেন বার বার আমাকে বিড়ম্বনা করিয়া অনিষ্ট করিতেছিস্? আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। এই বলিয়া যখন তিনি ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবার বাসনা করিলেন, তখন ভগবান বৃষধ্বজ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, হে তপোধন! তুমি আমার অংশসম্ভূত, ইহাতে সন্দেহ করিও না। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮

ক্ষেত্রং মেঽস্তীহ গুহ্যং তদ্দেবানামপি দুর্লভং।
মহারম্যং মহাগুহ্যং শ্রীচন্দ্রশেখরো মুনে॥ ৫৯
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং ক্ষমাগ্নিকোণেঽস্তি তত্ত্ববিৎ।
সদাকলৌ চ স্থাস্যামি উময়া চন্দ্রশেখরে॥ ৬০

হে মুনিবর! পৃথিবীর অগ্নিকোণে পরম সুন্দর অতি গোপনীয় শ্রীচন্দ্রশেখর তীর্থ বর্ত্তমান আছে, আমি কলিকালে উমার সহিত সেই চন্দ্রশেখরে চট্টলে বাস করিব। ৫৯। ৬০

সর্ব্বক্ষেত্রাধিকং বিদ্ধি শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনে।
সর্ব্বতো দ্রুমশাখাভিশ্ছাদিতং বারিতাতপং ॥ ৬১
বর্নাপ্রেয়াদিভিস্তত্র কূজিতং মধুরৈঃ স্বরৈঃ।
জ্ঞানিভিস্তন্নদৃষ্টৈশ্চ স্থীয়তে গহনান্তরে॥ ৬২
যত্রে ব্রহ্মাদিভিস্তত্র স্নানং চক্রে অহর্নিশং।
ঋষয়শ্চ সগন্ধর্ব্বা যক্ষাশ্চ ভৈরবাস্তথা ॥ ৬৩
সিদ্ধামহর্ষয়ো যত্র নিত্যমাসত আশ্রমে।
ষড়্ঋতুফলপুষ্পাদ্যৈঃ পাদপাঃ সন্তি ভদ্বনে ॥ ৬৪
অপ্রকাশঞ্চাতি গুহ্যং বনং সর্ব্বর্ত্তু শোভনং।
অন্তং নগবিশিষ্টং যৎপ্রত্যাসন্নার্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ ৬৫
তস্য দক্ষিণতঃ সিন্ধুস্তীর্থরাজঃ পরন্তপ।
যস্য সংসর্গমায়াতিগঙ্গা ভাগীরথীদ্বিজ ॥ ৬৬
যথা হিমাদ্রির্মে শ্লাঘ্যঃ তথা শ্রীচন্দ্রশেখরঃ।
শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবৈঃ সদা স্থাস্যামি হে মুনে ॥ ৬৭

হে মুনে! তুমি সেই চন্দ্রশেখর সকল তীর্থ হইতে অধিক জানিও। কলিকালে সেই পরম রমণীয় ক্ষেত্র আমার প্রিয়

বাসস্থান, সে স্থানে তত্ত্বদর্শী পরম জ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভৈরবগণের সহিত অহোরাত্র তপস্যা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে তীর্থরাজ লবণাক্ত সমুদ্রের সঙ্গলাভ করিতে ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর আবার হিমালয়ের মত আমার আনন্দদায়ক। হে মুনে! আমি তথায় অমরদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিব। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭

কৃত্বোপদেশন্তস্মৈ চ স বভূব পরন্তপঃ।
শুদ্ধস্ফটীককুন্দেন্দুপ্রতিমঃ কুণ্ডলোজ্জ্বলঃ। ৬৮
জটাভির্ব্বেষ্টিতশিরাঃ ফণিভিশ্চবিরাজিতঃ।
শবাবতং সশ্চার্দ্ধেন্দু লসিতঃসুমনোহরা॥ ৬৯
ভুজঙ্গে নোরসি যস্য রাজিতং পরমাদ্ভুতং।
চতুর্ভুজো মহারম্যো মুখপদ্মবিরাজিতঃ॥ ৭০
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানো ডমরু শূলধৃক তথা।
বিশাল ব্রহ্মসূত্রঞ্চ ধারয়ঞ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং॥ ৭১
সদা ভস্মোপবীতাভ্যাং শোভতে শরদিন্দুবৎ।
বৃষঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ বাহনস্তু শিবস্য তু॥ ৭২
পাদয়োর্নূপুরাভ্যাস্তু রাজতে কিঙ্কিণীস্বরৈঃ।
ভৈরবানাং স্বনৈশ্চৈব পশুপক্ষিনিনাদিতৈঃ॥ ৭৩

তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ভগবান হর দিব্যমূর্ত্তি

ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহের আভা বিশুদ্ধ, স্ফটিক, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় শুভ্র এবং কুণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ হইল। মস্তকে ফণিমণ্ডলবেষ্টিত জটাজাল, কর্ণে শবাভরণ, ললাটদেশে সুমনোহর চন্দ্রকলা, বক্ষঃস্থলে অদ্ভুত ভুজঙ্গদল শোভা পাইতে লাগিল। তিনি চতুর্ভূজ ধারণ করিলেন ও তাঁহার মুখমণ্ডল কমলের ন্যায় শোভমান হইল, তাঁহার কটীতটে পরিধেয় দীপিচর্ম্ম, হস্তে ডমরু ও সুদীর্ঘ ত্রিশূল, স্কন্ধে বিশাল যজ্ঞোপবীত ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক-রেখা বিরাজিত হইল এবং তিনি সর্ব্বদা ভস্ম ও যজ্ঞোপবীতের দ্বারা সুশোভিত থাকায় তাঁহাকে শরদকালীয় শশীমণ্ডলের ন্যায় দেখা গেল। আর তাঁহার সকল গুণ মুক্তবাহন বৃষভরাজের পদদ্বয়ে ভৈরব-পশু পক্ষী নিঃস্বল সন্মিলিত এবং কিঙ্কিণীবর-মিশ্রিত শব্দায়মান নূপুর বিরাজ করিতেছিল। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩

এতৈঃ রূপবিশিষ্টৈস্তু ভগবানুময়া সহ।
বসামি তত্র ইত্যুক্তং ব্যাসায় মুনিপুঙ্গবাঃ। ৭৪
তত্র গচ্ছ মুনিশ্রেষ্ঠ! মল্লিঙ্গাগ্রে পরন্তপ।
সর্ব্বাভীষ্টং প্রপশ্য সি চেৎ সত্যং সিদ্ধিনসংশয়ঃ। ৭৫

তিনি এইরূপ শোভাসম্পন্ন হইয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে মুনিবর! আমি এইরূপে তথায় উমার সহিত বাস করিব, তুমি সেইস্থানে আমার লিঙ্গ সমীপে গমন কর, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই জানিও। ৭৪। ৭৫।

মৎক্ষেত্রং শিবদং স্বস্থমন্তে চ মোক্ষদায়কং।
অন্নপূর্ণা নিবসতি সদান্নরূপধারিণী ॥ ৭৬
এবম্ভূতং সিদ্ধপীঠে বসন্তং পার্ব্বতীপতিং।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে শম্ভুর্মুনয়ে জ্ঞানশালিনে ॥ ৭৭

সেই মঙ্গলকর মদীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, পবিত্র মোক্ষপ্রদ। সেই স্থানে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা বাস করিতেছেন। ঈদৃশ সিদ্ধপীঠে আমি পার্ব্বতীর সহিত বাস করিব বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইলেন। ৭৬। ৭৭

ততঃ সত্যবতীসূনু শ্রুত্বা বাক্যং হরস্য তু।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং শ্রীশৈলং নারদো যথা ॥ ৭৮

তদনন্তর সত্যবতী-পুত্র ব্যাস শিববাক্য শুনিয়া নারদ মুনি যেরূপ শ্রীশৈল পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন। ৭৮

গত্বা তপঃ সমারেভে সদা চ ধ্যানমানসঃ।
হিমজালাবৃতঃ কশ্চিদ্ধুতাশনসমীপতঃ। ৭৯
নিরাহারঃকদাশেষে তদ্ভাবভাবনাগতঃ।
প্রাণায়ামগতঃ কশ্চিৎ পঞ্চাক্ষরমনুং জপন্। ৮০

ব্যাসদেব তথায় আসিয়া ধ্যানাসক্ত, কখন বা হিমজালাবৃত, কখন বা হুতাশন সমীপস্থ হইয়া, কদাপি বা নিরাহারে

শয়ন করিয়া, কখন বা প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপপুরঃসর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৭৯। ৮০

দৃষ্ট্বা তপরতন্তঞ্চ স্বয়ম্ভূর্হর্ষমাগতঃ।
ভূত্বা প্রত্যক্ষমভবৎ বরং গৃহ্ণ পরন্তপ। ৮১

ভগবান তাঁহাকে তপোরত দেখিয়া সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। ৮১

তং শ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ কৃতাঞ্জলিপুটোহব্রবীৎ ॥৮
গর্হিতো হং যদা দেব! মুনিভিঃ কাশীবাসিভিঃ।
তবোপদেশাদ্গন্তব্যমত্রৈকেন ময়া বিভো॥ ৮৩

তখন ব্যাসদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, কাশীবাসী আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন ভবদুপদেশাধীন হইয়া আমি একাকীই এই বনে আসিয়াছি। ৮২ । ৮৩

কৃতং যথোপদেশো মে কাশীস্থেন মহাত্মনা।
তথা ভবাত্র গিরিশো দেহি চৈবং বরং সুহৃৎ ॥৮৪

হে গিরিশ! আপনি পূর্ব্বে কাশীতে আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, এই স্থানে আপনি সেইরূপ অবস্থান করুন, এই বর আমাকে দিন। ৮৪

সমস্ত তীর্থৈস্ত্বঞ্চাত্র তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠ সিন্ধুসমীপে চ শ্রীচন্দ্রশেখরে মুনে। ॥ ৮৫

গয়াদিনীহতীর্থানি যানি সন্তীহ ভূতলে।
তান্যত্র স্থাপয়িত্বা তু ত্রৈলোক্যতারণং কুরু ॥ ৮৬
সিদ্ধির্ভবতু তেঽভীষ্টমিত্যুক্ত্বাস্তে কৃপানিধিঃ।
সতসা পশ্যতঃ শম্ভুস্ত্রিশূলেন বিখল্যতে ॥ ৮৭

ভগবান কহিলেন, পৃথিবীতে গয়াদি যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সে সকলকে এই সিন্ধুসমীপে চন্দ্রশেখরে পর্ব্বতে করিয়া সেই সমুদায় তীর্থের সহিত তুমি তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহ হইয়া ত্রিলোক পরিত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৮৫। ৮৬। ৮৭

সোঽপি কুণ্ডাকৃতি ভূত্বা বারিপূর্ণং বভূব হ।
তস্যান্তরেঽগ্নিনা দীপ্তিঃ ক্রিয়তে ধূমবেষ্টিত ॥ ৮৮

সেই ভূমিখণ্ড কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া জলপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধূমাবৃত শিখা উঠিতে লাগিল॥ ৮৮॥

দৃষ্ট্বানন্দ গতঃ ব্যাসস্তস্য পশ্চিমতঃ স্বয়ং।
পরঃ ধ্যান গতশ্চাস্তে ধৃত্বা পাষাণবিগ্রহঃ ॥ ৮৯

ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া কুণ্ডের পশ্চিমাংশে পাষাণ দেহ ধারণ করতঃ ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন। ৮৯

দ্বিভুজমুপবীতঞ্চ জটামণ্ডলধারিণং।
চর্ম্মাম্বরপরিধানং কবিবৈন্দ্রেঃ সেবিতং স্বয়ং ॥ ৯০

অদ্যাপি করীন্দ্রসেবিত অজিনাম্বরসৌন্দর্য্য দ্বিভূজোপবীত-জটামণ্ডলধারী ব্যাসদেবকে কুণ্ডের পশ্চিমাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। ৯০

যস্য ভাষাখিলমিদং বেদমার্গস্থিতং জগৎ।
বেদাগমো মহাসিন্ধুং নির্ম্মথ্যং জ্ঞানদণ্ডকৈঃ ॥ ৯১

যে ব্যাসদেবের বাক্যে চতুর্ব্বেদ আগমাদি গ্রন্থস্থিত রহিয়াছে, এই সংসারসমুদ্রে জ্ঞানরূপ দণ্ড দ্বারায় সেই ব্যাস সমুদয় শাস্ত্র নির্ম্মাণ স্থান করিয়াছেন। ৯১

পুনাতু সতু ত্রৈলোক্যং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রকাশকঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্যাসং কুণ্ডপশ্চিমতো দিশি ॥৯২
চতুর্ভুজাংশরূপেণ পবিত্রঞ্চ ভূমণ্ডলং।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু স্বয়ম্ভূলিঙ্গমদ্ভুতম্ ॥ ৯৩
মালূরবেষ্টিতং তঞ্চ লোকমেব বিধায়কং।
ত্রিপুরা ভৈরবী শ্যামা তথা কাত্যায়ীনতি চ ॥৯৪
চতুর্ভুজা মহাকালী চাস্তে তস্য সমন্ততঃ।
একোনকোটিলিঙ্গস্তু যদ্বনে ভগবানভূৎ ॥ ৯৫ ॥
পাষাণকোটরান্তস্থ ঞ্চাতিসূক্ষ্মং বরপ্রদং।
মৎস্যঃ কূর্ম্মোবরাহশ্চ নরসিংহাদি বিগ্রহাঃ ॥৯৬
সন্তি তত্র মহাপ্রাজ্ঞা শ্রীচন্দ্রশেখরে দ্বিজ ॥ ৯৭

সেই কুণ্ডের পশ্চিমাংশে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকাশক বেদব্যাস চারিদিকে

ন্দ্রশেখর পর্ব্বতে চতুর্ভুজাংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূমণ্ডল
।বিত্র করিতেছেন। কোনস্থানে চতুর্ভুজাংশরূপে মহাকালী,
কানস্থানে বা শ্রীবৃক্ষবেষ্টিত নরামরত্ববিধায়ক ত্রিলোক
র্লভ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, কোথাও ত্রিপুরা ভৈরবী, কোথাও বা
কাত্যায়নী শক্তি, কোনস্থানে বা একোণকোটী শিবলিঙ্গ,
কান স্থানে পাষাণ কোটরস্থ মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহাদি
শাবতার বিরাজ করিতেছেন।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

রামচন্দ্রঃ স্বয়ং যত্র সীতায়া সহ লক্ষ্মণং।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভূং সোহপি সংলেভে সর্ব্বমনোরথং।
যত্র চট্টেশ্বরী দেবী চান্নপূর্ণা বভূব হ॥ ৯৮
দুষ্টানাং প্রাণনাশায় সাধুনাং রক্ষণায় চ।
লিঙ্গরূপং সমাস্থায় শ্রীচন্দ্রশেখরে বসন্॥ ৯৯
বিরূপাক্ষে কদাদেবো বভান্যাচ ভূতেশ্বরঃ।
কদাচ চম্পকারণ্যে কদাচ বাড়বানলে॥ ১০০
কদা মন্দাকিনীগতঃ স চ দেবস্মরান্তকঃ।
বভ্রাম কাননে রম্যে লবণাম্বুসমীপতঃ॥ ১০১

হে দ্বিজগণ! সেইস্থানে রামচন্দ্র এবং সীতা স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দর্শন
করিয়া সকল অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। সেইস্থানে চট্টেশ্বরী
অন্নপূর্ণারূপে সাধুদিগের রক্ষার্থ ও দুষ্টগণের বিনাশের নিমিত্ত
কথন বিরূপাক্ষে, কথন চম্পকারণ্যে, কথন বা বাড়বানলে,কদাচিৎ

মন্দাকিনীতে, কোন সময় বা লবণাম্বু সমীপবর্ত্তী রম্য কাননে ভগবান ভূতেশ্বর সারাস্তকারী লিঙ্গরূপী শিব পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন।৯৮।৯৯।১০০।১০১

ভূচরাঃ খেচরাঃ সিদ্ধা মানবা দানবাদয়ঃ।
নিত্যমাসন্তু যত্রৈব তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিনঃ ॥ ১০২
মহাসিদ্ধমিবহরো যত্রাসীদুময়া সহ।
আদিদেবো মহাদেবো গণেশজনকঃ শিবঃ ॥ ১০৩

মহাসিদ্ধ শ্বেতবর্ণ বামদেব শিব যে স্থানে উমার সহিত বর্ত্তমান থাকিতেন, তথায় দর্শনার্থী হইয়া ভূচর, সিদ্ধ, মানব, দানবাদি আসিয়া থাকিতেন।১০২।১০৩

ফল্গু বল্গু পরাং প্রাপ্য যশ্চ পিণ্ডং প্রদাপয়েৎ।
কিং বদামি ফলং তস্য পিণ্ডদানস্য ভো দ্বিজা ॥১০৪

হে দ্বিজগণ! যে সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থ ফল্গুতীর্থে পিণ্ডদান করে, তাহার ফল আমি কি বলিব।১০৪

যদি কদাচিৎ পুরুষঃ পুণ্যবান্ স্বকুলোদ্ভবঃ।
গত্বা চ ম্রিয়তে তত্র সগচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিং ॥ ১০৫

যদি কোন পুণ্যবান্ পুরুষ তথায় গমন করিয়া পঞ্চত্ব পায়, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়, এমন কি দেহ ও অস্থি ফেলাইলেও তাহার মুক্তি হয়।১০৫

শ্রীচন্দ্রশেখরে রম্যে লোকামরবিধায়িনে।
মানবাঃ পতগা ব্যাঘ্রা মৃগাশ্চ শশকাদয়ঃ॥ ১০৬
অথাত্মনা স্বয়ং ভূত্বা তেষাং মোক্ষায় কল্পতে।
শিবো জীবগতঃ সাক্ষাৎ যদ্বনে মোক্ষদায়কঃ॥১০৭
শালগ্রামগতঃ কশ্চিৎ মন্দাকিন্যাস্তু ভাসিত।
ভুজঙ্গাঃ সন্তি যত্রৈব শিব মূর্দ্ধ্নি প্রবাসিনঃ॥ ১০৮
ভৈরবা যত্র গচ্ছন্তি ভৈরবং শাভূত্যাদয়ঃ।
স্বর্গঙ্গাপ্লাবিতং যস্য জটামণ্ডলবেষ্টিতা॥ ১০৯
কদাপ্রাণং বিমুঞ্চামি শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ।
ইত্যেবং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে প্রাণধারিভিঃ॥১১০

সেই চন্দ্রশেখরে মানব, পতঙ্গ, ব্যাঘ্র, মৃগ, শশকপ্রভৃতি জীবগণের যদি মৃত্যু হয়, তাহাদেরও মোক্ষ হইয়া থাকে। যে তীর্থে শিবের সাক্ষাৎ সর্ব্ব জীবগণ কোন সময়ে মন্দাকিনীতে ভাসমান থাকে, যে স্থানে হরশীর্ষনিবাসী সর্পগণ আছে, যে ক্ষেত্রে ভৈরবগণ এবং তাঁহার শরীরসম্ভূত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, যেস্থানে শিব জটাবৃত স্বর্গঙ্গা কর্ত্তৃক প্লাবিত হন, সেই চন্দ্রশেখরে কখন পঞ্চত্ব লাভ করিব, এই বলিয়া ত্রিলোকবাসী প্রাণিরা গান করিয়া থাকেন।১০৬।১০৭।১০৮।১০৯।১১০

যত্র কাশীং প্রয়াগঞ্চভুবনেশং সরিৎপতিং।

গঙ্গাঞ্চ নৈমিষারণ্যং চৈকত্র দর্শনম্ভবেৎ ॥ ১১১
সূক্ষ্মং পবিত্রপুরুষং লিঙ্গরূপেণ রাজতে ॥ ১১২

যে তীর্থে কাশী, প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, সমুদ্র, গঙ্গা এবং নৈমিষারণ্য একত্র বর্ত্তমান আছে, সেই তীর্থে সদানন্দ সুতপ্রদ অতি সূক্ষ্ম পরম পবিত্র ভগবান্ লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১১১।১১২

সর্ব্বমূর্ত্তিঃ ক্ষিতিপতে পৃথিবীপরিপালিতে।
ভবমূর্ত্তিশ্চ পাতালে বহ্নিরূপী চ বাড়বে ॥ ১১৩
উগ্রমূর্ত্তির্জীবগতো নীলরূপেণ ভাসতে।
ভীমমূর্ত্তিশ্চ ব্যোম্নি তু যজমানোঽর্চ্চনে জনে ॥ ১১৪
মহাদেব চন্দ্রমূর্ত্তি সুধারূপেণ কাশতে।
ঈশানমূর্ত্তি সূর্য্যোসৌ জ্যোতিঃরূপেণ রাজতে ১১৫॥

তাঁহার সকল মূর্ত্তি পৃথিবীতে, ভীমমূর্ত্তি পাতালে, রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নিরূপে, বাড়বে উগ্রমূর্ত্তি সর্ব্বজীবগত হইয়া নীলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আকাশে ভীমমূর্ত্তি, অর্চ্চনায় যজমান মূর্ত্তি, অমৃতে সোমমূর্ত্তি এবং ঈশান মূর্ত্তি জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ১১৩।১১৪।১১৫

এতা মূর্ত্তির্ভর্গশম্ভোঃ প্রকাশ জনকো মহান্।
ক্ষিত্যপ্‌তেজাদিরূপেণ চন্দ্রশেখর মূর্দ্ধনি ॥ ১১৬

এই অষ্ট মূর্ত্তির অনুগ্রহেই অনাদি চিন্ময় পরম পুরুষ ক্ষিত্যাদি

াঞ্চভূতব্যাপি ভগবান্ যোগী হৃদয় চিন্তিত হইয়া, মহাবাড়বানল ামীপে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন ।১১৬

লবণাব্ধ্যোর্দ্ধদেশে তু স্বর্গঙ্গা শ্রবণং গতা ॥ ১১৭
তস্যোর্দ্ধে চ ব্যোমকেশঃ পার্ব্বত্যাশক্তমানসঃ।
প্রত্যক্ষমাস্তে স্থানন্তু মানবে দর্শনেস্থিতঃ ॥ ১১৮

লবণাব্ধের উর্দ্ধদেশে প্রস্রবণ লতা স্বর্গঙ্গা, তাহার উর্দ্ধদেশে ভগবান্ মানবাদৃশ্য হইয়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়াসক্ত আছেন।১১৭ ১১৮॥

তস্য দক্ষিণতঃ শ্যামাং পাষাণরূপিণীং গতাং।
চতুর্ভুজাং মুক্তকেশীং লোলজিহ্বারুণাধরাং ॥১১৯
শবাসনাং শূলভৃতাং খট্বাঙ্গাসিভৃতাং পরাং।
শবমুরগুকাং ভীমাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥ ১২০
চন্দ্রার্দ্ধশোভিতাং তাস্তু পীনোন্নতপয়োধরাং।
চম্পকারণ্যমধ্যস্থাং জটামণ্ডলধারিণীং ॥ ১২১
ব্রহ্মাদ্যাস্তাং নিশায়াং বৈ অর্চ্চয়স্তি ক্রমাদ্দ্বিজা ॥ ১২২

তাহার দক্ষিণাংশে চম্পকারণ্যমধ্যস্থা পাষাণরূপিণী লোলজিহ্বা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা শূল, খট্বাঙ্গ অসি নরমুণ্ডহস্তা-মুণ্ডমালিনী অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা পীনোন্নতপয়োধরা জটামণ্ডল-ধারিণী শবারূঢ়া শ্যামাকে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিশীথ সময়ে পরমানন্দে অর্চ্চনা করিতেছেন ।১১৯।২০।১২১।১২২

যদি তাং মানবঃ পশ্যেৎ কদাচিচ্ছিবমানসঃ।
দর্শনাৎ কিং ন সিদ্ধেত সাক্ষাচ্ছিবসমো ভবেৎ॥১২৩

হে দ্বিজগণ! যদি কোন শুদ্ধচিত্ত মানব কখন তাঁহার দর্শন পায়, তাঁহার দর্শনে কি না সিদ্ধ হয়? সে সাক্ষাৎ শিবত্ব লাভ করে।১২৩

ইতি জীবগতঃ শুদ্ধস্ফটিকাভঃ সমন্ততঃ।
চরন্তি বনমধ্যে চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ১২৪
কলুষতরণহেতুর্নিন্দকাঞ্চ কেতুঃ।
পরমপূরণহেতুঃ শোভতে লিঙ্গরাজঃ॥ ১২৫

এই প্রকারে সর্ব্ববেষ্টিত শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ কলুষত্রাতা নিন্দক-বিনাশক সর্গাদিশক্তি হেতু ভগবান লিঙ্গরাজ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর-গণের সহিত সেই পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন।১২৪।১২৫

ইতি দেবীপুরাণে চৈত্রমাহাত্ম্যে স্বয়ম্ভূরহস্য কথনে চণ্ডিকাখণ্ডোক্ত সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত উবাচ।

শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবশ্চাস্তে পাষাণবিগ্রহঃ।
তস্য দক্ষিণতশ্চাপি সিদ্ধা মুনিগণাঃ দ্বিজা ॥ ১
দেবলোকাশ্চ গায়ন্তি সর্ব্বে শিবসমাঃ শুভাঃ।
কঠোরতপসামগ্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২ ॥

সূত মুনি বলিলেন, হে ঋষিগণ! চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান্ পাষাণরূপী হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাহার দক্ষিণাংশে শিবতুল্য শত সহস্র মুনি লোকান্তর হইয়া কঠোর তপস্যা নিমগ্ন আছেন ।১।২।

পুণ্যবান্মানবঃ কশ্চিৎ কুলকাশঃ কুলাবকঃ।
তেঽন্তে যদি দর্শনং স্যাৎ তদা চ খেচরো ভবেৎ ॥৩
তস্য প্রাচ্যাং কৃত্তিবাসঃ শিবলিঙ্গঃ শুভপ্রদঃ।
নিত্যং তং পূজয়ন্তি তে মুনয়ঃ পরমপাবিতাঃ ॥ ৪

যদ্যপি কুলপ্রকাশক কুলরক্ষক মানব তাঁহাদের দর্শনলাভ করেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বাংশে শুভদ কৃত্তিবাস শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। পরম পবিত্র মুনিগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করেন ।৩,৪

তস্য দক্ষিণতঃ পশ্যেৎ কালেশং লিঙ্গমদ্ভুতং।
তস্য পশ্চিম তশ্চন্তে কালঃ কালগতঃ শুভঃ॥ ৫
তৎপুরীং পরমাং দিব্যাং পাষাণাট্টালশালিনীং।
তত্র পাষাণতশ্চাগ্নির্জ্জজ্বাল বাড়বানলঃ॥ ৬

তাঁহার দক্ষিণে পরমাশ্চর্য্য কালেশলিঙ্গ,তাহার পশ্চিমে শুভপ্রদ কাল। তাঁহার পুরী অত্যন্ত সুন্দর এবং পাষাণনির্ম্মিত, সেই হইতে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।৫।৬

তত্রৈককুণ্ডেজুহ্বন্তো হবীংসি দানবাদয়ঃ।
সিদ্ধামহর্ষয়ো দেবা ভৈরবা ভূতজাতয়ঃ॥ ৭
স্নানং কুর্ব্বন্তি তত্রৈব তর্পয়ন্তি তু দেবতান্।
মানবাদর্শনং স্থানং দর্শনান্মোক্ষদায়কং॥ ৮

সেই স্থানে এক কুণ্ডে দেবগণ আহুতি দান করেন, অতএব সিদ্ধ মহর্ষি ভৈরব ভূতগণ এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃ দেবতা সমুদয়কে তর্পণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। সেইস্থান মানবগণের অদৃশ্য, যদ্যপি কেহ নয়নগোচর করে, সে শীঘ্র মুক্তিলাভ করে।৭।৮

কুণ্ডানি তত্র বৈ সন্তি নানাবর্ণকৃতানি চ।
তস্য সমন্তাৎ দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি বিবিধানি চ॥ ৯
সুবর্ণ বর্ণাঃ শোভন্তে কেচিদ্রজতভা দ্বিজা।
সুবর্ণ বর্ণমমলঞ্চাগ্নিরূপং মনোরমং॥ ১০

সেইস্থানে নানাপ্রকার কৃত বিশিষ্ট অনেক কুণ্ড আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণ অনেক শিবলিঙ্গ দেখা যায়, কোনটী রজতনিভ, কোনটী বা সুন্দর অগ্নিবর্ণ ।৯।১০

প্রত্যক্ষমাস্তে তত্রৈব জটাপিঙ্গলধারিণং।
সপ্তজিহ্বাং সাক্ষসূত্রং শক্তিমন্ত্রং বিভূষিতং ॥ ১১
পীণাঙ্গ পিঙ্গলাক্ষঞ্চ চতুর্ভুজমসিকরং।
তুঙ্গভঙ্গললিতাঙ্গং জ্যোতিষা শোভতে পরং ॥১২
অজস্থং দেবসাকারং দৃশ্যতেঙ্গানিভির্মুদা।
বালসূর্য্যপ্রতিকাশং স্বয়ম্ভূ রক্ষিজং পরং ॥ ১৩

সেইস্থানে জটাপিঙ্গলধারী বালসূর্য্যতুল্য সপ্তজিহ্বা অজারূঢ় কুবলয়াকার অগ্নি জ্যোতিঃরূপে প্রত্যক্ষীভূত রহিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে অক্ষসূত্র, হস্তচতুষ্টয়ে অসি, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র; দেহ স্থূল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পরমানন্দে দর্শন করিতেছেন ।১১ ১২॥১৩॥

মানবানাং কর্ম্মফলং ভোগস্তত্র ন বিদ্যতে।
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং আশ্চর্য্যঞ্চ মনোহরং ॥ ১৪
নানাতরুসমূহেন সমন্তাদাবৃতন্তু তৎ।
বাড়বস্য তু পূর্ব্বস্যাং জ্বালামুখী পরাৎপরা ॥ ১৫

সেই স্থানে মানবসমূহ কর্ম্মজন্য ফলভোগ করে না, সেই

দেবাভিলষিত ক্ষেত্র জলোত্থিত অগ্নিদ্বারা পরমাশ্চর্য্য দৃশ্য এবং নানাপ্রকার পাদপশ্রেণী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত।১৪।১৫

আদি শক্তিঃ সুপ্রসন্না ভুজাষ্টপরিশোভিতা।
সিংহস্থা শুভদা শুভ্রা নীলকণ্ঠপ্রিয়া সতী॥ ১৬
তস্য দক্ষিণতশ্চাস্তে লিঙ্গানি কতিচিদ্দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মেশমিন্দ্র লিঙ্গঞ্চ ভৈরবং ক্ষেত্ররক্ষকং॥ ১৭
রুরুনামং ভৈরবোঽপি খট্বাঙ্গশূলভৃৎ দ্বিজা।
তুঙ্গবক্ষপিঙ্গলাক্ষ পীনজানু পয়োধরং॥ ১৮
আরক্তবর্ণমঙ্গঞ্চ জটাপিঙ্গলধারিণং।
দ্বিপীচর্ম্মপরিধানং শৃঙ্গারাদিবিলাসিনং॥ ১৯॥
অদ্ভুতাকারমাস্থায় রক্ষতি দক্ষিণং দিশং।
স্বয়ম্ভূং পরমং লিঙ্গং সুন্দরং জ্ঞানদং দ্বিজা॥ ২০

বাড়বের পূর্ব্বাংশে সিংহারূঢ় অষ্টভূজা সুপ্রসন্না শুভদা শুভ্রবর্ণা নীলকণ্ঠপ্রিয়া পরাৎপরা আদ্যাশক্তি জ্বালামুখী, তাহার দক্ষিণাংশে কতিপয় শিবলিঙ্গ আছেন। ব্রহ্মেশলিঙ্গ, এবং ইন্দ্র-লিঙ্গ ভৈরবগণ ক্ষেত্রক, অন্যদিকে তুঙ্গ রক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ পীনজানু আরক্তবর্ণ, জটাপিঙ্গলধারী শৃঙ্গারবিলাসী চর্ম্মাম্বরপরিধায়ী রুরু নামক ভৈরব খট্টাঙ্গ-শূল ধারণ করিয়া দক্ষিণদিক্ রক্ষা করিতে-ছেন।১৬। ১৭।১৮।১৯।২০।

চন্দ্রশেখরমধ্যস্থং বাড়বানলবেষ্টিতং।
ভাতি সর্ব্বত্র জীবস্থং ব্রহ্মাণ্ড সচরাচরং ॥ ২১
যোগীনাং পার্ব্বতীকান্তং দেবানামভিবাঞ্ছিতং।
পূর্ণচন্দ্রপ্রতিকাশং ডমরুশূলধারিণং। ২২
জীবস্থঞ্চ জীবলয়ং জীবঞ্চ জীবনৌষধং।
কাশীনাথং পরং ধাম জগদ্ধামগতং শুভং ॥ ২৩
আদিনাথং গুণাতীতং গুণবিগ্রহধারিণং।
গুরাবাসং নীলকণ্ঠঃ শুদ্ধপদনিবাসিনং ॥ ২৪
যঃ পশ্যতি চ তং লিঙ্গং শ্রীচন্দ্রশেখরে স্থিতং।
ন পুনঃ কল্পতে বিপ্রা ঘোরসংসারবন্ধনং ॥ ২৫

বাড়বানল ব্যাপিত চন্দ্রশেখর মধ্যস্থ অত্যন্ত মনোহর, স্বয়ম্ভূলিঙ্গ একত্রাবস্থিত হইয়া চরাচর ব্যাপিয়া দীপ্ত পাইতেছেন, সেই যোগীশ্রেষ্ঠ দেবারিনাশক পূর্ণচন্দ্রতুল্য জীবনৌষধস্বরূপ জগন্নিবাস ডমরুশূলধারী অনাদি জীবের অন্তর্যামী নির্গুণ পুনর্বিগ্রহধারী গৃহবাসী শুদ্ধপদ্ম নিবাসী পার্ব্বতীকান্ত মহাদেবকে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে কোন নর দর্শন করে, তবে পুনর্ব্বার ঘোর সংসার বন্ধনে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

এতত্তু ব্যাসদেবেন লোকানান্ত হিতায় বৈ।
প্রশংস্যতে লিঙ্গমাহাত্ম্যং পুণ্যদং পাবনং পরং ॥ ২৬

এই পরম পবিত্র পুণ্যদলিঙ্গ মাহাত্ম্য, ব্যাসদেব লোকের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

যেষু যেষু পুরাণেষু যৎ কৃতং চরিতং মহৎ।
গোপিতং তেষু তেষু চ রহস্যং পরমাদ্ভুতং ॥ ২৭

যে যে পুরাণে যে সমুদয় চরিত্র কথিত হইয়াছে, সেই সেই পুরাণে এই পরমাশ্চর্য্য রহস্য গোপিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যুষ্মভ্যস্তু প্রবক্ষ্যামি স্নেহাচ্চঞ্চলমানসঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যং সর্ব্বেষাং রহস্যঃ দেবকীর্ত্তিতং ॥ ২৮

অদ্য আমি স্নেহে চঞ্চলচিত্ত হইয়া গুহ্যাতিগুহ্য সেই রহস্য তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম ॥ ২৮ ॥

এতস্য লিঙ্গরাজস্য চরিত্রং বিস্ময়ং গতঃ।
প্রকাশিতঞ্চ তন্ত্রেষু ব্যোমকেশো জীনাম্বরঃ ॥ ২৯
উত্তিষ্ঠধ্বং দ্বিজব্যাঘ্রা গচ্ছামস্তস্য চান্তিকং।
ইত্যুক্ত্বা নৈমিষারণ্যাৎ মুনয়ঃ শিবমানসাঃ ॥ ৩০

এই পরমাদ্ভুত লিঙ্গরাজ চরিত্র শিবতন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! গাত্রোত্থান কর, আমরা তথায় গমন করিব ॥ ২৯ ॥ ৩০

কমণ্ডলুধরাঃ সর্ব্বে তপসা ধৌতকিল্বিষাঃ।
জটাধরাজিনবাসাঃ স্বয়ম্ভোদর্শনার্থিনঃ ॥ ৩১ ॥
ষষ্টি সহস্রাঃ মুনয়োঃ ধ্বান্তবিধ্বংসসংজ্ঞকাঃ।
আগত্য চন্দ্রশেখরে ব্যাসেন কৃত সৎকৃতাঃ ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুং তেচাপি লেভিরে পরমাং গতিং।
শ্রীচন্দ্রশেখরস্যান্তে দক্ষিণে গিরিকন্দরে॥ ৩৩

এই বলিয়া কমণ্ডলুধারী তপোনিরত কল্মষহারী সূত মুনি ষষ্টি সহস্র ঋষি সমভিব্যাহারে স্বয়ম্ভু দর্শনার্থী হইয়া সেই নৈমিষারণ্য হইতে চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাস কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বয়ম্ভু দর্শন করতঃ পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন।৩১।৩২।৩৩

সন্তি সর্ব্বে মহাপ্রাজ্ঞা লোকাদর্শনতঃ স্থিতাঃ।
যদি পুণ্যবসাত্তত্র মানবঃ পুণ্যবান্ ভবেৎ॥ ৩৪

সেই মুনিগণ মানবের অদৃশ্য হইয়া চন্দ্রশেখরের দক্ষিণদিকে গিরিকন্দরে বাস করিতেছেন।৩৪

গত্বা শ্রীচন্দ্রশেখরে অনশো মানবঃ সুধীঃ।
শ্রীনাথস্যোপদেশন্তু লভ্যতে ভাগ্যযোগতঃ॥ ৩৫
তত্রৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি পুরশ্চর্য্যাদির্ভির্ব্বিনা।
তেজয়ন্তি মহাদেবং বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনং॥ ৩৬

ভূমণ্ডলে কোন পুণ্যশীল লোক পুণ্যবশাৎ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে যাইয়া অনশনব্রতপরায়ণ হইয়া শ্রীনাথের উপদেশ লাভ করে, তবে পুরশ্চরণাদি বিনাও তাহার সিদ্ধিলাভ হয়।৩৫।৩৬।

চর্ম্মাম্বরপরিধানং ঢক্কাভীতিবরপ্রদং।
বাড়বানলসংযুক্তং ধ্যানপ্রাপ্তং মহর্ষিভিঃ॥ ৩৭

সেই মহর্ষিগণ চিন্তাপরায়ণ হইয়া বাড়বানল ব্যাপিয়া চর্ম্মাম্বরধারী বরপ্রদ ত্রিলোচন বিরূপাক্ষ শিবকে অর্চ্চনা করিতেন। ৩৭

ঋষয় উচুঃ।

সীতাকুণ্ডং শ্রুতং পূর্ব্বং ত্রিলোকজনপাবনং।
চন্দ্রশেখরমধ্যস্থং ভারতাখ্যসমন্বিতং॥ ৩৮
যদিতেঽস্তিকৃপা নাথ তদ্বদজ্ঞানভাস্কর।
অস্মাকমজ্ঞানহরং লোকেপৃচ্ছাযদীদৃশী॥ ৩৯

মুনিগণ আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞানপ্রকাশক! হে চন্দ্রশেখরমধ্যস্থ ত্রিলোকপাবন! ভারতাখ্যসমন্বিত সীতাকুণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করুন, যে হেতু লোকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।৩৮।৩৯

সূত উবাচ।

সীতাস্নানবিধানার্থং লোকানাং পাবনায় বৈ।
মহাগুহ্যং মহারম্যং তৎ কুণ্ডন্তু বিনির্ম্মিতম্॥ ৪০
বাড়বাগ্নির্মিশ্রস্তু নিম্নমুষ্ণোদকং দ্বিজাঃ।
আতপত্রান্বিতং দ্রুমৈঃ সর্ব্বোপবনসম্বৃতং॥ ৪১

সূত মুনি বলিলেন, হে দ্বিজগণ! সীতার স্নানার্থ ও জগতের হিতার্থ বাড়বাগ্নিমিশ্রিত উষ্ণজলবিশিষ্ট রমণীয় কুণ্ড ভার্গব

নি কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কুণ্ডের পাদপশ্রেণী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত থাকায় আতপত্রবিশিষ্ট বোধ হইত।৪০।৪১

যত্র সীতা পৃথিবীজা স্বামিনা দেবরণে বৈ।
স্নাত্বা তত্র হ্রদে দেবমিষ্টং সন্তর্প্য যত্নতঃ॥ ৪২

সেই অযোনিসম্ভবা সীতা স্বামী ও দেবরের সহিত স্নান করিয়া পিতৃদেবতাসমুদায়কে তর্পণ করিতেন। সেই কুণ্ডের উত্তরাংশে দেবসিদ্ধঋষিগণ বাসপূর্ব্বক তথায় স্নান করেন।৪২

স্নানং চক্রু দ্বিজব্যাঘ্রা মুনিবৃন্দারকাস্তথা।
সিদ্ধামহর্ষয়ঃ সন্তি তস্যোত্তরনিবাসিনঃ॥ ৪৩

তথায় মুনিগণ, সিদ্ধ অমরদিগের সহিত ব্যগ্রমনা হইয়া নিত্য স্নান করতঃ তাঁহারা উত্তরদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।৪৩

কিম্বক্তব্যঃ কুণ্ডবৃত্তং মহাপুণ্যবিধায়কং।
বক্ষ্যামি তস্য মাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৪৪

হে দ্বিজগণ! সেই মহাপুণ্যবিধায়ক কুণ্ডের মাহাত্ম্য আমি কি বলিব? তথাপি কিছু মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।৪৪

রাজ্যভ্রষ্টো যদা রামঃ শরভঙ্গাশ্রমং যযৌ।
তদুপদেশং ধৃত্বা তু পূর্ব্বোত্তরপুরীমগাৎ॥ ৪৫

রামচন্দ্র যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার উপদেশ মতে পূর্ব্বোত্তর পুরী গমন করেন ॥৪৫॥

পশ্যেৎ পূজ্যং মহাবাহুং জটামণ্ডলধারিণং।
পীতবস্ত্রপরিধানং তং তীর্থে জ্ঞানসাগরং ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা নত্বা চ প্রপ্রচ্ছ ভক্ত্যাবিনয়মানসঃ।
কথমত্রস্থিতং দেবমস্থেতং বিভূতিপরং ॥৪৭

সেই পুরীতে মহাবাহু জটামণ্ডলশোভিত পীতবস্ত্রধারী পরমজ্ঞানী এক মহর্ষিকে দেখিয়া রাম বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে দেব! আপনি কি নিমিত্ত এখানে বাস করিতেছেন? ৪৬। ৪৭

ততোক্ষমুন্মীলয়িত্বা দৃষ্ট্বা রামং সনাতনং।
জানকীলক্ষ্মণাভ্যাস্তু পবিত্রং পুরুষোত্তমং ॥ ৪৮
অবোচত্তং রঘুবরং সমুনির্ব্বিভূতিধরঃ।
শ্রুতং রাজন্যবংশে তু জন্মমাত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪৯
অস্মান্ পবিত্রকরণে ঘোর সংসারবন্ধনাৎ।
জ্ঞানংকুর্ব্বন্ ভবেন্মুক্তিং লোকে জন্মপ্রকাশিতং ॥৫০

তখন মুনি চক্ষু মিলিয়া জানকী লক্ষ্মণসহ সনাতন পবিত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমি শুনিয়াছি, সংসার-বন্ধন হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য রাজন্যবংশে জন্মিয়াছ। ৪৮। ৪৯। ৫০

ইয়ং সীতা পৃথিবীজা কস্মিং শ্চিচ্ছিবসংহিতা।
হরারাধ্যা মুক্তকেশী চাপবর্গ প্রদায়িনী ॥৫১
যস্যানুগামিনী দেবি তস্যভাগ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫২

এই শিবারাধ্যা মুক্তকেশী সীতা যাঁহার অনুগামিনী, তাঁহার কি সৌভাগ্য। ৫১। ৫২

সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে ভারতাখ্যেসমন্বিতে ॥৫৩

ভারতাখ্য সমুদ্রের উত্তরতীরে সীতা নামে ত্রিলোকপাবন এক কুণ্ড আছে। ৫৩

অস্যানাম্না কুণ্ডমস্তি ত্রিলোকজনপাবনং।
ন তব গৃহিণী রাম যোগনিদ্রেয়মিষ্যতে ॥৫৪
তবাশক্যং কর্ম্মযদ্বা অনয়ানীলয়াকৃতং।
তবাভিমানে নষ্টে তু বিধিনৈষানিযোজিতা ॥৫৫

হে রাম! ইনি তোমার গৃহিণী নহেন, ইনি ত্রিলোকজনপাবনী, যোগনিদ্রাস্বরূপা; ইনি অবলীলাক্রমে তোমার অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। তোমার দর্পচূর্ণ করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়াছেন। হে রামচন্দ্র! আমার ভাগ্যবশতঃ ইনি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ৫৪। ৫৫

মমভাগ্যবশাদ্রাম অনয়াসমুপস্থিতং।
প্রাচীদক্ষিণয়োর্ম্মধ্যে শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ ॥৫৬

ভার্গবস্তত্র তন্নাম্না কুণ্ডমেকং নিযোজিতং।
স্বয়ম্ভূঃ পশ্চিমে বিপ্রাস্তদ্বায়ু গিরিদক্ষিণে ॥৫৭
নাভিগঙ্গোত্তরে চৈব ফল্গুপশ্চিমতঃ স্থিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়রিতঃ প্রাচ্যাং বাড়বাগ্নিসমন্বিতঃ ॥৫৮

পূর্ব্বদেশের দক্ষিণাংশে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান্ ভার্গ সীতার নামে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি বাড়বাগ্নি শোভিত সেই মহাকুণ্ডকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গের পশ্চিমে, বায়ু পর্ব্বতে দক্ষিণে, নাভিগঙ্গার উত্তরে, ফল্গুর পশ্চিমে, জ্যোতির্ম্ময়ের পূর্বে নিম্নভাগে অবস্থিত দেখিয়াছি। ৫৬। ৫৭। ৫৮

পশ্যোঽহন্তু মহাকুণ্ডং সীতানাম্না নিযোজিতং।
সীতাশীতলমুক্তায়া সেবন্তে সহচারিণী ॥৫৯

সেই সীতা অদ্য তোমার সহচারিণী, এই বাক্য বলিয়া সে মুনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ৫৯

ইত্যুক্ত্বা তং মুনিবরং পরস্পরং বিলোকয়েৎ।
উবাস রজনীমেকাং রামচন্দ্রোঽতি বিস্মৃতঃ ॥৬০
প্রভাতায়ান্তু সর্ব্বষ্যাং ভ্রাতৃজায়াসমন্বিতঃ।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনিনা পরমেষ্ঠিনা ॥৬১
গত্বা মুনিবরস্তত্র কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
সূর্য্যাভিমুখমাস্থায় জপন্ মন্ত্রঞ্চ ত্র্যক্ষরং ॥৬২

তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষির সঙ্গে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৬০। ৬১। ৬২

রামং বিহায় সা সীতা কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতা।
নীলজীমূতসঙ্কাশা ভুজাষ্টপরিশোভিতা ॥৬৩
কৃপাবলম্বিনীদেবী অরুণাধরসঙ্গিনী।
লোচনত্রয়সংযুক্তা ধ্বজচামরবেষ্টিতা ॥৬৪

সেই সময়ে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মপীঠবাসিনী নীল জীমূতসঙ্কাশা অরুণাধরা ধ্বজচামরবেষ্টিতা ত্রিনয়নী অষ্টভুজা হইয়া সীতা ও রামের অজ্ঞাতসারে স্নানার্থ কুণ্ডে নিমগ্ন হইলেন। ৬৩। ৬৪

অনন্তাদিভিরানন্দো ব্রহ্মপীঠপ্রকাশকঃ।
আদিশক্তিঃ সুপ্রসন্না মহাবাড়বরূপিণী ॥৬৫
তটস্থো রাঘবঃ পশ্যেৎ সীতাং কুণ্ডনিবাসিনীং।
মম প্রাণহরং কুণ্ডং বিভাব্য রঘুবংশজঃ ॥৬৬
সংভাষ্য তং মুনিবরমিদং বচনমব্রবীৎ।
কলেশ্চতুঃসহস্রাণি বর্ষাণি লক্ষণাযুতং।
স্থিতং কুণ্ডগুপ্তমাসীন্মানবাদর্শনং ভবেৎ ॥৬৭

রামকুণ্ডের তীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সীতাকুণ্ড উঠিতেছেন

না; তথা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহার উত্থিত হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া সেই মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিবর! এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করিল, অতএব আমি ইহাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, কলিকালের চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই কুণ্ড প্রকাশিত থাকিয়া পরে মানবের অদৃশ্য হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিবে। ৬৫। ৬৬। ৬৭

ভক্তিং কৃত্বা তু সা তোয়ং যঃ কশ্চিদ্বা জলং পিবেৎ
কুণ্ডস্নানফলং প্রাপ্য ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি।
ইত্যুক্তোঽহসৌ রাবণারিঃ মণিপর্ব্বত মূর্দ্ধনি ॥৬৯
গত্বা দৃষ্ট্বা শিবলিঙ্গং লবণাব্ধৌ নিমর্জ্জ্যচ।
আগত্য চন্দ্রশেখরং প্রাসাদমুনিমীশ্বরং।
সন্তুষ্টংকারয়ামাস রামেন বিনয়ান্বিতা ॥৭০
সীতামাদায় সভ্রাতা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাং।
জগাম পরমাহ্লাদঃ পুনর্গোদাবরীং প্রতি ॥৭১

সীতাকে ভক্তি করিয়া যে ব্যক্তি জলপান করে, সে কুণ্ড স্নান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। এই বাক্য বলিতে না বলিতেই সীতাকুণ্ড হইতে উঠিলেন। তখন রাম পুলকিত হইয়া মণিপর্ব্বতশেখরে আসিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে লবণাম্বু সমুদ্রে স্নান করিয়া চন্দ্রশেখরে পুনঃ আসিয়া মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর সীতা এবং লক্ষ্মণকে

সঙ্গে করিয়া পুনশ্চ গোদাবরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৬৮। ৬৯
৭০। ৭১

ইতি গদিতমশেষং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমাগ্যং।
শৃণুত মমসকাশাল্লিঙ্গরাজস্য কিঞ্চিৎ॥
সুরকুলমুনিসঙ্ঘৈর্ধ্যায়তে যং মহেশঃ।
বসতি ভুবনমধ্যে চট্টলে মুক্তিকেশঃ॥৭২

ইতি দেবীপুরাণে চৈত্র-মাহাত্ম্যে চণ্ডিকাখণ্ডে

চন্দ্রশেখর-প্রাপ্তিরষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

হে মুনিগণ! এই অনন্ত পুণ্যদায়ক পরম গুহ্য অনন্ত লিঙ্গ-রাজচরিত্র তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করিলাম, সেই ভগবান্ শিব সুর-মুনি কর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া এই ভুবনমধ্যে চট্টলে বাস করিতেছেন। ৭২

তৃতীয় অধ্যায়।

——:০:——

চন্দ্রনাথ খণ্ড।

নারায়ণ্যুবাচ।

ব্রহ্মাদিদেববৃন্দেশ সর্ব্বেষাং চিন্ময় প্রভো।
কুত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে বসন্তি হর্ষসংকুলাঃ ॥১
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি দেব জগদ্গুরো।
জম্বুদ্বীপে কলৌ ব্রহ্মন্ কেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২

নারায়ণী নারায়ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো, হে ব্রহ্মাদিদেবতাকুলেশ্বর, সেই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, এ সময়ে পুলকিত হইয়া কোন্ স্থানে অবস্থিত করিতেছেন, কলিতে জম্বুদ্বীপে কি প্রকারে বা মানবের সিদ্ধি হইতে পারে, আমার নিকট বলুন। হে জগদ্গুরু! সে সকল জ্ঞাত হইবার জন্য আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। ১। ২

ততঃ পূর্ব্বপথাবৃত্যা বায়ু পর্ব্বতসন্নিধৌ।
সমীপে বিষ্ণুদেবস্য ক্রমদীশ্বর পশ্চিমে ॥

পঞ্চকুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
বৃষকুণ্ডং পরং যস্য প্রাগ্ তৎ জ্যোতীশ্বরাত্মকং।

তাহার পূর্ব্বাংশে বায়ুপর্ব্বতের সন্নিকট হরির পাদপ্রান্তে ক্রমদীশ্বর নামক স্বয়ম্ভূলিঙ্গের পশ্চিমে পঞ্চকুণ্ডান্বিতা পরম ব্রহ্ম পদস্থান আছে। তাহার পূর্ব্বে জ্যোতীশ্বরাত্মক পরম বৃষকুণ্ড বিদ্যমান আছে। ৩। ৪

ততঃ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ নিত্যং তিষ্ঠন্তি চানঘে।
পাতালাদুত্থিতা দেবী গঙ্গা তৎপূর্ব্বতঃক্রমাৎ ॥৫
তজ্জলং স্পর্শনাদ্দেবী সর্ব্বাপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
তস্যোত্তরদেশস্থং নাভিকুণ্ডং মনোহরং ॥৬
তস্যোত্তর সমীপেচ রামকুণ্ডং মনোহরং।
লক্ষ্মণস্য ততোদীচ্যাং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমং।
চতুর্ব্বর্গফলং তত্র স্নানদানে লভেন্নরঃ ॥৭

সেই তীর্থে ব্রহ্মাপ্রমুখ সুরদেবগণ নিত্য অবস্থিত করিয়া থাকেন। তৎপূর্ব্বদিকে পাতাল হইতে ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়াছেন! হে দেবি! তাহার জল স্পর্শ করিবামাত্র মানবগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার উত্তরদিকে সুন্দর নাভিকুণ্ড। তদুত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতাদেবীর তিনটী কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। এ সকল কুণ্ডে স্নান ও দান করিলে অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্ত হয়। ৫। ৬। ৭

হরপুত্রঃনদশ্রেষ্ঠ গৌরীহৃদয়নন্দনঃ।
মর্জ্জতো মে হতং পাপং হরজন্মশতার্জ্জিতং ॥৮
শিবলোকং লভেৎ স্নানে গয়া শ্রাদ্ধং ততোত্তরম্।
অক্ষয়তৃপ্তিতাং যান্তি তর্পণে পিতরঃ সদা ॥৯
তত্র প্রয়াগতীর্থানাং জলং শিবপ্রদংনৃণাম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্নানে স্পর্শে ন সংশয়ঃ ॥১০

হে হরপুত্র পার্ব্বতী-হৃদয়ানন্দ নদশ্রেষ্ঠ মন্মথ! আমি তোমার পবিত্র জলে স্নান করিতেছি, আমার শত জন্মার্জ্জিত পাপ দূর কর। তাহার কতদূর উত্তরে স্নান করিলে নরগণের শিবলোক প্রাপ্তি হয়, আর গয়াশ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে পিতৃদেবগণ সর্ব্বদা অক্ষয়তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে মানবের মঙ্গলপ্রদ প্রয়াগতীর্থের জল বর্ত্তমান আছে, সেই জলে স্নান ও স্পর্শ করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ৮। ৯। ১০

সুভগাসঙ্গমে তত্র মন্মথে মর্জ্জনংভবেৎ।
গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য শিবপ্রীতিকরো ভবেৎ ॥১১

সেই স্থানে সুভগা ও মন্মথের সঙ্গমস্থলে যে স্নান করিয়া থাকে, সে গঙ্গাস্নানের ফলভোগী হয়, তাহার প্রতি শিব প্রসন্ন হয়েন। ১১

ততঃ পশ্যেৎ মহাদেবং জ্যোতির্লিঙ্গং মনোহরম্।
অষ্টমূর্ত্তিসমাযুক্তং সৌন্দর্য্যালিঙ্গিতং মহৎ ॥১২

তাহার পরে মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইবে। এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি অষ্টশক্তি একত্র সমাবেশ অত্যন্ত সৌন্দর্য্য, স্বয়ম্ভূলিঙ্গ এস্থানে ক্রমদীশ্বর নামে জগৎ বিখ্যাত। ১২

ক্রোশার্দ্ধপূর্ব্বতঃ পিণ্ডা শীলা সরস্বতীস্থিতা।
তত্র সংলিখনং নাম্নো যমদ্বারং ন গচ্ছতি ॥১৩
অষ্টধারানদী তত্রে মাহাদেবপ্রসাদিনী।
তত কামঞ্চবিষ্ণুঞ্চ বহ্নিসংক্ষয়কামতঃ ॥১৪
শ্রাদ্ধে চৈবাক্ষয়ং পুণ্যং পূজয়িত্বা প্রদক্ষিণং ॥১৫

ইহার অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরস্বতী নামে এক শিলা অবস্থিত আছে। ইহার উপর নাম লিখিতে পারিলে, মানবের পরকালে নরক ভোগ করিতে হয় না। এইখানে অষ্টধারা নামে এক নদী প্রবাহিত আছে। তাহা মহাদেবের অত্যন্ত স্নেহের বস্তু। ইহাতে পুষ্পকেতু কাম, হরি ও ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন এবং ইহাতে শ্রাদ্ধ, পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া মানবেরা অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। ১৩। ১৪। ১৫

জপাদি শাশ্বতঃ সিদ্ধির্ব্বিরূপাক্ষ প্রদর্শনে।
আরোহণে মহাদেবি ভীমপর্ব্বতবাহিনী ॥১৬
সীতারণ্যঞ্চ তত্রৈব নানাকুসুমনোহরং।
কামাখ্যা যোনিরূপা চ গোমুখপ্লাবনী নদী ॥১৭

অনেক ভৈরবস্তত্রাপ্যনেক কুণ্ডমুত্তমং।
তস্য দক্ষিণতো গৌরী শঙ্কর লিঙ্গরূপধৃক্ ॥
অনেকচক্রশীলা চ উত্তরস্যাং প্রবাহিনী।
দর্শনেস্পার্শনে তস্য সর্ব্ব পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৯

আর বিরূপাক্ষ দর্শনে সেই ভীম পর্ব্বতস্থিতা ছত্রশিলায় আরোহণ করিলে তাহার জপাদির জন্য সিদ্ধিলাভ হয়। সেখানে সীতানামে এক পর্ব্বত আছে, সে স্থানে স্থানে কুণ্ডস্থিত রহিয়াছে, সেখানে যোনিরূপা কামাখ্যা ও গোমুখপ্লাবনী নামে নদী বাহতেছে। সেস্থানে অনেকজন ভৈরব ও সুন্দর সুন্দর বহুবিধ কুণ্ড অবস্থিত আছে। তাহার দক্ষিণদিকে গৌরীশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে। তথায় বহুবিধ চক্রশিলা ও উত্তরবাহিনী একটি গঙ্গা আছে। তাহা দর্শন স্পর্শন করিলে মানবের সকল পাপ মুক্ত হয়। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯

তস্যোত্তরে লবণাক্ষং কুণ্ডং জ্ঞেয়ং মনোহরং।
শিবসারূপ্যমাপ্নোতি স্নানেদানে ন সংশয়ঃ ॥২০
চম্পকারণ্যমধ্যস্থং লিঙ্গরূপিমহেশ্বরঃ।
তস্যোপরি মহাদেবমুক্তিকেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥২১
স্বর্গদ্বারং ততো দেবি চম্পকারণ্যমুত্তমং।
কৈলাসপ্রতিমোহরণ্যে শিবলোকঃ স এব হি ॥২২

মহৌষধিনীলপদ্মনীলচম্পকবেষ্টিতঃ।
গোষ্পদো বৰ্ত্ততে তত্র পাৰ্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥২৩
অতীবনির্জনং রম্যং দেবানামপি দুর্লভং।
তুলসীচিত্রকং ধুস্তং কৃষ্ণবর্ণং মহৌষধং ॥২৪
অনন্তফলদং পুণ্যং লভতে স্পর্শনান্নরঃ ॥২৫
তদূর্দ্ধে সূর্য্যবর্ণাভং লিঙ্গনামসমীপতঃ ॥২৬
তদধোগামিনী যাতু সা নদী ব্রহ্মরূপিণী।
মহাজ্যোতিশ্বরো স্তত্র ব্যাসাশ্রমসমীপতঃ ॥২৭
সূর্য্যকুণ্ডজলং দেবি, সর্ব্বরোগহরং শুভং ॥২৮

তাহার উত্তরে লবণাক্ষ কুণ্ড অত্যন্ত মনোহর। তাহা লবণাক্ষ কুণ্ডে স্নান ও দান করিলে মানব নিশ্চয়ই শিবত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর চম্পকারণ্য পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। তাহার স্থানে মহাদেবের একটী লিঙ্গ ও উৰ্দ্ধদেশে মুক্তিকেশ্বর নামক মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাতে স্বর্গের একটী দ্বার বৰ্ত্তমান আছে। সেই বনরাজ অতিশয় মনোহর। কৈলাসপ্রতিম মৰ্ত্তধামে শিবলোক বলিয়া প্রাপ্ত এবং মহৌষধি সমস্ত বর্ত্তমান আছে। তাহাতে নীলোৎপল নীল চম্পকের সুগন্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে, তথায় গোস্পদ ও পাৰ্ব্বতীসঙ্গে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহাতে অতি নির্জন, মনোরম্য এবং দেবতাদিগের দুর্লভ, তাহাতে চিত্রক তুলসী কৃষ্ণবর্ণ ধুতুরা অনেক মহৌষধি বর্ত্তমান আছে। তাহা

স্পর্শ করিলে, মানবের ঐশ্বর্য্য ফলপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। তাহার অধোদেশে যে নদী বহিতেছে, তাহা ব্রহ্মরূপী। সেখানে ব্যাসাশ্রমের সমীপে জ্যোতীশ্বর নামে অন্যান্য শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। দেবি, তাহার নিকটস্থিত সূর্য্যকুণ্ডের জল অতি পবিত্র, সকলের পাপহারক।২০।২১।২২।২৩।২৪

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রক্ষামন্ত্রং মহেশ্বরি।
বালানাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং বয়স্থানাং যথা তথা॥ ২৯
নারীণাং পুরুষাণাঞ্চ রক্ষা পরমশোভনা।
রক্ষাদ্বারে কমলাক্ষি রক্ষোজ্যোতিস্বলিঙ্গকঃ॥ ৩০
কেশে জটাধরো দেবঃ কপালে শশিশেখরঃ।
ধ্বনিচৈব ভ্রুবোর্মধ্যে নেত্রঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ॥৩১
পুরন্দরো দক্ষকর্ণে বামে চ কলিসূদনং।
নাসিকায়াং মহাদেবো মুখে চ পরমেশ্বরঃ॥ ৩২

হে মহেশ্বরি সম্প্রতি বালক, বৃদ্ধ এবং যুবা ব্যক্তিদের নিমিত্ত যথাযথ রক্ষামন্ত্র বলিব। পরম শোভনা নারী এবং পুরুষদের রক্ষা মন্ত্র করিয়া থাকেন, সলিঙ্গ জ্যোতি কমলাক্ষী রক্ষাদ্বারে জটাধর-কেশে এবং কপালদেশে শশিশেখর ধ্বনি ভ্রুবদ্বয় নেত্র ত্রিলোচন দক্ষ কর্ণে পুরন্দর বামকর্ণে কলিসূদন, নাসিকায় মহাদেব এবং মুখে পরমেশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২

পুনর্জ্জন্মজয়েত্তত্র স্পর্শেল্লিঙ্গং মনোহরং।
ততো দেবং পূজয়েচ্চ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং॥ ৩৩
সঙ্কল্প্য বিধিবদ্দেবি যথালাভং তথাচরেৎ।
ধনধান্য প্রহৃষ্টা চ লক্ষীস্তস্য গৃহে বসেৎ॥ ৩৪
প্রাপ্নুয়াৎপূজনেতস্য সমৃদ্ধিং মানসেপ্সিতাং।
শ্রীবৃক্ষোদ্ভবপঙ্কেন গন্ধেন পদ্মমুত্তমং॥ ৩৫
অষ্টাদশং লিখেত্তত্রাপ্যঙ্গন্যাসং সমাচরেৎ।
অর্ঘপাত্রঞ্চ সংস্থাপ্য জলে মুদ্রাংপ্রদর্শয়েৎ॥ ৩৬
তত্রাষ্টধা প্রজপ্তব্যা দত্ত্বোপকরণানিচ।
সংপ্রেক্ষ্য চ যথাধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু সাম্প্রতং॥ ৩৭

তাহার উপরিভাগে মহাদেবের একটী সুন্দর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে. তাঁহাকে স্পর্শ করিলে লোকের পুনর্জ্জন্ম ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। তাহার যথালাভ দ্রব্যদ্বারা সঙ্কল্প এবং স্বস্তিবাচন করিয়া পূজা করিলে তাহার গৃহে লক্ষ্মী হয়েন, তাহার ঐশ্বর্য্য হয়। চন্দনদ্বারা অষ্টাদশদল পদ্ম চিত্রিত করিয়া অঙ্গন্যাস, অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন, জলে মুদ্রা প্রদর্শন, তৎপরে উপকরণাদি প্রদান করিয়া অষ্টবার জপ করিবে, তাঁহার ধ্যান ও রূপ বর্ণনা পূজাতে দেওয়া হইয়াছে। ৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭

যথা লাভং সুসংপূজ্য তত্ত আবরণান্ জপেৎ।
মণ্ডলস্য তু বামে চ রেখায়াং মর্ত্তবাসিনাম্॥ ৩৮

তত্র কামপ্রসিদ্ধার্থং বিল্বপত্রশতং দদেৎ।
ততো বৈরিবিনাশার্থং কৃষ্ণবর্ণাপরাজিতা॥ ৩৯
তথাপামার্গপাত্রেণ শত্রোরুর্চ্চাটনং ভবেৎ।
তথাধুস্তুরপত্রেণ রাজাদিবশমানয়েৎ॥ ৪০
বিদ্বেষণং শিরীষেণ মোহনং ভস্মরেণুনা।
ষট্‌কর্ম্ম সাধয়েদ্ধীরো রক্তপদ্ম প্রদানতঃ॥ ৪১

মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক যথালাভ দ্রব্য দ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে নরসকল আবরণ অন্যথাচরণ করিতে পারে। মণ্ডলের বাম রেখায় একশতটী বিল্বপত্র প্রদান করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা প্রদান করিলে বৈরিসকলের বিনাশ হয়; তথা অপামার্গে অরি সকলের উৎপাদন এবং ধুতুরাপত্রে রাজাদিগকে বশতাপন্ন করে। আর শিরীষপুষ্প বিদ্বেষণে ভস্মরেণু দ্বারা মানবসকলকে মোহন করা যায়। রক্তপদ্ম দিয়া মানব ষট্‌কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। ৩৮।৩৯।৪০।৪১

তস্য তৃতীয়রেখায়াং স্বর্গলোকনিবাসিনঃ।
ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানশ্চ ততশ্চ পরমেশ্বরঃ॥ ৪২
দেবান্ যক্ষান্ খগান্ সিদ্ধান্ গন্ধর্ব্বাসুরগাংস্তথা।
রাক্ষসাংশ্চ তথা ভূতান্ গুহ্যকাংশ্চ পিশাচকান্॥৪৩

বিদ্যাধরান্ মুনিংশ্চৈব ত্রিলোকবশগাংস্ততঃ।
প্রণবাদিনমোহন্তে যথাশক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৪
পদ্মমধ্যে ততো দেবি শিবং ভীমং সরুদ্রকম্।
ভবং সর্ব্বমভয়ঞ্চ চণ্ডেশ্বরমতঃপরং ॥ ৪৫
বৃষধ্বজং পিণাকিনং শূলধারিণমেব চ।
কপালিনঞ্চ সংপূজ্য ততস্তং চন্দ্রশেখরং ॥ ৪৬
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ জ্যোতির্লিঙ্গংমহেশ্বরং।
উমাপতিং যজেদ্দেবি ততো বসুন্ধরং যজেৎ ॥ ৪৭
অন্ধকার স্বরূপঞ্চ ততোপিতৃপুরান্তকং ॥ ৪৮
নীলকণ্ঠং উগ্রকণ্ঠং মহাবলমতঃপরং ॥৪৯
নানারূপং সুসংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদেৎ।
ভগবন্তং ত্রিরেখাঞ্চ তন্মন্ত্রং শক্তিতো জপেৎ ॥৫০
নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কুর্য্যাচ্চোর্দ্ধপ্রদক্ষিণং ॥৫১

তাহার তৃতীয় রেখায় মধ্যস্থানে ধর্ম্মার্থ ও জ্ঞান মানব, পরমেশ্বর স্বর্গবাসী অন্যান্য দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূত, পিশাচাদি ও মুনিগণের প্রণবাদি করণান্তর যথাশক্তি পূজা করিবে; দেবী তাহার পদ্মের মধ্যে সরুদ্র মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিণাক, শূলী, কপালি, তথা চন্দ্রশেখর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ পার্ব্বতীপতি বসুন্ধরার পূজা

করিবে। তৎপরে অন্ধকার স্বরূপ ত্রিপুরান্তক, নীলকণ্ঠ উগ্রকণ্ঠ, মহাবলের নানারূপে পূজা ও তাহাদিগকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তৎপরে তিনটী রেখা হইতে শক্তিমতে ভগবানের মন্ত্র ও জপাদি যত্নপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ করিবে। ৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥ ৫২
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরং।
ক্রমদীশেশ্বরং তত্র সংহারেণ বিসর্জ্জনং ॥ ৫৩
ততো বরাটকাদীনি তত্তৎফলবিধানতঃ।
দানানি শক্তিতো দদ্যাৎ নমস্কুর্য্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ৫৪
শিরীষমূলচূর্ণেন তথা তদ্ভব লড্ডুকৈঃ।
দ্রোণপুষ্পসা দানেন শ্রীফলেন ফলাদ্রবৈঃ ॥ ৫৫
আশু সম্মারয়েচ্ছক্রং শক্রতুল্যপরাক্রমং।
পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা ততশ্ছিদ্রাবধারণং ॥ ৫৬
তত শ্রাদ্ধে চ হোমে চ দানে চাক্ষয়জং ফলম্।
তদুত্তরে সহস্রধারাস্নানে শিব গতির্ভবেৎ ॥ ৫৭
তত্র শ্রীপাদুকাং গত্বা তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
সীতাকুণ্ডস্যোত্তরস্যাং রামমুক্তিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫৮

দেবানাং দুর্ল্লভং লোকে ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
বাড়বকুণ্ড পূর্ব্বে তু ত্রিকোণে কুণ্ডমুত্তমং॥ ৫৯
অগ্নিকুণ্ডেতিবিখ্যাতা তস্য পার্শ্বে দ্বয়ং ত্রয়ং।
ধর্ম্মকুণ্ডমুদীচ্যাঞ্চ শক্তিকুণ্ডং তথাপরং॥ ৬০
চন্দ্রকুপেতি বিখ্যাতং দুল্লভং ভুবনত্রয়ং।
স্নানে দানে চ দেবেশি শিবপ্রীতিকরং পরং॥ ৬১

তাহার পর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সংহার মুদ্রাদ্বারা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিবে। ফল অনুসারে শক্তিমতে বরাটকাদি দান ও মহেশ্বরকে নমস্কার করিবে। শিরীষমূলের চূর্ণ তথাতদুৎপন্ন লড্ডু ও দ্রোণ পুষ্প এবং শ্রীফল প্রদানে, মানব ইন্দ্রতুল্য শত্রুকে সত্বর বিনাশ, আর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, তাহাতে শ্রাদ্ধ, হোম ও দান করিলে লোকের অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়। তাহার উত্তর দিকে সহস্রধারা পবিত্র জলে স্নান করিলে মানবের শিবগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইখানে শ্রীপাদুকাতীর্থে গমন করিয়া নারায়ণের পূজা করিবে। সীতাকুণ্ড উত্তরদিকে রামমুক্তি নামে পুণ্যক্ষেত্র দেখা করিলে লোকের দেবতাদিগের দুর্ল্লভ ফলপ্রাপ্ত হয়। বাড়বকুণ্ডের পূর্ব্বে তাহার পার্শ্বে তিনটী কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেইখানে ধর্ম্মকুণ্ড, শক্তিকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড, নামে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ তাহাদের বিমল জলে স্নান ও দান করিলে চন্দ্রমৌলী মহাদেব আনন্দিত থাকেন। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮ ৫৯।৬০।৬১

ততোপি ব্যাসকুণ্ডস্য চাগ্নিকোণে মহেশ্বরি।
মুক্তকেশী করালাস্যা দক্ষিণা দক্ষিণাংশতঃ ॥ ৬২
অমরাণামদৃশ্যা চ যত্র বক্রা বহেন্নদী।
তত্রৈব মানসং কাম্যং প্রলভেদ্দর্শনাজ্জনঃ ॥ ৬৩
অথ বক্ষ্যামি গুহ্যান্তং ধর্ম্মাগ্নৌ হরণান্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৬৪

মহাদেবি! ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে মুক্তকেশী করালবদনা স্থিত আছেন। তিনি অমরদিগের অদর্শনীয়, সেইখানে একটি কুটীলবাহিনী নদী বর্ত্তমান আছে, সেস্থানে নরগণের দর্শনপ্রাপ্তে সমুদয় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তৎপর ধর্ম্মাগ্নি হরণের গুহ্যকথা বলিতেছি শুন। মানব সেখানে গমন করিলে তাহার শোক-সন্তাপ পরিত্যাজ্য হয়, আমি তাহার নিকট মোক্ষফল প্রদান করি। ৬২, ৬৩, ৬৪

ততঃ স্বয়ম্ভুবং পশ্যেৎ বৃষকুণ্ডস্য দক্ষিণে।
অষ্টমূর্ত্তিসমাযুক্তং সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদং ॥ ৬৫
সর্ব্বতীর্থফলং দেবি লভতে দর্শনে শুভে।
পুরুষাণাং সহস্রস্য মোচনঞ্চাত্মনাভবেৎ ॥ ৬৬
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যত্র গত্বা নশোচতি ॥ ৬৭
তস্য দক্ষিণতো দেবি ব্যাঘ্ররূপিমহেশ্বরং ॥ ৬৮
দৈবাদ্দৃষ্টানরঃ সোঽপি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।

তৎপর বৃষকুণ্ডের দক্ষিণদিকের অধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভুর চরণ দর্শন করিবে, তিনি অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্ত, তাঁহার দর্শনে নরসকল মনো-বাসনা পূর্ণ ও সকল তীর্থের ফলপ্রাপ্ত হয়। সে সহস্র পুরুষের সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে। দেবীও তাহার দক্ষিণাংশে ব্যাঘ্ররূপ মহেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে দৈববশতঃ দর্শন করিলে নরের জীবন্মুক্তি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৬৫।৬৬।৬৭।৬৮

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিবপাদসমুদ্ভবা।
তজ্জলং ভক্ষণাদ্দেবি শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯
স্নানং দানঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎসর্ব্বং ভাস্করাশ্রুসৌ-সর্ব্বত্র চাক্ষরং ভবেৎ॥৭০
সর্ব্বত্রৈব মাহেশানি স্নানে দানে চ স্পর্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিবপ্রীতিফলং মহৎ॥ ৭১

তাহার পূর্ব্বদিকে পাদ-উদ্ভবা মন্দাকিনী দেবী বহিতেছেন। তাহার জল পান করিলে শিব নির্ব্বাণ লাভ করে, যে কোন ব্যক্তি সুসমাহিত চিত্ত হইয়া স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে সে সকল ভাস্করদেব সাক্ষী হন, তাহার অক্ষয় হয়। তাহার যে কোন স্থানে স্নান, দান, স্পর্শন, পূজনও হোম করা যায়। মহাদেব সেই কর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত হর্ষ হন ।৬৯।৭০।৭১

এতস্মিন্নন্তরে সন্তি কুণ্ডান্যন্যা ন ন্ সর্ব্বতঃ।
সুগোপ্যানি প্রযত্নেন মমপ্রীয়করানি চ ॥ ৭২
দেবাঙ্গনানাং সর্ব্বেষাং নানাহস্তচতুষ্টয়ং।
চতুর্ব্বক্ত্রঞ্চ বাহুঞ্চ নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥ ৭৩
এতেষাং কারণং দেবি শৃনুষ্ব তব সাম্প্রতং।
সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি কিংভূয়ো ভুবিমুক্তিদাং ॥ ৭৪

ইতিশ্রীবারাহীতন্ত্রোক্ত চন্দ্রশেখর-বর্ণনা নামক
ষষ্ঠ পটলঃ।

এই ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্তভাবে বহুবিধ কুণ্ড বর্ত্তমান আছে, সে সকল আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, এই স্থানে :বহুবিধ সুরাঙ্গনা বাস করিতেছে। ইহাঁরা সকলে চতুর্ভুজা চতুর্মুখী নানারূপবিশিষ্টা দেবী! সামান্যতে ইহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ৭২।৭৩।৭৪

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রোক্ত চন্দ্রশেখর বর্ণনা নামক ষষ্ঠ পটল।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারায়ণ্যুবাচ।

কথংবা চম্পকারণ্যং দেবানামপি দুর্ল্ভং।
অনেক কুণ্ড সঙ্গেচ লবণাক্ষং বিরাজিতং ॥ ১
যত্ত্রোর্দ্ধবাহিনী গঙ্গা মন্দাকিনীতি বিশ্রুতা।
মৃদং ভিত্বা কথং দেব ধর্ম্মাগ্নি লোক-বিশ্রুতা ॥২
জ্বালদেবি কথং তত্র কুণ্ডমধ্যে বিরাজিতঃ।
কথংবা বাড়বো বহ্নিজজ্বাল দক্ষিণে হ্রদে ॥ ৩

নারায়ণী বলিলেন, হে প্রভো, চম্পকারণ্য পর্ব্বত কি জন্য দেবতাদিগের দুল্ল্ভ,কোথায় মন্দাকিনী দেবী আবির্ভূ্তা অাছেন। কি জন্য ধর্ম্মাগ্নি লোষ্ট্রভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, জ্বালা-দেবী কুণ্ডের কোন স্থানে বিরাজিত আছেন এবং বাড়বাগ্নি কেন দক্ষিণ হ্রদে প্রজ্বলিত হইয়াছে, এ সমস্ত গুহ্য গোপনীয় আমার সমীপে ব্যক্ত করুন ।১।২।৩

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি তুভ্যং দেবি সমাহিতঃ।
ন বক্তব্যং মহাদেবি রহস্যং কুত্র মোক্ষদং ॥ ৪ ॥
সত্র ব্রহ্মাদয়োদেবা অমরৈঃ পার্শ্বদৈর্মুদা।
ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা তত্র পার্ব্বত্যাচ সদাশিবঃ ৫ ॥

তত্র কুণ্ডলিনী সর্ব্বেদেবরূপাণি শাশ্বতঃ।
শিবেন লবণাক্ষেন বিষ্ণু কুণ্ডাদিভিঃ সদা॥ ৬
তৎস্থানং পরমং রম্যং কৈলাসসদৃশংস্মৃতং।
অমরাঃ মৃত্যু মিচ্ছন্তি তত্র দেবি কিমদ্ভুতং॥ ৭

পার্ব্বতী বলিলেন, এখন আমি সে সকল সতর্কতার সহিত নাম করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তাহারা গুহ্যভাবে পবিত্র ধামে লোক ব্রহ্মা অমরদিগের সহিত হর্ষচিত্তে বিরাজ করিতেছেন, তথা মহেশ্বর পার্ব্বতীর সঙ্গে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন তথায় দেবরূপী নানাস্থানে কুণ্ড, তদ্ব্যতীত মহাদেব বিষ্ণু, লবণাক্ষ কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেই স্থান কৈলাস পর্ব্বতের তুল্য রমণীয় কি আশ্চর্য্য, সেইস্থানে দেবতারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন।৪।৫।৬।৭

জিহ্বালোলং গদালোলং শিবপর্ব্বত দক্ষিণে।
তৎস্থানং গমনে দেবি সসাক্ষাৎ শিবতাং ব্রজেৎ॥৮
নীলাদ্রি বর্ত্ততে তত্র যত্র দেবো জগন্ময়ঃ।
জগন্নাথেতি বিখ্যাতো যংদৃষ্ট্বা ব্রহ্মসংলভেৎ॥৯
তস্য দক্ষিণতো দেবি কাশীকুণ্ডং প্রচক্ষ্যতে।
মণিকর্ণিকয়া সঙ্গে যত্র ক্রীড়ন্তি শঙ্করঃ॥ ১০
অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্মভোগাদিকং সদা।
নরনঞ্চ মহাদেবি যত্র ব্রহ্মাদয় সুরাঃ॥ ১১

তত্রোত্তরবাহিনী তীরে রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ।
কপিলে নরসিংহশ্চ যত্র নির্ব্বাণ তাং ব্রজেৎ ॥ ১২

শিব পর্ব্বত দক্ষিণ জিহ্বালোল, গদালোল নামে দুইটী পর্ব্বত আছে, দেবি সেস্থানে গমন করিলে লোকের অনায়াসে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তথায় নীলাদ্রি নামে এক পর্ব্বত স্থিত আছে, সেস্থানে দেবজগন্ময় অধিষ্ঠিত আছেন। তদ্দর্শনে নরের ব্রহ্মলাভ হয়। দেবি! তাহার দক্ষিণে কাশীকুণ্ড অবস্থিত আছে, তথায় শঙ্কর মণিকর্ণিকার সহিত খেলা করিয়া থাকেন। সেখানে দেবতারা জন্ম, মৃতু ও ভোগাদির সর্ব্বদা স্নেহ করিয়া থাকেন, তথায় উত্তরবাহিনী তীরে একাদশরুদ্র স্থিত আছেন। এইস্থানে কপিল ও নরসিংহদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।৮।৯।১০।১১।১২

ক্ষিতিরূপো মহাদেবো বিরূপাক্ষ মহেশ্বরঃ।
অগ্নিরূপো মহাদেবো মৃদংভিত্ত্বা বিরাজিতঃ ॥ ১৩
জলমূর্ত্তি দেবেশি সহস্রধারা কৃতিঃ শুভে।
শ্রীচন্দ্রশেখরো দেব খ মূর্ত্তিশ্চ বিরাজতঃ ॥ ১৪
রাজা রাজক ভাবশ্চ স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপকঃ।
সোমমূর্ত্তিস্তথা জ্বালা সূর্য্যরূপিচ বাড়বঃ। ॥ ১৫
মুক্তিপ্রদ স্বয়ং রাম সীতা কুণ্ডোত্তর স্থিতঃ।
দৈত্যানং যুধিসংক্রুদ্ধা গলদ্রক্ত নিবাননা ॥ ১৬

নিশ্বাসাজ্জায়তে বহ্নিঃসাজ্বালা পরিকীর্ত্তিতা।
পাতালান্তর্গতো বহ্নির্জ্জল্যং ভিথা প্রকাশিত ॥ ১৭
শতশিখো মহাতেজো বাড়বস্যোত্তরে হ্রদে।

দেবি, বিরূপাক্ষ মহাশয় ক্ষিতিরূপে মহেশ্বর পৃথিবীর অন্তরাল হইতে স্বীয় জ্বলন্ত বহ্নিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আর জলমূর্ত্ত সহস্রধারার রজত আভায ও চন্দ্রশেখর অনন্ত আকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তথা রাজরাজেশ্বররূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, সোম-মূর্ত্তিতে জ্বালাদেবী, সূর্য্যমূর্ত্তিতে বাড়ব প্রকাশিত আছেন। সীতা-কুণ্ডের উত্তরদিগের মুক্তিপ্রদ স্বয়ং রামকুণ্ড অবস্থিত আছেন। দৈত্যরণে উন্মত্তাগলদ্রক্তাভ মহাকালীর নিশ্বাস হইতে যে বহ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা জ্বালাদেবী নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছে। শত-শিখা ও মহাতেজস্বী পাতালবহ্নি বাড়বের উত্তর হ্রদের জলরাশিতে প্রকাশ আছে ।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

যোগেশ্বরো মহাদেবো বিতলে ধ্যান তৎপরঃ ॥১৮
তস্য শিরসি দেবেশি কটাহাগ্নিরহর্নিশং।
সবহ্নি বাড়বো নাম বিধানং দ্বিতীয় শৃণু ॥ ১৯
যোগ নেত্রান্ত সঞ্জাতো জলমধ্যে চ বাড়বঃ ॥ ২০
কামো ভস্মঞ্চ সংনিতোযেন নেত্রাগ্নিনা পুরা।
ত্রিলোকং দহ্যতে যৈন সমুদ্রশ্চৈব শোষ্যতে ॥২১

যুগান্তেদহ্যতে যেন ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
স সাক্ষাদ্বাড়বো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ২২
তস্যোত্তরে বসেদ্দেবি আদিদেবো নিরঞ্জনঃ।
সাগ্নিকোণে মুক্তকেশী পূর্ব্বে নক্রেশ্বরোমহা ॥২৩
মহাতেজময়ো বহ্নি সর্ব্বপাপ বিনাশনঃ।
তেনাগ্নিনা জগৎ সর্ব্বং যুগান্তে দহ্যতে ধ্রুবং ॥২৪

রসাতলে যোগেশ্বর স্বয়ম্ভূ সুগভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। দেবি! তাঁহার শিরোপরি প্রচণ্ড কটাহাগ্নি অহর্নিশি প্রজ্বলিত আছে। তাহা বাড়বনামে খ্যাত ও তাহার দ্বিতীয় বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। যে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি যোগনেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এখন জলমধ্যে বাড়বরূপে প্রকাশিত আছে। যদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে কামদেব ভস্মস্মাৎ হইয়াছিলেন, যাহা ত্রিভুবনদাহন এবং অনন্তসাগর শোষণক্ষম ও প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ডে নিঃসন্দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪

সার্দ্ধ ক্রোশান্তরে দেবি কুণ্ডমেকং বিরাজতে।
প্রলয়াগ্নি সমস্তত্র নিত্যং জ্বলতি পাবকঃ।
গঙ্গাস্নানে সমং তত্র রুদ্রলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ২৫

ক্রোশার্দ্ধের মধ্যস্থানে একটী মহাকুণ্ড বিরাজিত আছে। তাহার অনল প্রলয়াগ্নির তুল্য প্রচণ্ড ও সর্ব্বদা প্রজ্জলিত। তাহাতে

স্নান করিলে মানবের গঙ্গাস্নানের সমান ফল হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে রুদ্রলোকে গমন করে। ২৫

কুণ্ডস্তত্র মহেশানি চতুরস্রং সমন্ততঃ।
তত্রজ্বলাগ্নি রূপ্চ পাতালাদুত্থিতা সতী ॥২৬
জলংভিত্থা মহেশানি শতজিহ্বাত্মিকাপরা।
তস্যোত্তরে চৈকশিখা বহ্নিরূপ বিলোপগ ॥২৭
দক্ষিণে ভৈরবস্তত্র তন্নদীতীর বাসকঃ।
তস্য দক্ষিণতো দেবী কুণ্ডং বাড়ব সংজ্ঞকং ॥২৮
ক্রোশান্তে বিদ্যতে কুণ্ডং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
সপ্তজিহ্বাত্মকো বহ্নি মুক্তিকেশ্বর সন্নিধৌ ॥২৯
তজ্জলনীশদুষ্ঠতত্রাগ্নিঃ শিব রূপকঃ।
যত্রনক্রেশ্বরো লিঙ্গং ধর্ম্মাগ্নিরূপ শোভিতং ॥৩০
তত্র স্নানে চ দানে চ শিব প্রীতিকর পরং।
অনন্তফল মাপ্নোতি তর্পণে পিতৃসংপ্রদে ॥৩১

দেবি! তত্রত্যকুণ্ড চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও তাহাতে পরমেশ্বরী জ্বালাগ্নিরূপিনী হইয়া জলাভ্যন্তর হইতে শত সহস্র জিহ্বায় দীপ্তিমান আছেন। তাহার উত্তরে একস্থানে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি এক শিখাবিশিষ্ট চঞ্চলা তদ্দক্ষিণদিগে নদীতীরে ভৈরব বাস করিতেছেন। তদ্দক্ষিণে এক কুণ্ড অধিষ্টিত আছে,

তাহা বাড়বনামে বিখ্যাত। তাহার এক ক্রোশ স্থানে চতুর্হস্ত পরিমিত এক কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। তথা মুক্তিকেশ্বরের সন্নিকট সপ্ত প্রচণ্ড অগ্নিদেব প্রকাশিত আছেন। তাহার জল ঈষৎ উষ্ণ ও তদগ্নি শিবরূপী। যেস্থানে ধর্ম্মাগ্নিরূপী নক্রেশ্বরের লিঙ্গ বিরাজ আছেন, সেখানে স্নান ও দান করিলে মহাদেব অত্যন্ত প্রীতি হন, পিতৃদেবের তর্পণ করিলে অনন্ত ফললাভ হয়।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১

ক্রোশার্দ্ধ পূর্ব্বতঃ পিণ্ডাশীলা সরস্বতী স্থিতা।
তত্র সংলিখনং নাম্নো যমদ্বারং নগচ্ছতি॥ ৩২
অষ্টধারা নদী অত্র মহাদেব প্রসাদিনী।
তত কামঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ বহ্নি সংক্ষয় কামতঃ॥ ৩৩
শ্রাদ্ধেচৈবাক্ষয়ং পুণ্যং পূজয়িথা প্রদক্ষিণং॥৩৪

অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরস্বতী নামে একটী শীলা অবস্থিত আছে। তাহার উপর নাম লিখিলে মানবের অন্তিম সময়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এখানে অষ্টধারা এক নদী বহিতেছে। কিন্তু মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, ইহাতে কুসুমাঞ্জন কাম, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন, এই স্থানে শ্রাদ্ধ, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে মানবের অক্ষয় পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩২। ৩৩। ৩৪।

পঞ্চক্রোশাদ্বহির্জ্ঞেয়ং কুমারী কুণ্ডমুত্তমং।
ততোদক্ষ পথাগচ্ছেৎ সংপশ্যেৎ কর্করী নদীং।

যস্য পার্শ্বেস্থিতা সর্ব্বে ভৈরবাঃ শিবরূপিনঃ॥ ৩৫
ক্ষত্রপালং ক্ষত্রহস্তা শার্দ্দূলো বনজন্তকঃ।
তেষাং পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথা বিভব বিস্তরৈঃ॥ ৩৬
ভৈরবানাং প্রভাবেন তীর্থানা মটনাদ্ভবেৎ।
মাভয়ং নচ দৌর্ভাগ্যং ব্যাধিনৈব সঙ্কটং॥ ৩৭
পঞ্চক্রোশান্ স্থিতান্ দেবান্সংসপৃশেৎ নিরপত্রপ।৩৮

পঞ্চ ক্রোশের বহির্গত হইলে উত্তম কুমারী কুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পথে যাইয়া কর্করী নদী সন্দর্শন, তাহার উভয় তীরে ভৈরবগণ অধিষ্ঠিত আছেন। বটুকদেব, তথা ক্ষত্রপাল ক্ষত্রহস্তা ও শার্দ্দূলপ্রভৃতি বনজন্তুদিগের সাধ্যমত পূজা করিবে। ভৈরবগণের প্রভাববলে তথা হইতে ভয় ব্যাধি দুর্ভাগ্য এবং সঙ্কট, এককালে পলায়ন করিয়াছে; এইজন্য মর্ত্ত্যবাসীরা নির্ভয়চিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পঞ্চক্রোশ মধ্যদেশে যে সকল দেবতা স্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্রে স্পর্শ করিবে। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

মেরুপর্ব্বত আরোহণের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

ব্যাস বটস্যাগ্নি কোণে কম্পাতীর পথং ব্রজেৎ।
মেরুপর্ব্বত সঙ্গঃ স্যাৎ সতী দক্ষাঙ্গ সঙ্গত॥

দেব বাদ্যং দেব নাট্যং দেব গীতং শ্রুতিস্বনং।
যত্রৈব শ্রুয়তে নিত্যং সর্ব্ব মঙ্গল নিস্বনং ।৪০

ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পাতীর পথ বর্ত্তমান আছে। র্ব্বকালে এই কম্পা নদীর তীরবর্ত্তী মেরুপর্ব্বতে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন ইয়া সতীর দক্ষিণবাহু নিপতিত হইয়াছিল। এইস্থানে শ্রুতিসুখকর দেববাদ্য, গীতি ও নাট্য নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ।৩৯।৪০

তত্র কালী বসেন্নিত্যং বেদবাহুধরা শুভা।
শবস্থা মুণ্ডমালাঢ্যা নাগযজ্ঞোপবীতিনী। ৪১
চন্দ্রার্দ্ধধারিণী কৃষ্ণা দিগ্বাসা দশনোজ্জ্বলা।
খড়্গ-মুণ্ড-সব্যহস্তা বরাভয়দ দক্ষিণা। ৪২
দেবপূজ্যা দেবমাতা চামুণ্ডা কোটিভির্যুতা।
যত্র বহ্বাকৃতিঃ শিলা ক্রোশার্দ্ধব্যাপিনী স্থিতা ।৫৩
সতা-দক্ষভুজশ্ছিন্নঃ পতিতো বিষ্ণু-চক্রতঃ।
জগন্নাথস্তত্র কর্ত্তা কৃষ্ণেণ সহ রাধিকা।
সীতয়া চ তথা রামঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ। ৪৪
তারা চ দক্ষিণে তীরে কম্পায়াঃ ক্রোশঃ মধ্যতঃ।
সুন্দরী বামতীরস্থা রাজরাজেশ্বরী চ যা। ৪৫
ভুবনেশী ততঃ পূর্ব্বে ভৈরবী ঈশগামিনী।
শীর্ণশীর্ষা কুবেরস্থা জলস্থা ধূমরূপিণী। ৪৬

বগলা বরুণস্থানে নৈর্ঋতে সর্ব্বমঙ্গলা।
যাম্যস্থা কমলা যত্র ত্রিকোটি শক্তিবৃন্দকৈঃ। ৪৭
মৃত্যুঞ্জয় ঊর্দ্ধমুখঃ পঞ্চাস্যঃ শিববৃন্দকঃ।
অনেক-শিবলিঙ্গানি অনেকবিষ্ণুরব্যয়ঃ। ৪৮
অনেক-শক্তয়স্তত্র বেতালা জম্বুকাদয়ঃ।
ডাকিন্যো যাতুধানাদ্যা যোগিন্যো ধ্যানতৎপরাঃ।৪৯
ক্রীড়ন্তি বিহগাঃ সর্ব্বে গায়ন্ত্যপ্সরসোঽঙ্গনাঃ।
নৃত্যমানাশ্চ কিন্নর্য্যো মোদমানা দিবি স্থিতাঃ। ৫০

এইখানে সর্ব্ব কল্যাণময়ী পরমেশ্বরী কালী অধিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও যজ্ঞোপবীতস্বরূপ পন্নগসমূহ এবং ললাটে বিমল চন্দ্রার্দ্ধরেখা। তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, দিগ্বাসা ও উজ্জ্বল দর্শনবিশিষ্টা,তিনি বাম হস্তে খড়্গ ও অসুরমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন, এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিভুবনে অভয় দিয়া থাকেন.তিনি দেবতাদিগেরও পূজ্য দেবতা, অনন্তশক্তিস্বরূপিণী সেখানে বদ্ধ আকারবিশিষ্টা প্রকাণ্ড এক শিলা ক্রোশার্দ্ধ স্থান বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন তথায় সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। তথায় শ্রীমতী রাধিকার সহিত রাধিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন এবং সীতার সহিত শ্রীরাম ও অন্যান্য দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। কম্পা নদীর দক্ষিণতীরে একক্রোশ মধ্যে তারা, তাহার বাম তীরে ভগবতী রাজরাজেশ্বরী ও তাহার পূর্ব্বাংশে ভুবনেশ্বরী তথা তাহার ঈশান কোণে ভৈরবী, কুবেরোপরি দেবী ছিন্নমস্তা, সলিলোপরি

ধুমাবতী তথা বরুণ কোণে সুরসুন্দরী বগলা, নৈঋর্তে সর্ব্বমঙ্গলা ও দক্ষিণদিকে ত্রিকোটী শক্তিস্বরূপিণী কমলা অধিষ্ঠিতা আছেন। আর পঞ্চবক্ত্র ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ত্রিদিব পানে দেখিয়া রহিয়াছেন। তথা বহুবিধ শিবলিঙ্গ ও অনেক শালগ্রাম বিদ্যমান আছেন। তাহাতে অনেক শক্তি ও বেতাল জম্ভক প্রভৃতি আছে। তথাকার ডাকিনী ও যোগিনীরা গভীর ধ্যানে নিমগ্না। সেখানে বিহঙ্গমেরা ক্রীড়া ও অপ্সরাগণ সঙ্গীতের অমৃতময়ী লহরীতে আকাশ পূর্ণ করিতেছে, আর কিন্নরীগণ নর্ত্তন করিয়া আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত করিতেছে। ৫০

তত্র বাণেশ্বরং চক্রং সন্ন্যাসং শিবমুক্তিদম্।
অর্দ্ধনারীশ্বরং ভক্ত্যা পূজয়িত্বা যথাবিধি। ৫১
স্তম্ভমেকং সমুত্থায় কালচক্রং তদুপরি।
দৃঢ়রজ্জুবটীশীলং পৃষ্ঠচর্ম্ম প্রভেদতঃ। ৫২
শতবর্ষং প্রকৃত্যা তু মহাকালত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৎস্থানং দুর্লভং দেবি দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা। ৫৩
নানাযোনি-বিনির্মুক্তং রক্ত-পাষাণ-সম্ভবম্।
মায়াস্থানং ততো গত্বা কামাখ্যা যত্র দেবতা। ৫৪
অগ্নি পাতাল পূর্ব্বস্থং স্কন্দং পশ্চিমতো যদা।
উন্নতং মধ্যদেশস্থং দ্বিভুজং ভীমদর্শনম্। ৫৫
নাগরাজং কূর্ম্মরূপং ধনেশং ব্যাঘ্রভৈরবং।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততঃ কামেশ্বরং যজেৎ। ৫৬

ততো বাণেশ্বরং গত্বা পূজয়েন্নীলতন্ত্রবৎ।
রুদ্রজামালতো বাপি ধ্যানপূজাদিকং চরেৎ। ৫৭
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভক্তঃ স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বকং।
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রদায়ৈব তথাবিধি তমর্চ্চয়েৎ। ৫৮
জন্ম জন্ম সহস্রেষু ন কৃতং যৎ সুদুষ্করং।
শৈবং শাক্তং গাণপত্যং বৈষ্ণবং সৌরমেব চ। ৫৯
মন্ত্রং বা পূজনং জাপং সুকৃতং পরমেশ্বরি।
কৃতমেকং মহাপাপং নরক-ত্রাণদায়কং। ৬০

তথায় শিবসাযুজ্যপ্রদ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথা বিধানে অর্দ্ধনারীশ্বর বাণেশ্বর চক্রের পূজা করিবে। তাহার একস্তম্ভ নিখাত করিয়া তদুপরি কালচক্র বন্ধন করিবে। পরে পৃষ্ঠচর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক সেই চর্ম্মের ভিতর দিয়া দৃঢ়রূপে রজ্জুবন্ধন করিয়া ঐ চক্রে ঘুরিতে থাকিবে। পৃষ্ঠচর্ম্মে বড়শীবিদ্ধ করিয়া ঐ চক্রে ঘুরিতে হইবে। শত বৎসর এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক শিবের আরাধনা করিলে মহাকালত্ব প্রাপ্তি ঘটে। হে দেবি! তৎস্থান সর্ব্বদাই দেবাদিদুর্ল্লভ। তাহার পর রক্তপাষাণসম্ভূত নানা যোনিচক্রযুক্ত মায়াস্থানে গমন করিবে, তথায় কামাখ্যা দেবী বিরাজ করিতেছেন। তথায় অগ্নিপাতাল পূর্ব্বস্থ স্কন্দ, পশ্চিমে উন্নত মধ্যদেশস্থ ভীমদর্শন দ্বিভুজ নাগরাজ, কূর্ম্মরূপী ধনেশ ও বাভ্র ভৈর-বের যথাবিধি পূজা করিয়া কালেশ্বরের পূজা করিবে। তাহার

র বাণেশ্বর সন্নিধানে গিয়া নীলতন্ত্র বা রুদ্র জামালোক্ত বিধানে
্যানপূর্ব্বক পূজাদি করিবে। নিত্যকার্য্য সমাধানের পর স্বস্তি
াচন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার
ূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি সহস্র জন্ম শিব, শক্তি,
ণপতি, বিষ্ণু ও সূর্য্য মন্ত্র জপ এবং তাঁহাদের পূজা করে নাই, সে
কেবল কঠোর পাপকার্য্য করিয়াছে। সে নরক হইতে উদ্ধারের
কোন উপায়ই করে নাই। ৫১—৬০।

তন্ত্র চূড়ামণিধৃত।

চট্টলে দক্ষ বাহুর্ম্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানি তত্র দেবতা॥
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনঃজন্ম ন বিদ্যতে॥

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে নারায়ণ-নারায়ণী সংবাদে
চন্দ্রশেখরদর্শনে চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তি সপ্তম
পটল দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্তঃ।

চট্টগ্রামস্থ চন্দ্রশেখর আমার দক্ষিণবাহুস্বরূপ, ইনি তত্রত্য
ভৈরব আর ভৈরবী ভবানী ব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই
চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রোক্ত ত্রয়োদশ পটলে।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতাকুণ্ড খণ্ড।

কাল্যুবাচ।

হে দেব! করুণাবন্ধো ব্রূহি তত্ত্বমতঃপরং।
ত্রেতায়াং গুরুবৃত্তান্তং যদুক্তমমৃতং বচঃ॥ ১
কথং গুরুস্তে হে নাথ! রামএব চ মানুষঃ।
সীতা চ মানুষী দেবী কথন্তে গুরুপত্নী চ॥ ২
তৎসর্ব্বং সারভূতঞ্চ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
শৃণু পুণ্যবতি দেবি শৃণু ভাগ্যবতি মম॥ ৩

কালী ভগবান্ মহাকালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, হে করুণাবন্ধো! আপনি ত্রেতাযুগে আমাদিগের গুরুদেবের অমৃতময়ী নাম করিয়াছিলেন, অতএব তাহাই নাম করুন। নাথ! কিরূপে মানুষ রাম আপনার গুরু ও মানুষী সীতা গুরুপত্নী হইলেন, সে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করুন।১।২।৩

অকথ্যং ত্রিষু লোকেষু রামনাম বরাননে।
রকারো রক্তবর্ণশ্চ আকারঃ সত্ত্বরূপকঃ ॥ ৪
মকার কৃষ্ণবর্ণশ্চ ত্র্যক্ষরস্তু ত্রিবর্ণকঃ।
স এব মমজীবশ্চ জীব জীব উদাহৃতঃ ॥ ৫

হে বরাননে! আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতেছি শুন! ত্রিলোকে রাম নামের বিষয় অকথনীয়, তিনি রকারে রক্তবর্ণ অর্থাৎ রজোগুণ, আকারে সত্ত্বগুণ এবং মকারে কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সময় তিনি ত্রিবর্ণাত্মক নাম ধারণপূর্ব্বক আমার সমস্ত প্রাণীর জীবন যেরূপে প্রকাশ হইয়া আছেন।৪।৫।৬

বৈদেহী বৈষ্ণবীনাম্নী সীতা চ ত্রিগুণাতীতা।
বকারো ব্রহ্মরূপশ্চ ঐকারস্তামসা স্মৃতঃ ॥ ৬
দকারঃ শুভ্রবর্ণশ্চ এহিরক্তগুণস্তথা।
ত্রিগুণানামতীতশ্চ বকারো ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৭
সা বসেৎ কলিযুগে চ চট্টলে চন্দ্রশেখরে।

আর আমার গুরুপত্নী সীতা বৈষ্ণবী নাম করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বকারে ব্রহ্মরূপ, একার ও হিকারে রজোগুণ প্রাপ্ত হইয়া বৈদেহী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এ প্রকারে তিনি ব্রহ্মরূপিণী হইয়া কলিযুগে চট্টলে চন্দ্রশেখরে বাস করিবেন।৭।৮

অতো বসামি যৎপ্রোক্তং কলৌ চ চন্দ্রশেখরে ॥ ৯
রামসীতা জপেন্নিত্যং ত্বয়াসহ মহেশ্বরি।

হে মহেশ্বরি! আমি কলিকালে চন্দ্রশেখরে বাস করিব বলিয়া পূর্ব্বেও ব্যক্ত করিয়াছি। অতএব তোমার সহিত সীতা ও রামের নাম জপ করিতে করিতে বাস করিবার অভিপ্রায় বলিয়াছি।৯

যত্র মে গুরুপত্নী সা রামেণ ভ্রমিতা পুরা ॥ ১০
তত্র স্থানশ্চ মাং জ্ঞেয়ং তয়োর্গুর্ব্বোশ্চ রক্ষকং।
কাশীক্ষেত্রং যথাহঞ্চ নিবসামি বরাননে। ১১
তথাত্র পরিতিষ্ঠামি চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে।

পূর্ব্বে যে স্থানে আমার গুরুপত্নী সীতা গুরুদেব রামের সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, আমি সেস্থানে তাঁহাদিগের রক্ষকরূপে নিয়োজিত হইয়াছি জানিবে। বরাননে! আমি যেরূপ কাশীক্ষে তীর্থে বাস করিয়া থাকি, সেরূপ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বা করিব।১০।১১

রাক্ষসান্নাশয়ার্থঞ্চ রাবণাদি পরাক্রমান্ ॥ ১২
অভূদ্রামস্তদর্থঞ্চ পৃথিব্যাং জনকাত্মজা।
রামো দাশরথীপ্রোক্তঃ সীতা চ পৃথিবীসুতা ॥ ১৩
বিষ্ণুমায়েতি যচ্চোক্তং প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥
সৈব মে পরমাগুর্ব্বী সৈব সর্ব্বে সুরেশ্বরী ॥ ১৪

জনকাত্মজা সীতা ও রাম—রাবণাদি মহাপরাক্রমশালী রাক্ষস-গণের বধের জন্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র দাশরথি, সীতা পৃথিবী-সুতা বিষ্ণুমায়া নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত। সেই পরমারাধ্যা সীতা আমার গুরুপত্নী, অমরদিগের ঈশ্বরী।১২।১৩

রামেশ্বরশ্চ যচ্চোক্ত রামসেতুপ্ররক্ষকং।
একাম্বরো ভৈরবো ভূত্বা পশ্যাম্যেব জনার্দ্দনং॥ ১৫
সীতাপদার্পণং যত্র নাস্তি কিঞ্চিৎ জগত্ত্রয়ে।
তত্র নৈব নিবাসো মে যদি একো ন বিদ্যতে॥ ১৬
রামচিহ্নং যত্র নাস্তি সীতায়াঃ চিহ্নমেব চ।
কুণ্ডং বা প্রতিমা বাপি ন বসামি কদাচন॥ ১৭

আমি একাম্বর ভৈরবরূপে রামের সেতু রক্ষক রামেশ্বর জনা-র্দ্দনকে দর্শন করিয়াছি। ত্রিভুবনে যে কোন স্থানে সীতা পদার্পণ করেন নাই এবং শ্রীরামের চিহ্ন পাওয়া যায় না, সেস্থানে নানা কুণ্ড, নানা প্রতিমা থাকিলেও আমি বাস করিব না।১৫।১৬।১৭

কস্মিন্ স্থানে মহাদেব সীতাকুণ্ডাদিভির্যুতঃ।
তত্র স্থানং করোম্যেব বদ দেব মহেশ্বরঃ॥ ১৮

কালী বলিলেন, হে শঙ্কর! কোন স্থানে সীতাকুণ্ডপ্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান আছে, আমার নিকট বর্ণন করুন। তাহাই আমার বাসস্থান হইবে।১৮

শৃণু তত্ত্ব প্রবক্ষ্যামি পুণ্যোঽহং রামনামতঃ।
ত্বং পুণ্যা চ বৈদেহ্যাং শ্রবণন্নামমুত্তমং ॥ ১৯
অহং পুণ্যো ভবাম্যেব ত্বঞ্চ পুণ্যবতী প্রিয়ে।
রামসীতা দ্বয়োর্নাম প্রবাদার্চ্চে পুনঃ পুনঃ ॥ ২০

কালী প্রত্যুত্তর কহিলেন, হে দেবি.আমি তোমার সেই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিতেছি শুন। রাম সীতা পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করাতে আমি পুণ্যবান্ হইলাম, আর তুমি পুণ্যবতী হইলে।১৯।২০

রাজ্যত্যক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো ভ্রমন্ সোঽপি বনে বনে।
সর্ব্বতীর্থং করোত্যেব ব্যাসরূপঃ সনাতন ॥ ২১
সত্যস্থানং কাশীক্ষেত্রং বারাণসীঞ্চ বৈ তথা।
সীতারামপদস্পৃষ্টা তত্রোপি নিবসাম্যহং ॥ ২২
স্নানং কর্ত্তুং কাশীক্ষেত্রে কুণ্ডঞ্চ মৈথিলাশ্রমং।
তথা বৈকাম্বরে নাম্নি পাতালমগমৎ যথা ॥ ২৩
সেতুবন্ধে চ যৎকুণ্ডং তচ্চ বৈশ্রাবনাশ্রমৌ।
পরীক্ষাকুণ্ডমিত্যুক্তং চন্দ্রনাথে বিশেষতঃ ॥ ২৪

যখন রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণপূর্ব্বক তিনি ব্যাসরূপে সনাতন হইয়া কাশীক্ষেত্রাদিতে, কুণ্ডরূপে মৈথিলাশ্রম এবং একাম্বর বনে

বৈশ্রবনাশ্রমে সেতুবন্ধে যে কুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সীতার পরীক্ষা-কুণ্ড; তাহার পর চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে সীতাকুণ্ড রহিয়াছে, সে সকল কুণ্ড হইতে তাহা অধিক জানিও। ২১।২২।২৩।২৪

তত্র নিত্যং বসম্ভ্যেব ব্যাসকুণ্ডোদয়ঃ সমাঃ।
সীতানাভিসমং কুণ্ডং পাতালং কুণ্ডমুত্তমং॥ ২৫
সীতাপরীক্ষণার্থায় তৎপূর্ব্বেঽগ্নিপ্রদীপ্তবান্।
ততঃ শাপ সা সীতা পরীক্ষানলতাপিতা॥ ২৬
যুগান্তেনাখিলং সর্ব্বং দহ্যন্তে তেন বহ্নিনা।
সীতাকোপানলো যত্র কুণ্ডস্তত্র বিচক্ষণং॥ ২৭

সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আমি সর্ব্বদা বাস করি। ব্যাসকুণ্ড নিকটে সীতার নাভিসম পাতাল হইতে যে কুণ্ড উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাংশে বহ্নি দীপ্তি পাইতেছে, সেই সীতার পরীক্ষা-কুণ্ড। সেই কুণ্ডে সীতা পরীক্ষানলতাপিতা হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কলিযুগের শেষে সেই কুণ্ড হইতে অগ্নি উঠিয়া সকল সংসার ভস্মীভূত করিবে।২৫।২৬।২৭

তৎপশ্চাদ্ব্যাসদেবেন নির্ম্মিতং কুণ্ডমুত্তমং।
পূর্ব্বোত্তরস্যাং যচ্চোক্তং বৃষকুণ্ডঞ্চ সাক্ষিকং॥ ২৮

তৎপরে ব্যাসদেব সীতাকুণ্ড নির্ম্মিত করিয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বোত্তরদিকে বৃষকুণ্ড সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।২৮

পাতালগামিনী সীতা দক্ষিণে পরিকীর্ত্তিতা।
তৎকুণ্ডে চ নরঃ স্নাত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্‌॥২৯

তাহার দক্ষিণে পাতালগামিনী সীতা অবস্থিত আছেন, সেই কুণ্ডে সকল মানব যাইয়া স্নান করে, তাহারা অনায়াসে নারায়ণের পরম পদ প্রাপ্ত হয়।২৯

তদ্দক্ষিণে চৈককুণ্ডং নাভিনাম্না উদাহৃতং।
তৎকুণ্ডে স্নাতিসা সীতা বৈদেহী রামবল্লভা॥ ৩০

তাহার দক্ষিণদিকে যে কুণ্ড রহিয়াছে, তাহা নাভিকুণ্ড নামে বিখ্যাত। এই কুণ্ডে সীতাদেবী নিত্য স্নান করিতেন।৩০

তদুত্তরে রামকুণ্ডং স্নানে ব্রহ্মপদং লভেৎ।
তদুত্তরে চ সীতায়াঃ পরীক্ষাকুণ্ডমুত্তমং॥ ৩১
এতেষাং পূর্ব্বভাগে চ ব্যাসদেবো যথাক্রমং।
সীতাকুণ্ডং প্রতিযেঽপি গচ্ছন্তি হৃষ্টমানসঃ॥ ৩২
নৃত্যন্তি পিতরস্তেষাং মুক্তিং প্রাপ্য যথাসুখং।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড দানেন যৎফলং লভেৎ॥ ৩৩
তৎফলং লভতে তস্য সীতাকুণ্ডগতস্য চ।
মহৌষধি মহাদানে যৎফলং মমসেবনং॥ ৩৪
তৎফলং লভতে দেবি পদার্পণক্রমে ক্রমে।
সীতাকুণ্ডজলং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি দানবাদয়ঃ॥ ৩৫

তদুত্তরে রামকুণ্ডে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। তদুত্তরে সীতাকুণ্ডের পূর্ব্বাংশে ব্যাস মুনির ক্ষেত্র। যে মানব আনন্দচিত্তে যাইয়া স্নান, দান, পূজা ও তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ আমোদিত মনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আর সীতাকুণ্ডে যাইয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল সীতাকুণ্ডে যাইয়া নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। বিশেষ কি মহৌষধি দানে এবং শিব সেবনে যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, এই কুণ্ডে স্নান করিলে তদধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া দানবাদি নৃত্য করিয়া থাকে।৩১।৩২ ৩৩।৩৪।৩৫

যত্নেন নির্ম্মিতং কুণ্ডং পরীক্ষার্থং হনুমতা।
কুণ্ডপার্শ্বচরো ভূত্বা তিষ্ঠতি হনুমান্ বলিঃ॥ ৩৬
রামএব মহাবিষ্ণুঃ সীতা ছিন্নকুলোদ্ভবা।
তয়োঃ স্বর্ণপ্রতিমা চ তত্র কুণ্ডে বিশেষতঃ॥ ৩৭

মহাপরাক্রমশালী হনুমান যত্নের সহিত সীতার পরীক্ষাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার পার্শ্বচররূপে অবস্থিত আছেন, এখনও দেখা যায়, সেই কুণ্ড মাঝে মহাবিষ্ণু রাম ও ছিন্ন কুলোদ্ভবা সীতা স্বর্ণপ্রতিমারূপে বাস করিতেছেন।৩৬।৩৭

এতৎ শ্রুত্বা মহাকালী ছিন্নমস্তাপ্রভা তদা।
পপাত কালপুরতো রুদিত্বা তু হিমাচলে॥ ৩৮
হে দেব জগতাং নাথ! দর্শয়ন্ গুরু সাদরং।

গুর্ব্বীতাং দর্শয়ামাস মহন্মন্ত্রং উবাচ হ ॥৩৯

কেনোপায়েন সিদ্ধি স্যাৎ ছিন্নমস্তা পরাতমা।

গুরুং কেন প্রকারেণ মন্ত্রবৃত্তং পুরাতনং ॥ ৪০

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা শিবস্তাং প্রত্যভাষিতঃ।

মারোদিহি প্রবক্ষ্যামি গুরুমন্ত্রং বরাননে ॥৪১

আমাকে আপনার গুরু ও গুরুপত্নীকে দেখিয়া যে মন্ত্রের দ্বারা আমার সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা বলিয়া দিউন। ভগবতীর বাক্য শুনিয়া মহাকাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বরাননে! আর কাঁদিও না, সেই মহামন্ত্র বলিতেছি। ৩৮।৩৯।৪০।৪১

আগচ্ছ চন্দ্রশেখরে ময়াসহ নিজাগমে।

নানাপুষ্পসমাযুক্তে নানারত্নপ্রভাকরে ॥৪২

উত্তরে চম্পকারণ্যে ধন্যে তত্র সুরালয়ে।

ডম্বরু প্রতিমা শৈলে বসামি চ তয়াসহ ॥৪৩

মন্ত্রং তত্র দদাম্যেব সহস্রধারা যথোত্তমং।

তৎশ্রুত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা জগাম চন্দ্রশেখরং ॥৪৪

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমার সহিত আমার প্রিয় বাসস্থান নানারত্ন কুসুমে সুশোভিত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আগমন কর। উত্তরে চম্পকারণ্যে সুরালয়ে ডমরু প্রতিমা পর্ব্বত এবং সহস্র ধারার নিকটে তোমাকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিব।৪২।৪৩।৪৪

সীতাকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা মন্ত্রং গৃহ্লাতি সা মুদা।
গুরুপত্নীং সমুদ্দিশ্য গন্ধধূপাদিভির্যথা। ৪৫

তাহা শুনিয়া পার্ব্বতী তুষ্ট হইয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে যাইয়া সীতাকুণ্ডে স্নান করতঃ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।৪৫

পূজয়ামাস তং রামং কুণ্ডং তীরে যথাবিধিঃ॥
নাভিকুণ্ডজলে স্থিত্বা পূজয়েত্তং যথাক্রমং।৪৬

তাহার পর ভগবতী গুরুপত্নী উদ্দেশে রাম কুণ্ডতীরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে অর্চ্চনা করিলেন।৪৬

আদৌ রামং সমভ্যর্চ্চ তদন্তে ছিন্নমস্তকাং॥
ব্যাসকুণ্ডং ততো গত্বা জগাম উত্তরাশ্রয়ং।৪৭
তত্তীরে চাকরোৎ পূজাং সীতাং তাং ছিন্নমস্তকাং।
মন্ত্রমাহ ততঃ কালো বৈদেহীরাময়োর্যথা॥৪৮
রৈং রামমাতাং শুভ্রাং ছিন্নাং প্রীতাং মনোহরাং।
গৃহ্ণমন্ত্রং মমোক্তঞ্চ সারভূতং সুদুর্ল্লভং॥৪৯

তৎপরে নাভিকুণ্ডের জলে স্নান করতঃ আদৌ শ্রীরামকে পূজা করিবে, তৎপরে ছিন্নমস্তা পূজা করিয়া পরে ব্যাসকুণ্ডে যাইয়া উত্তরাশ্রয়ে তাহার তীরে রাম-সীতার মন্ত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন।৪৭।৪৮।৪৯

ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে চৈব প্রদদ্যাচ্ছিন্নমস্তকাং।
স এব মমতুল্যশ্চ বায়ুতুল্যো বলোদ্গমঃ॥৫০

বৈশ্যোবাপি তথা শূদ্রো মন্ত্রমেতং যদিচ্ছতি।
স এব প্রাণীনাং মধ্যে মুক্তি প্রাপ্তির্জ্জগত্রয়ে ॥৫১

ইতি ছিন্নমস্তাতন্ত্রে মহাকাল কালীসম্বাদে পার্ব্বতী-
মন্ত্রগ্রহণস্থাননির্ণয়ো নাম দ্বিতীয় পটলঃ।

তৃতীয়খণ্ড সমাপ্তঃ।

"রৈং রাং" এই মন্ত্র অত্যন্ত সৌন্দর্য্য, আমার উক্ত ও সারভূত সুদুর্লভ ছিন্নমস্তা মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই মন্ত্র চতুর্ব্বর্ণ জীব-মাত্রেই গ্রহণ করিলে আকাশসদৃশ পরাক্রম হইয়া সে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহাতে ছিন্নমস্তা মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্রে ত্রিজগতে মধ্যে জীব মাত্রেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।৫০।৫১।৫২

স্বয়ম্ভূ মাহাত্ম্য।

শিবস্য পূজনাদ্দেবী চতুর্ব্বর্গাধিলোভ অষ্টৈশ্বর্য্য সুতোমর্ত্ত্যাঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ। স্বয়ং নারায়ণঃ প্রোক্তো যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ। স্বর্গে মর্ত্ত্যেচ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদা। তেষাং পূজাভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজানাৎ॥ লিঙ্গ-পুরাণোক্ত॥

দেবি! পৃথিবীস্থিত নর শিবের পূজা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ ফল ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে।

নারায়ণ আপনি বলিয়াছেন, যদি ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূনাথদেবের অর্চ্চনা করা হয়, তাহা হইলে স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে যে সকল দেবতা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পূজা করা হয়।

(লিঙ্গপুরাণ)

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাপীঠম্।

তন্ত্রচূড়ামণৌ।

ঈশ্বর উবাচ।

মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরি।
কথ্যতাং মে সর্ব্বপীঠং শক্তীর্ভৈরব-দেবতাঃ।

মহাদেব বলিলেন—হে পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ি ঈশ্বরি মাতঃ! সর্ব্ব পীঠ এবং সেই সমস্ত পীঠের আশ্রয়দাত্রী শক্তি ও তাঁহাদিগের ভৈরবগণের বৃত্তান্ত আমাকে বল।

দেব্যুবাচ—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দয়ালো ভক্তবৎসল।
যাভির্ব্বিনা ন সিধ্যন্তি জপসাধনতৎক্রিয়াঃ।
একপঞ্চাশতং পীঠং শক্তীর্ভৈরবদেবতাঃ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ।
মমাস্ত-বপুষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে।

দেবী বলিলেন বৎস! তুমি ভক্তবৎসল ও দয়ালু। যে সকল দেবতার অভিজ্ঞান ব্যতীত জপ-সাধনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, সেই

একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ ও সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী একপঞ্চাশৎ শক্তি এবং তাঁহাদিগের একপঞ্চাশৎ ভৈরবের বিষয় সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেব! বিষ্ণুচক্র-পরিক্ষত আমার এই নিত্য চিন্ময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতে যেরূপে মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে, ত্রিভুবন-হিতবিধান নিমিত্ত আমি তোমার-নিকটে তাহা সবিশেষ বলিতেছি।

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহাদেব ত্রিগুণা যা দিগম্বরী। ১
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরব স্তত্র।২। সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা
দেবস্ত্রম্ব্যকনামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা। ৩
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর-ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা। ৪
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত-ভৈরবঃ।
অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী। ৫। স্তনং জালন্ধরে মম
ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী। ৬
হৃদ্‌পীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতাজয়দুর্গাখ্যা। ৭। নেপালে জানু মে শিব।
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা।৮

মানবে দক্ষহস্তং মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ।৯
উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ। ১০
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ। ১১
বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ১২
উজ্জয়িন্যাং কূর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩
চট্টলে দক্ষবাহুর্ম্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে। ১৪।
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ। ১৫।
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ।১৬
যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ।

তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্র দেবতা।
প্রচণ্ডচণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্মিকা।
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সধূমিনী।
এতানি নবপীঠানি সংশন্তি বরভৈরবাঃ।
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শতযোজনবিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
দেব মরণ মিচ্ছন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ।১৭
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতাভবঃ।১৮
জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।১৯
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদো মম। ২০
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ।২১
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা।২২
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ। ২৩

কাল্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিষো ভৈরবস্তথা।
শর্ব্বাণী দেবতা তত্র।২৪। কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ
স্থাণু-নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ। ২৫
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ। ২৬
শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।২৭
কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরুনামকঃ।
দেবতা দেবগর্ব্ভাখ্যা।২৮। নিতম্বং কালমাধবে।
ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।২৯
শোণাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে। ৩০
রামগিরৌ তথানালা শিবানী চণ্ডভৈরবঃ। ৩১
বৃন্দাবনে কেশজাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।৩২
সংহারাখ্য ঊর্দ্ধদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ। ৩৩
অধোদন্তো মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে।৩৪
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামন-ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা।৩৫

শ্রীপর্ব্বতে দক্ষগুল্‌ফং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরা সর্ব্বা সুনন্দানন্দ-ভৈরবঃ ।৩৬
কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফং বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব! সর্ব্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ। ৩৭
উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী।
বক্রতুণ্ডো ভৈরবশ্চো।৩৭।দ্ধৌষ্টে ভৈরবপর্ব্বতে।
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ। ৩৮
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্যা জলে স্থলে।
ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধীশস্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা। ৩৯
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা।
দণ্ডপাণির্ভৈরবস্তু। ৪০। বামগণ্ডে তুরাকিণী।৪০
ভৈরবো বৎসনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ ।৪১
রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধে কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ ।৪২
মিথিলায়াং মহাদেবী বামস্কন্ধে মহোদরঃ। ৪৩
নলহট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ।৪৪
কালীঘট্টে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী। ৪৫

বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী।৪৬
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।৪৭
অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ।৪৮
হারপাতো নন্দীপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ।৪৯
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা।৫
বিরাটদেশমধ্যে তু পাদাঙ্গুলি-নিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা।৫
অত্রান্তে কথিতাঃ পুত্রা পীঠনাথাদিদেবতাঃ।
ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজয়েচ্ছান্যদেবতাং।
ভৈরবৈর্হ্রিয়তে সর্ব্বং জপ-পূজাদি-সাধনং॥
অজ্ঞাত্বা ভৈরবং পীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেত্তু কল্প-কোটি-জপাদিভিঃ।৫

হিঙ্গুলায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইয়াছে, তথায় ভীমলোচ

নামে ভৈরব এবং কোট্টরী নাম্নী ত্রিগুণময়ী দিগম্বরী দেবী। ১। করবীরপুরে আমার ত্রিনেত্র পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরবের নাম ক্রোধীশ।। ২। সুগন্ধা নগরীতে আমার নাসিকাপাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্র্যম্বক, দেবীর নাম সুনন্দা। ৩। কাশ্মীরে আমার কণ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, তথায় গুণাতীতা ভগবতী দেবী মহামায়া নামে অভিহিতা। ৪। জ্বালামুখীতে আমার জিহ্বা পতিত হয়, তথায় দেবের নাম উন্মত্ত ভৈরব, অম্বিকার নাম সিদ্ধিদা। ৫। জালন্ধরে আমার স্তন পতিত হয়, তথায় ভীষণ নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী। বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে আমার হৃদয়-পীঠ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম বৈদ্যনাথ, দেবীর নাম জয়দুর্গা। ৭। নেপালে আমার জানু পতিত হয়, তথায় কপালী নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত; দেবীর নাম মহামায়া। ৮। মানবক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ হস্ত পতিত হয়, তথায় দেবী দাক্ষায়ণী নামে অধিষ্ঠিতা এবং অমর নামক ভৈরব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক।৯ উৎকলে আমার নাভিদেশ পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেব নাম বিরজা ক্ষেত্র; মহাদেবী বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব। ১০। গণ্ডকী নদীতে আমার গণ্ড পতিত হয়, সেখানে সাধকের সিদ্ধি নিঃসংশয়ে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তথায় চণ্ডী গণ্ডকী নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম চক্রপাণি।১১। বহুলায় বাম বাহু পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম বহুলা, ভীরুক নামে ভৈরব সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদায়ক। ১২। উজ্জয়িনীতে আমার কূর্পর (বাহু সান্ধর

নিম্নতল হইতে করতল পর্য্যন্ত) পতিত হয়, তথায় কপিলাম্বর নামে ভৈরব মঙ্গলপ্রদ ও সাক্ষাৎ সিদ্ধিদায়ক, দেবীর নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা। ১৩। চট্টলে আমার দক্ষবাহু পতিত হয়, তথায় চন্দ্র-শেখর ভৈরব ও ভবানী নামে ভগবতী ব্যক্তরূপা, বিশেষতঃ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে নিয়ত বাস করি। ১৪। ত্রিপুরা-ক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ পদ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ত্রিপুরা-সুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ্বর নামে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক। ১৫। ত্রিস্রোতা নদীতে আমার বামপাদ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম ভৈরবেশ্বর। ১৬। কাম গিরিতে আমার যোনিপীঠ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম কামাখ্যা। আমি যে স্থানে সাক্ষাৎ উমানন্দ মাধব নামক ভৈরব অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার, যেখানে মুক্তি:নিঃসংশয়, তথায় বরভৈরবগণ শ্রীভৈরবী, নক্ষত্র দেবতা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাত্মিকা, বগলা, কমলাত্মিকা, ভুবনেশ্বরী এবং ধূমাবতী এই নব পীঠের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বত্র বিরলা হইলেও কামরূপ ক্ষেত্রে গৃহে গৃহে (শক্তিরূপে) অধিষ্ঠিত। একবার এই গৌরীশিখর আরোহণ করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিকরবাসিনী দেবীর অধিষ্ঠান স্থান পর্য্যন্ত এই শত যোজন বিস্তৃত ত্রিকোণ ক্ষেত্র সাধকের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। এই স্থানে স্বয়ং দেবগণও মৃত্যু ইচ্ছা করেন, মানবাদি জীব যে সে ক্ষেত্রে মৃত্যু কামনা করিবে, ইহার আর বলিবার কি আছে। ১৭। প্রয়াগে আমার

হস্তের অঙ্গুলীসমূহ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। ১৭। জয়ন্তী ক্ষেত্রে আমার বাম জঙ্ঘা পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। ১৯। যে ক্ষীরগ্রামে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্ঠ এবং দেবীর নাম যুগাদ্যা। ২০। কালীপীঠে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলীবৃন্দ পতিত হয়; তথায় ভৈরব নকুলেশ্বর, দেবীর নাম কালী। ২১। কিরীট দেশে আমার কিরীট পতিত হয়, সিদ্ধিরূপিণী ভুবনেশ্বরী তথায় বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, সম্বর্ত্ত ভৈরবের নাম। ২২। বারাণসীতে যে স্থলে আমার কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল পতিত হয়, সেই স্থানের নাম 'মণিকর্ণিকা'। তথায় দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম কালভৈরব। ২৩। কালিকাশ্রমে আমার পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম নিমিষ ভৈরব, ভৈরবীর নাম শর্ব্বাণী। ২৪। কুরুক্ষেত্রে আমার গুল্‌ফ পতিত হয়, তথায় সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থাণু, ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। ২৫। মণিবন্ধে আমার মণিবন্ধ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম গায়ত্রী, ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ২৬। শ্রীপর্ব্বতে আমার গ্রীবা পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম মহালক্ষ্মী এবং ভৈরবের নাম সম্বরানন্দ। ২৭। কাঞ্চী দেশে আমার কঙ্কাল পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। ২৮। কালমাধবে আমার নিতম্ব পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম অসিতাঙ্গ, সিদ্ধিদায়িনী দেবীর নাম কালী। যে দেবীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং প্রণাম করিলে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ

করিয়া থাকে। ২৯। শোণ নদে আমার নিতম্ব পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ভদ্রসেন, দেবীর নাম নর্ম্মদা।৩০। রামগিরিতে আমার জঘনাস্থি পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম শিবানী, ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। ৩১। বৃন্দাবনে আমার কেশজাল পতিত হয়, তথায় দেবী উমা নামে অধিষ্ঠিতা এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ভূতেশ নামে ভৈরব। ৩২। শুচি নামক দেশে আমার উর্দ্ধ দন্ত পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম নারায়ণী; ভৈরবের নাম সংহার। পঞ্চসাগরে আমার অধোদন্ত পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম মহারুদ্র, দেবীর নাম বারাহী। ৩৪। করতোয়া নদীর বাম তীরে আমার শয্যা পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম বামন, দেবীর নাম অপর্ণা এবং তথায় করতোয়া নদীও ব্রহ্মরূপিণী। ৩৫। শ্রী পর্ব্বতে আমার দক্ষিণ গুল্‌ফ পতিত হয়, তথায় সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী সর্ব্বেশ্বরী পরাৎপরা শ্রীসুন্দরীর নাম সুনন্দা, ভৈরবের নাম আনন্দ-ভৈরব। ৩৬। বিভাসে আমার বাম গুল্‌ফ পতিত হয়, তথায় ভীমরূপা দেবীর নাম কপালিনী, সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ৩৭। প্রভাসে আমার উদরদেশ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম যশস্বিনী চন্দ্রভাগা, ভৈরবের নাম বক্রতুণ্ড। ৩৮। অবন্তী-দেশে ভৈরব পর্ব্বতে আমার উর্দ্ধ ওষ্ঠ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ; ৩৯। চিবুক দেশে জলে স্থলে উভয় ভাগে আমার চিবুক পতিত হয়, তথায় চিবুকানাম্নী ভ্রামরী দেবী, ভৈরবের নাম সর্ব্বসিদ্ধীশ। এই মহাপীঠে সাধক সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেন। ৪০। গোদাবরী নদী

তীরে যে স্থানে আমার দক্ষিণ গণ্ড পতিত হয়, তথায় বিশ্বেশ্বরী দেবীর নাম বিশ্বমাতৃকা এবং ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি; যে স্থানে আমার বামগণ্ড পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম রাকিণী, ভৈরবের নাম বৎসনাভ। সাধক তথায় নিঃসংশয়-রূপে সিদ্ধিলাভ করেন। ৪১।১। ৪১।২। রত্নাবলী প্রদেশে আমার দক্ষিণ স্কন্ধ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম কুমারী, ভৈরবের নাম শিব। ৪৩। মিথিলায় আমার বাম স্কন্ধ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম মহাদেবী ও ভৈরবের নাম মহোদর। নলহাটীতে আমার নলা পতিত হয়, তথায় ভৈরব যোগীশ এবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী দেবীর নাম কালিকা। ৪৪। কালীঘাটে আমার মস্তক পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম সর্ব্বভোগপ্রদায়িনী জয়দুর্গা। ৪৫। বক্রেশ্বরে আমার ভ্রূমধ্য পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম বক্রনাথ, দেবীর নাম মহিষ-মর্দ্দিনী এবং তত্রত্য নদী পাপহরা। ৩৬। যশোহরে আমার পাণিপদ্ম পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। সেই মহাপীঠে সাধক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। ৪৭। অট্টহাসে আমার ওষ্ঠ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ফুল্লরা এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ভৈরবের নাম বিশ্বেশ্বর। ৪৮। নন্দিপুরে আমার কণ্ঠহার পতিত হয় তথায় ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী, এই স্থানে সিদ্ধি নিঃসংশয়। ৪৯। লঙ্কায় আমার নূপুর পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী। ইনি ইন্দ্রকর্ত্তৃক উপাসিত। ৫০। বিরাট দেশের মধ্যভাগে

আমার পদাঙ্গুলী সকল পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম অমৃত ও দেবীর নাম অম্বিকা। ৫১। পুত্র! এই সকল পীঠে যাঁহারা পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহাদের নামাদি কথিত হইল। দেব! এই সকল পীঠক্ষেত্রের অধীশ্বর ও অধীশ্বরীকে পূজা না করিয়া পীঠক্ষেত্রে অন্য দেবতার যিনি পূজা করেন, তাঁহার জপ পূজাদির ফলসাধন ভৈরবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। হে প্রাণনাথ শঙ্কর! পীঠ ও পীঠের অধিষ্ঠাতা ভৈরব এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে না জানিয়া কোটিকল্প কাল জপাদির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের সিদ্ধি হইবে না।

(পীঠমালা হইতে উদ্ধৃত)

চন্দ্রনাথ-দর্পণ

পূর্ব্বখণ্ড গণেশমর্ষিণীতন্ত্রোক্তঃ।

বিন্ধ্যভূধরপূর্ব্বস্যাং যাবচ্চট্টলদেশকঃ।
বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্ল্লভং ॥১
চতুঃষষ্টীনি তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানি বরারোহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু ॥২

বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা নামে বিখ্যাত, তাহাতে চৌষট্টি তন্ত্র ও যামলাদি শাস্ত্র সফলরূপে চলিত আছে এবং তাহা দেবতাদিগের দুর্ল্লভ স্থান বলিয়া সদাশিব স্বয়ং ভগবতীকে বলিয়াছেন। ১। ২

লিঙ্গপুরাণোদ্ধৃত।

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় বঙ্গস্থে চন্দ্রশেখরে।
ত্বয়া সহ বসিষ্যামি সত্যং সত্যং বরাননে ॥৩

হে বরাননে! আমি লোকের হিতার্থে সত্যই বঙ্গদেশস্থিত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে তোমার সহিত বাস করিব। ৩

আদিব্রহ্মপুরাণোদ্ধৃত।

বঙ্গাধিপো ভবিষ্যামি দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌ শিবে।
হিমাদ্রিরিব মে শ্লাঘ্যো যত্র শ্রীচন্দ্রশেখরে ॥১

হে শিবে! আমি কলিযুগে দেবতাদিগের সহিত বঙ্গদেশের

অধিপতি হইব। হিমালয় যেরূপ এখন আমার প্রিয় বাসস্থান, কলিযুগে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতও সেইরূপ প্রিয় বাসস্থান হইবে। ৪

চূড়ামণিতন্ত্রোক্তপীঠনির্ণয়ে।

স্থানত্রয়ে মহেশানি বসামি সততং প্রিয়ে।
বারাণস্যাঞ্চ কৈলাসে চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে।১
সদা কলৌ চ স্থাষ্যামি উময়া চন্দ্রশেখরে ॥২
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।

হে মহেশানি! আমি বারাণসী, কৈলাস ও চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকি; কিন্তু কলিযুগে চন্দ্রশেখরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইবে। ১। ২

কালীমাহাত্ম্যোদ্ধৃত।

কলিযুগে চন্দ্রশেখর কাশীশ্রেষ্ঠ যথা—

"কলৌ কাশ্যাধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
চতুর্ব্বর্গাল্লভেদ্দেবী মরণে মুক্তিদা স্বয়ং ॥ ৩

কলিযুগে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত বারাণসী হইতেও আমার অধিক প্রীতিকর হইবে। তথায় জীবের মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়।৩

পূর্ব্বখণ্ড বায়ুপুরাণোদ্ধৃত।

চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গযুক্ত আছেন যথা—

"কলৌ দেবা বসেৎ সর্ব্বে বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিতস্তত্র স্বয়ম্ভূ লিঙ্গসংযুতঃ ॥" ৪

আদি পুরাণোদ্ধৃত।

দেবাভিলষিতংক্ষেত্রং বঙ্গপ্রাক্ চাস্তি শৈলজে।
অতি গুহ্যং মহৎ পুণ্যং চট্টলে চন্দ্রশেখরে।

হে পার্ব্বতি! বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকস্থ চট্টগ্রাম নামক চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়, ইহা অতি গুহ্য ও পবিত্র ক্ষেত্র।

বারাহী তন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে সপ্তম পটলে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মুক্তি-দায়িকাঃ॥ ১
বারাণসী চ মৈনাকে একাম্র-বনমেব চ।
কৈলাসো রজতাদ্রিশ্চ স্বর্ণদী শৃঙ্গ-পঞ্চকঃ॥ ২
এতেষু শঙ্করো নিত্যং বসেদ্দেবীসমন্বিতঃ।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাংচট্টলে শুভে" ॥ ৩

নারায়ণ প্রত্যুত্তরে নারায়ণীকে বলিলেন, ভগবান্ শিব উমার সহিত অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, পুরী ও দ্বারাবতী এই সপ্ত মোক্ষধামে এবং বারাণসী, মৈনাক, একাম্র-কানন, রজতময় কৈলাস, স্বর্ণদী ও শৃঙ্গ পঞ্চক এই সকল স্থানে বাস করিবেন। বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চট্টগ্রাম প্রদেশ সকল দেবতাগণের প্রিয় আবাস স্থান হইবে।

যোগিনী তন্ত্রোদ্ধৃত।

"সার্দ্ধ ত্রিকোটী দেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে ॥" ১ ॥

কলিযুগে পবিত্র চট্টগ্রামে সার্দ্ধ ত্রিকোটীদেবের বসতি। ১

শম্ভূনাথ দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

'অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ।
ক্রমদীশ মুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তো ধনধান্য সমন্বিতঃ।
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জন্ম বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২

ক্রমদীশ শম্ভুনাথের মুখ দর্শন করিতে পারিলে মানবের সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়, এবং সকল পাপ তখনি নাশ হয়। সে ইহকালে মহা ধনধান্যশালী হইয়া বাস করে। পরকালে শিবত্ব পায় তাহার আর নিশ্চয়ই পুনর্জ্জন্ম হয় না। (তথায় মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া যথা শক্তিমতে দান করিতে হয়। "সরস্বতী শিলায়' নাম লিখিলে লোকের পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না)।

২। সহস্রধারায় স্নানদানাদির ফল।

"সহস্রধারা নদীতত্র শিব পর্ব্বত বাহিনী।
শিবলোকং ব্রজেত্তত্র স্নানে দানে সুরেশ্বরি" ॥ ১৫ ॥ ১।

তথায় শিব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন সহস্রধারা নামে একটী নদী আছে, তাহাতে স্নান ও দান করিলে শিবলোকে যায়।

বিরূপাক্ষ মন্দির

রেবাতীর্থে স্বর্গের এক দ্বার আছে, যথা—

ঐ তন্ত্রোক্ত।

"রামশিলা ব্রহ্মশিলা সহস্রাক্ষো মহেশ্বরঃ।
যত্র সংবর্ত্ততে দেবী সা রেবা পরিকীর্ত্তিতা॥
তত্রৈবাস্তে মহাদেবি কবাটদ্বারমুত্তমম্॥
তত্রৈব যত্নতঃ কুর্য্যাদ্রক্ষাং চাপ্যাত্মনঃ সদা।
স্বর্গদ্বারং ততো দেবী চম্পকারণ্যমুত্তমম্॥ ১৬

যেখানে রামশিলা, ব্রহ্মশিলা এবং সহস্র নয়ন মহেশ্বর আছেন, তাহা রেবাতীর্থ। (ইহা একটী হ্রদ মাত্র, নর্ম্মদা একই কথা)। মহাদেবি! তথায় স্বর্গের একটী উৎকৃষ্ট দ্বার আছে। মানবগণ যত্নের সহিত তথায় আত্মরক্ষা করিবে।

৩। বিরূপাক্ষ দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

"চট্টলে দক্ষিণো বাহু-র্ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
তস্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ॥ ১
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যস্তত্রারোহয়েন্নরঃ।
বিম্বরূপো মহাদেবো ডমরু প্রতিমাশিলা" ॥ ২

সেই চট্টলপ্রদেশে সতীর দক্ষিণ বাহু পতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাঁহার ভৈরব। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের কটিদেশে বিরূপাক্ষ মহেশ্বর আছেন, তথায় আরোহণ করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়।

তাহার স্থানে স্থানে বিল্ববৃক্ষাকারে মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন এবং ডমরুর মতন আকৃতিবিশিষ্ট অনেক শিলা পড়িয়া আছে।

১। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত আরোহণের ফল।

ঐ তন্ত্রোক্ত।

ততঃ পূর্ব্বাপথা গচ্ছেৎ আরোহেচ্চন্দ্রশেখরং।
তত্র সর্ব্বে গুল্মলতা বৃক্ষাদেবা মহৌজসং॥ ৩
মুনয়ো ভৈরবাঃ সর্ব্বে পাষাণা লোষ্ট্ররূপিণঃ।
মহৌষধি-তরুস্তত্র নানা চিত্রবিচিত্রকঃ॥ ৪
লতাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিঃ পুষ্পং স্বর্ণময়ং পরং।
রজতাভং ভবেৎপত্রং কৃষ্ণবর্ণং ফলং মহৎ॥ ৫
যস্যৈব স্পর্শ বাতেন রোগী রোগাৎপ্রমুচ্যতে।
স্পর্শাদ্দেবত্বমায়াতি ভক্ষণাদমরো ভবেৎ॥ ৬
মৃতো জীবতি বাতেন রসাঙ্গ লেপনেঽচিরাৎ।
বৃষকুণ্ড-জলং স্পর্শ-রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৭

যে স্থানে বিরূপাক্ষ শিব আছেন তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী পথ দিয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়। তথা মহাতেজস্বী দেবগণ সকলেই বৃক্ষ ও লতা হইয়া রহিয়াছেন মুনিগণ, ভৈরবগণ সমস্তই পাষাণ ও লোষ্ট্ররূপী হইয়া আছেন সেস্থানে এক মহান্ মহৌষধি বৃক্ষ রহিয়াছে, ঐ গাছ নানাবি বর্ণে চিত্র বিচিত্র আছে। উহার ডাল সমস্ত সুবর্ণ বর্ণ, পুষ্প উত্ত

কাঞ্চনের ন্যায় ও পত্র রজত বর্ণ, বৃক্ষের ফল অত্যন্ত বড় এবং কৃষ্ণবর্ণ। ঐ গাছের বায়ু স্পর্শেই রোগ হইতে মুক্ত, বৃক্ষ স্পর্শে দেবত্ব পায় এবং ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে অমর হইয়া থাকে। উহার বায়ু স্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন প্রাপ্ত হয়, গায়ে উহার রস লেপন করিলে দীর্ঘায়ুঃ হয়। বৃষকুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে নরগণ শিবলোকে যাইয়া বাস করে।

শ্রীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
বিংশতি কুল সহিত শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮
ততো বিষ্ণুপুরং প্রাপ্য দ্বিজোভূত্বা মহীতলে।
সদ্বংশ-কুলজঃ শান্তো বেদ-বেদাঙ্গ-পারগঃ ॥ ৯
দেব-বিপ্রানুরক্তশ্চ ততো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
আরুহ্য চ নৈঋতাস্থো মহোদধিমিতস্ততঃ।
যঃ পশ্যেৎ নপুনস্তস্য জন্ম মৃত্যু জরাগ্রহঃ ॥ ১১
পাপ বন্ধ বিমুক্ত্যর্থং প্রপশ্যেৎ ক্রমদীশ্বরং।
জপাদেঃ শাশ্বতী সিদ্ধিঃ পুনঃ পশ্যেদ্বিরূপকম্ ॥” ১২

চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং বিংশতি পুরুষসহ প্রথমতঃ শিবলোকে বাস করিয়া, তার পর পৃথিবীতে সদ্বংশে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করে; সে শান্ত ও বেদ বেদাঙ্গ পারগ হয়, এবং দেবতা ও দ্বিজে অনুরক্ত হয়, তারপরে সে নির্ব্বাণত্বলাভ করে। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উক্ত পর্ব্বতের নৈঋত কোণে মহোদধি দর্শন করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম

হয় না; সে অজর ও অমর হয়। তথা হইতে ভগবান্ ক্রমদীশ শম্ভুনাথের চরণ কমল দর্শন করিলে মানবের পাপ বন্ধন ছিন্ন হয়। পুনঃ বিরূপাক্ষ দর্শন করিলে তাহার জপ প্রভৃতি অনন্ত-কালের জন্য সিদ্ধ হয়।

ব্যাসকুণ্ডে স্নানদানাদির ফল।

"সতীদক্ষাং-শতো যত্র দক্ষিণা শক্তিরূপিণী।
জ্যোতীশ্বরং পুরস্কৃত্য ব্যাসো বট সমীপতঃ॥ ৬
যাত্রাশ্বমেধমকরোদৃষিভির্ব্বাদরায়ণঃ।
পাতালাদুত্থিতং বারি নিরগ্নি কুণ্ডবর্ত্তুলম্॥ ৭
ত্রিকোণতল সংস্পর্শং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
কুণ্ডে চানেক লিঙ্গানি অনেক প্রতিমাঃ শুভাঃ॥ ৮
স্নানে গঙ্গা ফলসমং অথবা শিবতাং ব্রজেৎ।
অশ্বমেধাযুতফলং তর্পণে পিতৃমুক্তিদং॥ ৯
শ্রাদ্ধং পার্ব্বণকং তত্রার্ঘ্যবাহন বর্জ্জিতম্।
অসক্তৌ কেবলং পিণ্ডং গয়াশ্রাদ্ধশতংফলম্॥ ১০

যে স্থানে দক্ষিণাশক্তি রূপিণী দাক্ষায়ণী বিরাজ করিতেছেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে জ্যোতীশ্বরের নিকটে বট বৃক্ষসমীপে বাদরায়ণ ব্যাসদেব ঋষিগণকে লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তথায় পাতাল হইতে জল উঠিয়া এক ত্রিকোণাকৃতি কুণ্ড হইয়াছে। সেই কুণ্ড অতলস্পর্শ, নিরগ্নি ও চারিহাত পরিমিত। (এখন ঐ

স্থান খনন করিয়া ব্যাস পুষ্করিণী করা হইয়াছে, প্রকৃত ব্যাসকুণ্ড দক্ষিণ পূর্ব্বপারের সন্ধিস্থলে, অগ্নি কোণে অবস্থিত; কিন্তু পুকুরের সমস্ত জলই ব্যাস কুণ্ডোৎপন্ন জল বটে, সুতরাং সেই পবিত্র জলে স্নানদানাদি করিলে সমফল হয়।) সেই ব্যাসকুণ্ডে অনেক লিঙ্গ ও দেববিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন। সেই কুণ্ডের নির্ম্মল বারিতে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয়, অথবা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই কুণ্ডে তর্পণ করিলে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, এবং নিশ্চয়ই পিতৃলোকের মুক্তি হয়। তাহাতে মানব যত্নের সহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, অর্ঘ্য এবং আবাহন করিতে হয় না। অসমর্থ পক্ষে কেবল পিণ্ডদান করিলে শত গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়।

এই ধামের সকল জায়গাই অনন্ত পূর্ণ জলময়। যাঁহারা একান্ত ভক্তির সহিত স্নান দান করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যথোক্ত চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"পঞ্চ কুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
চতুর্ব্বর্গ ফলং তত্র স্নানে দানে লভেন্নরঃ॥ ১১

নীচে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, নাভি ও বৃষ নামক পাঁচটী কুণ্ড আছে। এই পঞ্চকুণ্ডবেষ্টিত স্থান ভগবানেরও পরমানন্দজনক। এই কুণ্ডে স্নান কিংবা দান করিলে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকে।

চম্পকারণ্য বা লবণাক্ষ।

পঞ্চ ক্রোশের উত্তর সীমাতে চম্পকারণ্য, তথায় স্বর্গের একটী দ্বার আছে। ভগবান্ শম্ভুনাথ উহাকে অতি মনোহর স্থান

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্রধারা—একটী জলপ্রপাতের মত, প্রায় দুই শত হাতের উপর হইতে সরল ভাবে নীচের প্রস্তরখণ্ডে অনবরত জল পড়িতেছে। সেই জল অতি পরিষ্কার ও সুশীতল। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সৌন্দর্য্য। দেখিলে মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া বিশ্বনাথের চরণে দৃঢ় ভক্তি হয়।

ধর্ম্মাগ্নি দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

"অথ বক্ষ্যামি গুহ্যাস্তং ধর্ম্মাগ্নেহরণাত্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥"

দেবি! তার পর ধর্ম্মাগ্নি হরণের গুহ্যফল বলিতেছি। লোকে সে স্থানে গমন করিলে চিরকালের জন্য শোকতাপ বিদূরিত হয়, আমি তাহাকে মোক্ষ ফল প্রদান করি।

ধর্ম্মাগ্নি-বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে বিশ্বরূপধৃক্।
যং দৃষ্ট্বা ভারতে নিত্যং মোক্ষ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥"১৯

দেবি! তাহার পূর্ব্বে শিবরূপধারী ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্তমান আছেন। তাহা দেখিয়া ভারতে মানবগণ নিরন্তর মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

উনকোটী শিব ও ছত্রশিলা দর্শনের ফল।

কোটী লিঙ্গানি তত্রৈব যত্র ছত্রাকৃতিশিলা।
তত্রৈব গমনে দেবি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২০

যেখানে ছত্রাকৃতি শিলা অবস্থিত রহিয়াছে সেই স্থানে ভগবান

হরের কোটী লিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানে গমন করিলে মানবের অনায়াসে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

মন্মথনদে মুণ্ডনের ফল।

"প্রয়াগে মুণ্ডনং বাপি যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবী মন্মথে মুণ্ডনং যদি॥ ১৬
অথবা কেশ সংখ্যানাং বৎসরাণাং সহস্রশঃ।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে বপনং মন্মথে কৃতে॥ ১৭
বরাটকে লভেৎ পুণ্যং স্থবর্ণ-দানজং ফলম্।
তাম্র দানে রৌপ্যফলং রজতে ভূমিদানজং॥ ১৮
ভূমি দানে লভেৎ স্বর্গং কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥ ১৯

প্রয়াগে মুণ্ডন করিলে যে পুণ্য হয়, এই মন্মথ ক্ষেত্রে মুণ্ডন করিলে সেই পুণ্য হয়। অথবা এই ক্ষেত্রে লোকে যত কেশ মুণ্ডন করিয়া থাকে, পরকালে তাহার তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস হয়। এই ক্ষেত্রে কড়ি দান করিলে সোনা দানের, তাম্র দান করিলে রৌপ্য দানের, এবং রৌপ্য দান করিলে ভূমিদানের ফল হয়। ভূমি দান করিলে মানব পরকালে স্বর্গে যায়। দেবি! এই তীর্থমাহাত্ম্য কি আর অধিক বলিব, ইহা একটী মহাতীর্থ।

মন্মথ নদে স্নানের ফল।

"তস্য দক্ষিণতঃ শম্ভোঃ পুত্রোমন্মথ সংজ্ঞকঃ।
গোসহস্র-প্রদানস্য ফলং স্নানে ন সংশয়ঃ॥" ৬

তথায় নরগণের মঙ্গলদায়ক প্রয়াগতীর্থের জল আছে, তাহাতে স্নান এমন কি স্পর্শ করিলেও নরগণ নিঃসন্দেহে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

মন্দাকিনীতে স্নান দানের ফল।

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিবপাদসমুদ্ভবা।
তজ্জলং ভক্ষণাদ্দেবী শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩
স্নানং দানঞ্চ, শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎসর্ব্বং ভাস্করো দৃষ্ট্যা সর্ব্বত্র চাক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৮৪
সর্ব্বত্রৈব মহেশানি স্নানে দানে চ স্পর্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিব প্রীতিফলং মহৎ॥ ৮৫

তাহার পূর্ব্ব দিকে শিব পদ হইতে মন্দাকিনী দেবী উৎপ হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার জলপান করিয়া শিবে চরণে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। তাহাতে সমাহিত চিত্তে স্নান, দা ও শ্রাদ্ধ করিলে সেই সমুদয়ের সাক্ষী সূর্য্যদেব থাকেন এ তাহার অক্ষয় ফল হয়। মন্দাকিনী নদীর যে কোন স্থানে স্না দান, স্পর্শন, দর্শন, পূজন এবং হোম করিলে শিব সেই কার্যে অনুষ্ঠাতার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন থাকেন। (এই জলে শম্ভুনাথে স্নানাদি সম্পন্ন হয়। পাইপ দিয়া জল উপর হইতে আন করাতে পরম নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। আহা কি নির্ম্ম শীতল জল। স্বর্ণদীর জল ব্যতীত কি এরূপ হইতে পারে মন্দাকিনী ত্রিধারা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন।)

কুমারী কুণ্ড দর্শনের ফল।

পঞ্চ ক্রোশাদ্বহি-র্জ্জ্ঞেয়ং কুমারীকুণ্ড-মুত্তমং।

কুমারী কুণ্ড পঞ্চ-ক্রোশের বাহিরে বাড়ব হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুমিড়া ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। যাইবার পথ নিতান্ত দুর্গম। অদ্যাপি কেহ রাস্তা করিয়া দেন নাই। এই স্থানে বাড়বানলের ন্যায় প্রচণ্ড বহ্নি অনবরত জ্বলিতেছে। ব্যোম, ব্যোম, শব্দ করিলে সেই বহ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হয়। তাহাতে অগ্নির প্রজ্বলন সূচক ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। এই পরম রমণীয় পবিত্র স্থান দর্শন করা নিতান্ত উচিত।

পঞ্চ ক্রোশের সীমা নিরূপণ।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

পশ্চিমে ব্যাস কুণ্ডঞ্চ পূর্ব্বে মন্দাকিনী স্মৃতা।
উত্তরে চম্পকারণ্যং দক্ষিণে বাড়বানলঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং ময়া প্রোক্তং পঞ্চক্রোশ মহাফলং।
যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে জন্তু-নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি॥
নক্রেশ্বরং সমাসাদ্য যাবচ্চ চম্পকং বনং।
পঞ্চক্রোশমিদং প্রোক্তং শিব-নির্ব্বাণ-কারণং॥ ১৯

বহিঃ ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাণ সঙ্গম তন্ত্রে ত্রয়োদশপটলে।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মন্দাকিনী গঙ্গা, উত্তরে চম্পকারণ্য, দক্ষিণে বাড়বানল, এই সমুদয় স্থান পঞ্চ ক্রোশের

সীমা। যাত্রিয়া কথিত এই স্থানে চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত মহাপুণ্য প্রদ। এই ক্ষেত্র মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলে যে কোন প্রাণী এবং মানব সকল অনায়াসে মুক্তি পাইয়া থাকে।

"চন্দ্রশেখর মারভ্য পঞ্চাশ-যোজনাবধি।
বহিঃ ক্ষেত্র-মিদং প্রোক্তং দেবানামপি দুর্লভং॥

চন্দ্রশেখর পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ যোজন স্থান ব্যাপী এই বহিক্ষেত্র দেবতাদিগের দুর্লভ বলা হইয়া থাকে॥

পঞ্চ ক্রোশে মরণের ফল।

পঞ্চক্রোশং সমাসাদ্য যে ত্যজন্তি কলেবরং।
তেষাং দক্ষিণ কর্ণে হি প্রদদ্যাত্তারকং শিবং॥
মহাপাপরতো বাপি পিতৃ-মাতৃ-বিনিন্দুকঃ।
সনরো লভতে স্বর্গং পঞ্চক্রোশে ম্রিয়েদ্ যদি॥
পরমাণু সমো জীবো যদি পঞ্চত্ব মালভেৎ।
সোঽপি নির্ব্বাণতাং যাতি কা কথা স্থূলজীবিনঃ॥
বাড়বাগ্নিং সমাসাদ্য যাদদ্বৈ চম্পকং বনং।
তত্র নির্ব্বাণ-দীক্ষায়াং গুরু রেকো মহেশ্বরঃ॥

যে কোন প্রাণী পঞ্চ ক্রোশের মধ্য স্থানে গিয়া প্রাণত্যাগ করে

সাক্ষাৎ মহাদেব তাহাদিগের দক্ষিণ কর্ণে মুক্তি প্রদান করেন।

যে ব্যক্তি মহাপাপী পিতৃ মাতৃ নিন্দুক, সেও এই পঞ্চ ক্রোশ মধ্যে মরিলে অনায়াসে স্বর্গে যায়। এস্থানে পরমাণু সম জীব মরিলেও নির্ব্বাণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থূল দেহীর সম্বন্ধে কি বলিব। বাড়বাগ্নি হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত ভূভাগে জগদ্গুরু ভগবান্ শিব নির্ব্বাণত্ব দীক্ষা দিয়া থাকেন॥

ওঁ-তৎসৎ

চন্দ্রনাথ তীর্থ মাহাত্ম্য।

বন্দনা।

চরাচর গুরু যিনি ওঁ কারের জ্যোতি;
পূর্ণরূপে বিরাজেন শিখর সংহতি।
চন্দ্রমায় চন্দ্র কান্তি অতি মনোহর;
অরুন্ময় জ্যোতি বামে মরি কি সুন্দর।
ভক্তিভরে নমি হৃদে যুগল চরণ;
কৃপা কর চন্দ্রনাথ দাও শ্রীচরণ।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি বৃন্দাবন;
ভারতের তীর্থ চয় করে আকর্ষণ;
যথায় গভীর ধ্যানে ব্যাস মুনিবর;
ভাবে গুরু চন্দ্রনাথে যুগ যুগান্তর।
সেই গুরু ব্যাস পদে নমি বার বার;
কি আছে কি দিব গুরু পদে উপহার।
নমি মাগো বীণাপাণি তব শ্রীচরণে;
কৃপাদৃষ্টি কর মাগো অবোধ সন্তানে।

চন্দ্রনাথ তব গুণ গাইব কেমনে ;
ব্যাস আদি মুনিবৃন্দ অশক্ত বর্ণনে।
সাহসে করিয়া ভর তবু সাধ মনে ;
গাইব তোমারি গান বসি তব সনে।
স্তুতি-নতি-ভক্তি হীন অতি অভাজন ;
অধমেরে দয়া কর অধমতারণ।
দয়াময় সন্নিধানে এই আকিঞ্চন ;
নিন্দা ভয়ে নাহি ভূলি যেন শ্রীচরণ।
বার বার আসি আমি এ মহিমণ্ডলে।
তব কার্য্যে রত যেন থাকি কুতূহলে ;
অসার সংসার ঘোরে যেন নাহি ঘুরি ;
বিষয় বাসনানলে যেন নাহি পুড়ি।
নমি মাগো অন্নপূর্ণে তব শ্রীচরণে ;
কৃপা করি স্থান দিও এ অধম জনে।
কলিযুগে অন্নগত জীবন সবার ;
অন্নকষ্টে সবে করে পাপ অনিবার।
পথ প্রদর্শক যাঁরা সমাজ ভূষণ ;
জ্ঞানের আলোক যাঁরা ব্রহ্মবাচ্য হন ;
অন্ন ভয়ে স্বীয় ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
অম্লান বদনে করে পরের সেবন।
বিদ্যাহীন হয়ে কেহ ঘুরে ফিরে মরে ;
নির্ব্বোধ অলস কেহ দোষে অদৃষ্টেরে।

অন্নতরে স্বীয় বৃত্তি করিয়া বর্জ্জন—
অধমের বৃত্তি সবে করিছে গ্রহণ।
যাঁরা যাঁরা ধর্ম্ম কার্য্যে আছে অধিষ্ঠিত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে করিছে অহিত।
ধার্ম্মিকপ্রবর কেহ লোভে করি মন;
অকাতরে ধর্ম্মভাব করে বিসর্জ্জন।
হায় হায় কত দশা আমাদের হায়;
সেই পূর্ব্ব রাজা নাই যে পোষে সবায়।
স্বার্থ হেতু ভক্তিভরে ডাকি অন্নদায়;
কলিযুগে স্বার্থহীন কেহ নাহি হায়।
পরহিংসা পরদ্বেষ পরশ্রীকাতর;
পরগ্লানি পরনিন্দা করে ভয়ঙ্কর।
শত নেত্রে পর দোষ করে অন্বেষণ;
স্বীয় দোষে দৃষ্টিপাত না করে কখন।
এই কালে ধর্ম্মগ্রন্থি প্রায় ছিন্ন হায়;
ধর্ম্ম শূন্য জীবনের কি হবে উপায়।
তাই দয়াময় তুমি অতি কৃপা ক'রে,
সহসা অধম জীবে নিস্তারের তরে;
কলিযুগে উমা সহ শ্রীচন্দ্রশেখরে;
নিবাসিবে বলেছিলে ব্যাস মুনিবরে।
ক্রমে ক্রমে তীর্থ সব তোমারি ইচ্ছায়;
কলিযুগে প্রকাশিত হ'তেছে ধরায়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নাথ তোমারি গৌরব;
সর্ব্ব স্থানে যায় নাই মিশিয়ে সৌরভ।
দিনে দিনে তোমারি মহিমা বিসর্জ্জন;
অগণ্য লোকের স্রোত বহিছে এখন।
দয়াময় কি বলিব তোমারি মহিমা;
ব্রহ্মা আদি দেবগণে দিতে নারে সীমা।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই আমি অবোধ সন্তান;
কি রূপে করিব স্তুতি নিতান্ত অজ্ঞান।
তবু তন্ত্র অনুসারে সংক্ষেপ করিয়া;
বর্ণিবারে চাহি কিছু তোমারে স্মরিয়া।
পূর্ণকর দয়াময় ক্ষুদ্র আকিঞ্চন;
অপূর্ণ রেখ না প্রভু পূর্ণ সনাতন।
জয় জয় চন্দ্রনাথ জয় শম্ভুনাথ;
দীন হীনে দয়া কর অনাথের নাথ।
তোমারি মহিমা নাথ ব্যক্ত কর তুমি;
অন্তে উপলক্ষ মাত্র চন্দ্রনাথ স্বামী॥

আবাহন।

এস বঙ্গবাসী এস হিন্দুগণ,
দেখ দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন;
পরম পবিত্র শ্রীচন্দ্রশেখরে,
প্রকৃতির শোভা হের প্রাণ ভ'রে।

স্তরে স্তরে কত নিকুঞ্জ কানন,
সুশোভিত কত কুসুমিত বন।
ষড় ঋতু জাত ফল পুষ্প আদি,
মৃত সঞ্জীবনী কত মহৌষধি ;
স্থানে স্থানে শোভে তাঁহারি কৃপায় ;
পায় যদি খুঁজে লওরে সবায়।
তরুগণ সব শাখা বিস্তারিয়ে,
অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ আবাস রচিয়ে ;
সাধু ঋষিদের বিশ্রাম কারণ,
ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র করে নিবারণ।
কত যোগী ঋষি বসি স্থানে স্থানে,
বিল্ব পত্র ফুলে বিবিধ বিধানে ;
জয় চন্দ্র নাথ শম্ভুনাথ বলে,
পূজে বিশ্বনাথ মন কুতূহলে।
থেকে দৃশ্যান্তরে সিদ্ধ মুনিগণ,
সর্ব্বদা অলক্ষ্যে করিছে ভ্রমণ।
শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায় কভু,
কভু শুনা যায় জয় জয় বিভু।
শুনিয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
ভক্ত মানবের উথলে হৃদয়।
কভু বিরূপাক্ষে কভু চন্দ্র নাথে,
আলোক লইয়া যেন নিজ হাতে ;

প্রদানে আরতি বিভু সনাতনে,
অশেষ জীবের মঙ্গল—বিধানে।
কভু কোলাহল নিশীথ সময়ে
ডাকে যেন কেহ নাথ উচ্চারিয়ে ;
ক্ষণ পরে সেই কোলাহল নাই ;—
নীরব নিস্তব্ধ রয়েছে সবাই।
শুধুই অদূরে থেকে "বিভু পাখী",
"জপ—স্তব কর" বলিতেছে ডাকি ;
অন্য বিভু পাখী থেকে দৃশ্যান্তরে
"জপ কর" বলে সুমধুর স্বরে।
অন্য এক পাখী বাঁশরীর তানে,
"শিব যোগী-ভজ" বলিছে সঘনে।
সীতা কুণ্ড মাঝে 'সীতা' পাখী বলে
"সীতারাম ভজ" মন কুতূহলে।
দিবসে সে পাখী কভু নাহি ডাকে,
কে বলিতে পারে কোথা তারা থাকে।
সেই সীতা কুণ্ডে নিশীথ সময়,
ঘণ্টা মন্দিরার শব্দ শ্রুত হয়।
ডাকে পরস্পরে কল কণ্ঠস্বরে,
ঠিক যেন বায়ু পর্ব্বত উপরে।
এস বঙ্গবাসী এস এস চলি,
হিংসা দ্বেষ রোষ অভিমান ভুলি ;

চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন,—
পবিত্র প্রেমের নিকুঞ্জ কানন;
দেখে দূরে যাবে সংসার যাতনা,
শোক তাপ জ্বালা ঘুচিবে বেদনা।
সংসারের দুঃখ সংসারে থাকিবে,
এ পবিত্র ধামে দুঃখ না পশিবে;
ব'সে চন্দ্রনাথে বট বৃক্ষতলে,—
সেবি সুমধুর মলয় অনিলে—
হেরিবে যখন বঙ্গ পয়োনিধি,
কি রঙ্গে তরঙ্গ বহে নিরবধি;
কল কল করি সুমোহন তানে,
ছুটিছে তরঙ্গ শেখরের পানে।
তখন বুঝিবে কি সুন্দর স্থান
প্রেমানন্দে গাবে চন্দ্রনাথ গান,
তখন বুঝিবে কি আনন্দ মরি,
এ সুন্দর দৃশ্য কভু নাহি হেরি।
বুঝি তরঙ্গিণী চন্দ্রনাথ বলে,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র সলিলে;
প্রেমানন্দে কভু নাচিয়ে নাচিয়ে,
চলে যায় কভু ডুবিয়ে ডুবিয়ে।
স্তুতি গান করি বিবিধ বিধানে,
বাধা বিঘ্ন সব উপেক্ষিয়া মনে;

নাহি শুনি কারো নিষেধ বচন,
কলির মানবে নিন্দিয়ে তখন ;
বলিতেছে সিন্ধু সকরুণ স্বরে,
অশ্রুনীর—পূর্ণ দুঃখিত অন্তরে ;
শুন নরগণ শুন যত্ন ক'রে,
আলস্য করোনা ভেবোনা অন্তরে।
ধররে মানব উপদেশ ধর,—
কার্য্য ক্ষেত্রে সবে হও অগ্রসর ;
শমদম দুই রাখিয়ে প্রহরী,
ভক্তি ব্রহ্ম বাণে শত্রু নাশ করি।
যায় যাবে প্রাণ কিবা ক্ষতি তায়,
চিরস্থায়ী কিবা আছে এ ধরায় ;
তবু কেন শুধু অনিত্যে মজিয়ে,
ক্ষেপিবে সময় মিছা খেলা নিয়ে !
পুত্র পরিবার কেহ নহে কার,
ছায়া বাজি সম যেন এ সংসার।
শুধু নয় তব কর্ত্তব্য জীবনে,
পরিবার বর্গ ভরণ পোষণে ;
অনন্ত কর্ত্তব্য রয়েছে সম্মুখে,
খুঁজি নিয়ে তাহা সাধ একে একে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তের লীলা ;
অনন্ত কৃপায় ভাসে জলে শীলা।

ফেলে দাও তর্ক পণ্ডিত প্রবর
তর্কে কিবা ফল ক'রে কুটোত্তর।
যে আস্বাদ পায় সে মাত্র বুঝিবে ;
অপরে কখন বুঝিতে নারিবে।
তর্ক ক'রে কেন হইবে অস্থির ;
তর্কেতে পাইবে যাতনা গভীর।
বিবেকের পথ কর অন্বেষণ ;
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
সেই বিশ্ব ময় তখন অন্তরে ;
উপদেশ দিবে সুমধুর স্বরে।
স্থির ক'রে মন শুন তাঁর কথা ;
তবে সে দেখিবে তাঁহারে সর্ব্বথা।
বিচলিত হ'য়ে যদি নাহি শুন ;
মায়া মোহ জালে জড়িবে হে পুনঃ।
হাঁসিবে কাঁদিবে সংসারের ঘাতে ;
অনুতাপানলে পুড়িবে পশ্চাতে।
যেই বিশ্ব ময় তখন অন্তরে ;
চলিয়া যাইবে অতি ত্বরা ক'রে।
কর্ম্ম ফল তুমি ভুগিবে আপনি ;
দোষী কেন কর পরজনে তুমি !
যেই রূপ কার্য্য সেই রূপ ফল ;
কুকার্য্যে কি কভু ফলিবে সুফল ?

বাসনা নিবৃত্তি না হ'লে সংসারে ;
আসিবে যাইবে পুন ঘুরে ফিরে।
অতএব বলি শুন নরগণ ;
ত্বরা ক'রে কর বাসনা পূরণ।
তাই বলি নর কুসঙ্গে পড়িয়ে ;
পার্থিব বিভবে অনর্থ মজিয়ে।
অন্তর বাসনা পূরণ হবে না
সে রূপে নিবৃত্তি কখন পাবে না।
বরঞ্চ বাসনা প্রজ্বলিত হ'য়ে ;
হায় হায় ক'রে মরিবে পুড়িয়ে।
অতএব বলি ধর্ম্ম ধন নিয়ে,
নিবৃত্তি করিবে একান্তে বসিয়ে।
তাহ'লে তোমার বাসনা পূরণ
হইবে, পাইবে শান্তি মনোরম।
সদা প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে ;
নাচিবে ডুবিবে কতই গাইবে।
প্রেমে ডুবু ডুবু হবে সদা মন ;
এ বিশ্ব সংসারে সকলি আপনি।
কেহ শত্রু নাই আত্মীয় সকলি ;
লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি।
দেখে তোর ভাব হাসিবে সকলে ;
অভিমানী হ'য়ে মানে যশে বলে।

পাগল বলিয়ে কেহ বা হাসিবে ;
চোর দুষ্ট ভণ্ড কেহ বা বলিবে।
তখন মনুজ আমারই মত ;
পশিবে না কাণে ভাল মন্দ যত।
তখন হাসিবে প্রেম রসে ভাসি,
তখন হইবে প্রেমিক সন্ন্যাসী।
তখন গাইবে শিব শম্ভু গান ;
শ্রীচরণে সঁপি তনু-মন-প্রাণ।
এরূপে করিলে কর্ত্তব্য পালন ;
তবে হ'তে পারে কিঞ্চিৎ সাধন।
কত যোগী ঋষি দীর্ঘ প্রাণায়ামে ;
রহিয়াছে বসি এই পুণ্য-ধামে।
তবু বোঝে নাই তাঁহারি মহিমা ;
শত মুখে আমি দিতে নারি সীমা।
তুমি কি বুঝিবে কলির মানব;
তাই বলি তুমি থেকোনা নীরব।
দৃঢ় ভক্তি ক'রে এস চন্দ্র নাথে ;
দেখ চন্দ্র নাথে, দেখ শম্ভু নাথে।
তাহ'লে মিলিবে তোর মোক্ষপদ ;
বিপদ ঘুচিবে পাইবি সম্পদ।
দেখিলে স্বচক্ষে কৈলাস ভবন ;
পাপ দূরে যাবে শান্ত হবে মন।

পাপী মানবের মুক্তির কারণে,
দয়া ক'রে নাথ এসে এই ধামে ;
উদ্ধারিছে নরে অবলীলাক্রমে,
মানস সঙ্কল্প মানস পূজনে।
কলির মানব অল্পায়ু হইবে,
বেদ মত ক্রিয়া সাধিতে নারিবে।
জপে স্তবে কেহ নাহি দিবে মন ;
ব্রত উপবাস কঠোর বন্ধন।
আগমোক্ত ক্রিয়া সকলে সাধন
করিবে না কলি যুগের লক্ষণ।
তাই সদা শিব অতি স্নেহ ভরে,
সহজ সুপথ দেখাইয়ে নরে ;
লইবারে নরে তাহারি সদন,
ভূতলে চটলে বিরাজে এখন।
ভক্তি ভরে যেবা একবার ডাকে ;
দয়া ক'রে নাথ কোল দেন তাকে।
পাপী মানবের কষ্ট বিলোকনে ;
দয়াময় পিতা থাকিবে কেমনে।
তাই কৃপা ক'রে চন্দ্রনাথে এসে ;
ভারতের তীর্থ রেখে এক পাশে।
পাপী সন্তানের হাতে হাতে ধরি ;
নিয়ে পুণ্য-ধাম চটলে শ্রীহরিঃ।

আশ্বাসি সন্তানে মধুর বচনে;
তারক ব্রহ্ম নাম মন্ত্র দিয়ে কাণে।
একে একে সবে দেন মোক্ষপদ
দূর করে দেন অশেষ বিপদ,
এইরূপে সেই তীর্থ রাজসিন্ধু;
কলি মানবের বড় প্রিয় বন্ধু।
উপদেশ দিয়ে মধুর বচনে;
আসিতেছে বিশ্ব নাথেরি সদনে।
চুমিয়া চুমিয়া চরণ যুগল;
মহা প্রেমানন্দে হাসে খল খল।
চুমে বার বার মাতোয়ারা হ'য়ে;
কোথা চলি যায় কে পায় খুঁজিয়ে।
পুনঃ পুনঃ চুমে পুনঃ চলে যায়;
চপলার মত কিবা শোভা পায়।
উঠ বঙ্গবাসি উঠ একবার;
মোহ নিদ্রা বশে থাকিও না আর
এস নর নারী এস ত্বরা করি;
অসার ভাবনা সবে পরিহরি।
চন্দ্রনাথ ধামে এসে বার বার
প্রকৃতির লীলা হের অনিবার।
দেখে দূরে যাবে গোলোকের ধাঁধাঁ
মানসে দেখিবে শ্রীগুরু শ্রীরাধা।

দেখে দেখে সবে মানস নয়নে ;
অপরূপ রূপ পরম যতনে।
অহং ব্রহ্ম জ্যোতি খেলিছে সতত ;
বিরিঞ্চি—বাঞ্ছিত কমলা সেবিত।
খেলিছে কমল কমলিনী সনে ;
কমল উপরে কমল আসনে।
বিনা কমলেতে খেলিছে কমল ;
শশধর জ্যোতি অতি নিরমল।
বিনা কমলিনী খেলে কমলিনী।
নাহি তার গতি দিবস রজনী।
ভক্তগণ সঙ্গে সেই কুণ্ডলিনী,
স্বয়ম্ভূ দলেতে স্বয়ম্ভূ—বাসিনী।
খেলিছে খেলা সেই কমলিনী ;
মরি কি অমৃত আনন্দ দায়িনী।
যখন জাগাবে তখন জাগিবে ;
অহং ব্রহ্ম জ্যোতি মানসে দেখিবে।
অপরূপ জ্যোতি অহং ব্রহ্ম জ্যোতি ;
পূর্ণ সে ওঁকার শশধর জ্যোতি।
বামে আদ্যাশক্তি অষ্টদলে স্থিতি ;
অগতির গতি পূর্ণ চন্দ্র জ্যোতি।
পরম যতনে নেহার দ্বিদলে ;
শশধর বামে পূর্ণ রবি জ্বলে।

নামে আত্মাশক্তি অক্ষয় সে জ্যোতি;
দর্শনে স্পর্শনে ভববন্ধ মুক্তি।
অচ্যুত অব্যয় অহং নিরঞ্জনী;
স্বয়ম্ভূ দলেতে স্বয়ম্ভূ বাসিনী।
শায়িত রয়েছে সহস্র কমলে,
ভাসিয়ে সর্ব্বদা প্রেম সিন্ধু জলে।
জয় জয় স্বয়ম্ভূ জয় জয় মাতা;
শ্রীগুরু সহিতে প্রকাশি সর্ব্বথা।
মনের কণ্টক দাও দূর ক'রে;
নিরখি সে রূপ মন প্রাণ ভরে।
গুরু ত্রিপুরারি নিয়ে শুভঙ্করি;
খেলিতেছে খেলা সে কৈবল্যপুরী।
এস এস সবে এস ত্বরা করি।
এ অপূর্ব্ব খেলা হের যত্ন করি।
এস বঙ্গবাসি এস হিন্দুগণ;
দেখ চন্দ্রনাথে ভরিয়ে নয়ন।
খুলিয়ে বিজ্ঞান করগো সন্ধান;
এ নিগূঢ়—তত্ত্ব—করিতে প্রমাণ।
ভেবে ভেবে তব বুদ্ধি হত হ'বে;
বিস্ময়-সাগরে ডুবিবে গো সবে।
নাস্তিক নিশ্চয় আস্তিক হইবে;
নিরাকার ব্রহ্ম সাকারে আসিবে।

প্রেমে প্রফুল্লিত শান্ত হবে মন ;
আঁধার হইতে আলোকে গমন।
করিয়ে, ভাবিবে ও রাঙ্গা চরণ।
পাবে নব দেহ নবীন জীবন।
নব নব ভাবে পুলকিত মন ;
নিত্য নব ভাব হইবে তখন।
যবে নব নবে নিত্য নিরঞ্জন,
হইবেন তুষ্ট প্রভু ত্রিলোচন।
হেরিবে তখন সবে পিতা মাতা ;
ভাই ভগ্নী সখা বালক দুহিতা।
প্রেম অশ্রু-নীরে ভাসিবে নয়ন ;
অবিচ্ছেদ প্রেমে ডাকিবে তখন।
"ওহে দীনবন্ধো অখিলের পতি ;
দাও শ্রীচরণ অগতির গতি।
ভুলিয়ে তোমায় র'য়েছি কোথায় ;
মিছে ধরা মাঝে হায় হায় হায়।"
কত যোগী ঋষি অনাহারে বসি ;
ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে আছে দিবানিশি।
তবু ব্রহ্ম জ্ঞান পায় না সন্ধানে ;
বিনদ বাসরে পাইবে কেমনে।
এস বঙ্গবাসী ঘুমাইও না আর ;
ঘরে ঘরে কর মাহাত্ম্য প্রচার।

বল বার বার মানবের কাণে ;
চন্দ্র নাথ উচ্চারি সঘনে।
বিনয়ে মনরে বল বার বার ;
সদা শিব আজি নিকটে সবার
ছার মোহ মায়া কেটে ফেল পাশ ;
নতুবা সবার হবে সর্ব্বনাশ।
অন্য তীর্থে গিয়ে করিও না বাস ;
চন্দ্র নাথ ধামে কর কাশী বাস।
কলিযুগে কাশী চন্দ্রনাথ ধাম ;
বারাহী তন্ত্রেতে দেখ গো প্রমাণ।
"বায়ু" "কূর্ম্ম"—"মেরু" "শ্রীদেবীপুরাণে ;"
চন্দ্রনাথ ধাম পাইবে সন্ধানে।
দেখিলে প্রত্যয় হইবে তোমার ;
কলিযুগে তীর্থ এই মাত্র সার।
এ ঘোর কলিতে এই তীর্থ সার ;
হেথায় মানব এস একবার।
অনিত্য আবাসে অনিত্যের আশে ;
থেকোনা মানব এস নিত্য বাসে।
আজি না আসিলে চন্দ্রনাথ ধাম ;
ধেয়ে সবে কালি—আসিবে এ স্থান।
রোগী শোকী তাপী সংসার বিরাগী
এস চন্দ্র নাথে হয়ে সর্ব্বত্যাগী।

রোগ শোক তাপ দূরে যাবে চলি ;
নিরাপদ তবে হইবে সকলি।
শিব বাক্য ইহা কভু মিথ্যা নয় ;
স্বচক্ষে দেখিলে হইবে প্রত্যয়।
নতুবা যাহারা এসেছে এধামে ;
জিজ্ঞাস তাঁদেরে মধুর বচনে।
শুন তাঁহাদের অপূর্ব্ব বারতা ;
তবে সে ঘুচিবে তব মনোব্যথা।
নহে ইহা যেন কবির কল্পনা ;
যে করে নক্ষত্রে কুসুম তুলনা।
নহি কবি আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে অতি অর্ব্বাচীন।
জন্মি সুপবিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম—কুলে,
ব্রহ্ম জ্যোতিহীন প'ড়েছি অকুলে।
কলঙ্ক রোপিয়ে সুপবিত্র কুলে ;
কলঙ্কেরি হার পরিয়াছি গলে।
কোথা ভরদ্বাজ তপোধন সার ;
আমিই তোমার কুলের অঙ্গার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ শতবার ;
যে জীবনে করি এত অত্যাচার।
এস ভরদ্বাজ এস ভৃগু মুনি ;
বশিষ্ঠ কশ্যপ বিশ্বামিত্র গুণী।

পুলহ পুলস্ত্য অত্রি মুনিবর;
শুনি তোমাদের বারতা সুন্দর।
পূর্ব্ব কথা শুনি পুলকিত হব;
এ ব্যাকুল প্রাণে আনন্দ পাইব।
এস সাধু ঋষি এস এই ধামে;
গাও প্রেম গান চন্দ্রনাথ নামে।
খুঁজে দেখে নেও প্রচার ভূতলে;
অদৃশ্য যে তীর্থ অবনী মণ্ডলে।
নাগ ফণি বীণা ফুঁকার সুবাঁশী;
চন্দ্র নাথ ধামে বাস কর আসি।
যে জন করিবে মহিমা প্রকাশ;
অন্তে তার হবে কৈলাস নিবাস।
দেশে দেশে গাও তারি প্রেম গান;
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কে তার সমান।
কর ইষ্ট কাজ শক্তি সহকারে;
লও শিব নাম লও একবারে।
আনন্দে নাচিয়ে কর যোড় করি;
মাগ মোক্ষ বর সর্ব্ব পরিহরি।
মিনতি করিয়ে বলি বার বার;
আলস্য ভুলিয়ে নাহি থেকো আর।
ঘোর কলিকালে আয়ু হ'ল শেষ;
অন্তিমে পাইবে যাতনা বিশেষ।

সময় থাকিতে কর মোক্ষ কাজ ;
ইষ্ট চিন্তা কর নাহি কর ব্যাজ।
ধন পুত্র লয়ে পাগল হও না ;
বিষয় কানন আশ্রয় ক'রো না।
মুখে শিব হরি বল বার বার ;
জয় চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ সার।
জয় রাধা কৃষ্ণ জয় সীতা রাম ;
জয় জগন্নাথ বল অবিশ্রাম।
উঠ হে ভারতি ঈশান—বিশ্বাসী ;
হিন্দু নাম ধারী দেখ সবে আসি।
পূজ শম্ভুনাথে পূজ চন্দ্রনাথে ;
পূজ রাধাকৃষ্ণে পূজ জগন্নাথে।
ঘোর কলি প্রায় সমাগত হ'ল ;
জাতি বর্ণ ভেদ রসাতলে গেল
মুখে মর শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি ;
করিছ ভণ্ডামি আহা মরি মরি।
হিংসা দ্বেষে পূর্ণ শরীর তোমার ;
তবু বল হিংসা দ্বেষ কোন্ ছার।
পর নিন্দা শুনে প্রফুল্ল হৃদয় ;
এই রূপে কর পরমায়ু ক্ষয়।
মুখে বল সবে সাত্ত্বিক আচার ?
নিন্দ না কাহারে বল বার বার।

ধর্ম্ম ভাণ মাত্র রহিয়াছে সবে ;
এ কি নহে কলি প্রবল এভাবে ?
ঘোর কলি এল এস এস ভাই ;
মাতা পিতা ভগ্নি চল সব যাই।
এসে সদাশিব ডাকে দ্বারে দ্বারে ;
কৃপা পূর্ণ দৃষ্টি অতি স্নেহ ভরে।
শুন বলি মন শুন তার কথা ;
উপদেশ বাক্য ক'রোনা অন্যথা।
ফেলে দাও মালা মিছে জপ স্তব ;
চন্দ্রনাথ নাম মুখে কর রব।
তুলসী দাস বলে জেনো ইহা সার ;
"যে জপিবে মালা শালা সে তাহার।
করে যে জপিবে ভাই বটে তিনি ;
গুরু বলে তাঁরে মনে জপে যিনি।"
অতএব মনে জপ নিরবধি ;
ত্বরিতে অনিত্য এ ভব জলধি।
পর—উপকার দয়া সদাচার ;
সত্য নিষ্ঠা ব্রত পাল অনিবার।
ডাক ভক্তিভরে ভরে প্রেম অশ্রুজলে,
শিব শম্ভুনাথ চন্দ্র নাথ ব'লে।
দেও দেও পদে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি ;
যাও দেশে দেশে শিব শম্ভু বলি।

কলিযুগে এই ধর্ম্ম মাত্র সার ;
শিব শিব নাম কর অনিবার।
সাধ এই ধর্ম্ম কর শিব নাম ;
যে নাম লইলে পূরে মনস্কাম।
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন ;
তা'হলে সহজে পাবে মুক্তিধন।
উঠ বঙ্গবাসি ঘুমা'ওনা আর ;
ঘোর কলি এল কি হবে আবার।
যম দূত সব "ওলা "প্লেগ" বেশে ;
নির্যাতিছে সবে অশেষ বিশেষে ;
কভু বা ঝটিকা ভয়ানক বেশে ;
কভু ভূকম্পনে নাশিছে এ দেশে।
কভু বা আহবে শতঘ্নী কবলে ;
যাইতেছে কত প্রতি পলে পলে।
কুরুক্ষেত্র যোগ অষ্টগ্রহ যোগ ;
যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়োগ বিয়োগ।
যোগে যোগে সবে করিবে বিনাশ ;
জীবনের আর নাহি কোন আশ।
অনিত্য ভাবিয়ে অনিত্য জীবন ;
নিত্য ধনে ভাব মনে অনুক্ষণ।
চল চল তবে চলয়ে এখন ;
চন্দ্রনাথ ধামে চল সর্ব্বজন।

বাস করে তথা থাক কুতূহলে ;
শমনের ভয় তবে যাবে চ'লে।
কাশী প্রাপ্ত হ'লে পাবে তথা মুক্তি ;
তন্ত্রে তন্ত্রে শিব করেছেন উক্তি।
নির্ব্বাণ পাইবে মরিবে যে জন ;
পঞ্চ ক্রোশ শিব নির্ব্বাণ কারণ।
উঠ বঙ্গবাসি ছয়ত্রিশ জাতি ;
ঘোর কলি এল উঠ সবে মাতি।
হায় হায় দেখ সমাজ ভিতরে,
আবাল বিধবা প্রতি ঘরে ঘরে ;
র'য়েছে কেন রে বিষণ্ণ অন্তরে ?
কি দোষে বলরে কি ভেবে কি করে।
তারা কত পাপী ছিল জন্মান্তরে ;
সেই পাপ ফলে সদা জ্ব'লে মরে।
আয় আয় আয় জনম—দুঃখিনী ;
আয় আয় আয় বিধবা কামিনী।
লজ্জা ভয় মান দিয়ে জলাঞ্জলি ;
কুল যশরূপে আয় পদে দলি।
কার তরে লজ্জা কার তরে ভয় ?
জয় বিশ্বনাথ জয় জয় জয়।
তোদের কি ফল এ নবজীবনে ;
সুকেশ বিন্যাস শরীর শোভনে।

বলরে দুঃখিনী বল বল মোরে ;
কি সুখে মজিয়ে রয়েছ সংসারে।
কেটে ফেল তোরা সংসার বন্ধন ;
চন্দ্রনাথ ধামে চলরে এখন।
পর পুত্র নিয়ে বিষয় সংসারে ;
ম'জোনা দুঃখিনী বিষের ভাণ্ডারে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর সুফল পাইবে,
শিব ধর্ম্ম ফলে নির্ব্বাণ লভিবে।
আয় ভক্তি ভরে অনুতাপ ক'রে ;
আয় তোরা আয় দুঃখিত অন্তরে।
বৈরাগ্য আসনে বৈরাগ্য বসনে ;
আয় আয় সবে বৈরাগ্য ভূষণে
শিব হরি নাম লও যত্ন করে ;
শমনের ভয় না রবে অন্তরে।
কর কর কর সদা প্রেম গান ;
প্রেমময়ে হের প্রেমে অবিশ্রাম।
অনিত্য নাথের বিরহ বিচ্ছেদে ;
কেঁদনা দুঃখিনী শোক তাপ খেদে।
অনিত্য নাথেরে ভেবনা কখন ;
নিত্য শম্ভুনাথে ভাব অনুক্ষণ।
চন্দ্রনাথ স্বামী তোদেরি কারণ ;
ভূতলে চট্টলে বিরাজে এখন।

প্রেম অশ্রু নীরে ডাক অনিবার ;
শত জন্ম পাপ ঘুচিবে সবার।
বিরহ বেদনা সংসার যাতনা ;
মায়া মোহ ভ্রম অসার ভাবনা ;
যাবে তারা দূরে এই স্থানে মরি ;
দুঃখিনী বিধবা ক্রম ভক্তি করি।
উঠ হিন্দুগণ ছয়ত্রিশ জাতি ;
বাল বৃদ্ধ যুবা লইয়ে সংহতি।
আনন্দে নাচিয়ে দুই বাহুতুলে ;
হিংসা দ্বেষ মান মায়া মোহ ভুলে।
যাও চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।
মুখে সদা কর শিব হর নাম ;
শিব শম্ভু বলে গাও অবিশ্রাম।
ভারত ললনা ভারত জননী ;
যাও চন্দ্রনাথে দিয়ে হুলুধ্বনি
পবিত্র হৃদয়ে প্রেম অশ্রু ভরে ;
কর প্রেম গান চলরে সত্বরে।
বামা কণ্ঠে গান অতি সুললিত ;
মধুর সুতানে দেবতা মোহিত।
যাও যাও সবে ভক্তি সহকারে ;
প্রেমানন্দ ধামে প্রেমের বাজারে

প্রেমানন্দে বসি বিকি কিনি কর
কপট চাতুরি ছাড়হ সত্বর।
দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব প্রধান ;
সামান্য দোষেতে করে শাস্তিদান
অতএব সবে কপট করোনা ;
করিলে পাইবে অনন্ত যন্ত্রনা।
কপটতা ছেড়ে চন্দ্রনাথ দ্বারে ;
বেচা কেনা কর সে প্রেম বাজারে
নেও ফল ফুল নেও বিল্বদল ;
স্বর্ণ রৌপ্য পুষ্প নেও স্বর্ণফল।
মন্দাকিনী জল দুগ্ধ শীতল ;
নেও পট্টবস্ত্র নেও রে কম্বল।
নেও বাঘাম্বর নেও কৃষ্ণাজিন ;
নেও জপমালা শঙ্খ সুপ্রবীণ।
নেও কমণ্ডলু নেও স্বর্ণ ছাতা ;
বিভূতি চন্দন সিদ্ধি সিদ্ধি দাতা।
সিদ্ধি বিজয়ায় শিব প্রীত হন ;
ভক্ত মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
যার যাহা আছে দিয়ে সেই ধন
কেনে দ্রব্য, ধারে নাহি প্রয়োজন
প্রবেশ মন্দিরে হের গদি' পরে ;
বিরাজিত গুরু প্রফুল্ল অন্তরে।

মানস নয়নে নেহার তাঁহারে ;
পরব্রহ্ম গুরু ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে।
দেও পদে তাঁর রজত কাঞ্চন ;
গন্ধ পুষ্প বস্ত্র দেও পদ্মাসন।
অভিপ্রায় মত যাহা ইচ্ছা দাও ;
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
কর যোড় ক'রে সভক্তি অন্তরে ;
লও পদ ধূলি লও যত্ন ক'রে।
অনুমতি মাগ অতি সকাতরে ;
শিব শম্ভুনাথ হেরিবার তরে।
বিচারি তোমারে মোহান্ত তখন ;
আদেশিবে যেতে স্বয়ম্ভু সদন।
অনুমতি নিয়ে চল ভক্তি করি ;
দেখিতে একান্তে মানসে শ্রীহরি,
যেয়ে দেখ তথা পরম যতনে ;
অপরূপ রূপ মানস নয়নে।

দর্শন।

"দ্বীপি চর্ম্মাম্বরে হের বিশ্বেশ্বরে ;
বিরাজি নাথ প্রফুল্ল অন্তরে।
বামে আদ্যাশক্তি ত্রিভুবন সার,
বিভূষিতা ভস্মে বিশ্বরূপ যাঁর।
কমণ্ডলু শূল ডমরু শ্রীকরে ;
জটাধর উগ্র তেজ কলেবরে।
বালার্ক কিরণে সুশোভিত মরি,
নিত্য নিরাকার অব্যয় শ্রীহরি।
রূপ বিশ্বরূপ শিব শব্দরূপ ;
শব্দ জ্ঞান তত্ত্ব-রূপ বহুরূপ।
শূন্য হ'তে শূন্য, লয় হ'তে লয় ;
যাঁহার ইচ্ছায় সৃজন প্রলয়।
অষ্ট শক্তি সহ অষ্ট মূর্ত্তি তাঁর ;
গৌরীপীঠ দেখ স্বর্ণ রেখাকার।
জটা বিহারিণী গঙ্গা নিরমল ;
বহে নিরন্তর ধূয়ে পদতল।"
এইরূপে সবে হের অনিবার—
"ক্রমদীশ শম্ভু" নাম জেনো তাঁর।

দেখ দেখ সবে মানস নয়নে,
দেখ অবিশ্রাম পরম যতনে।
যে দেখিবে ভবে এইরূপে ভবে ;
ভবে মোক্ষপদ সে জন পাইবে।
অনুতাপানল তখনই নিবিবে ;
সদা শান্তি রসে সুখে বিচরিবে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা, সংসার যাতনা।
ঘুচিবে নিশ্চয় বিরহ বেদনা।
মান অপমান সুস্থান কুস্থান,
হবেনা কখন স্থানাস্থান জ্ঞান।
লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি ;
প্রেমানন্দে নেচে দিবে করতালি।
ষোড়শোপচারে নানা উপহারে,
সুবর্ণ রজতে পূজরে তাঁহারে।
বিল্বপত্র জলে সুগন্ধ চন্দনে,
পূজ শম্ভুনাথযুগল চরণে।
যেমন পূজিবে পাইবে তেমন,
ফলাফল, শম্ভু সাক্ষাতে তখন।
প্রেমে ভোর হয়ে শক্তি-সহকারে ;
পূজ যত্ন করি পূজ-পূজ তাঁরে।
চুম্ব আলিঙ্গন দাও বার বার,
চরণ-অমৃত লওরে তাঁহার॥

কুণ্ডলিনী মুখে দেও হোম করি,
অভিষেক আর তর্পণ আচরি।
পেয়ে সে অমৃত আস্বাদ তখনি,
ভূতলে স্বরগ নিবে মনে গণি।
সবে পিতা মাতা বালক দুহিতা,
সবাই আত্মীয় হবে তোর মিতা।
হিংসা দ্বেষ রোষ দূরে যাবে চলি,
ধন ধান্য পুত্র লভিবে সকলি।
রাজত্ব দেবত্ব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
ব্রহ্ম বিষ্ণুপদ পাবে পদ তত্ত্ব।
পরব্রহ্মপদ মুক্তি পদ চাও,
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
মন্ত্রপাঠ করে প্রণম তাঁহারে,
লও আশীর্ব্বাদ ভক্তি সহকারে।
দক্ষিণা প্রদান পূজারীর করে,
ইচ্ছামত সবে অতি প্রেম ভরে।
এইরূপে হেরি শিব শম্ভুনাথে।
যতেক দেবতা নেহার পশ্চাতে।
যাও চন্দ্রনাথে যাও যাও চ'লে,
হরগৌরী শিব হের গো পাতালে।
গিরি গোবর্দ্ধন বিরূপাক্ষে যাও,
উনকোটী শিব দেখিবারে ধাও।

ঝর ঝর সদা গহ্বর ভিতরে
পরে জল কোটি—লিঙ্গের উপরে।
এ সুন্দর স্থান দেখ, দেখ সবে—
দেখিলে স্বচক্ষে বিস্ময় হইবে।
পথে "ছত্র শিলা" কপিল আশ্রম ;
কি সুন্দর স্থান কিবা মনোরম।
বহু দূর হেরি শিব চন্দ্রনাথে ;
ক্লেশ জ্ঞান কভু ক'রোনা যাইতে।
শিবনামে ক্লেশ দূরে যাবে চলি ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা শিব নাশিবে সকলি।
যেতে বহুকষ্ট কণ্টকিত বন ;
সঙ্কীর্ণ সে সব পথ সুদুর্গম।
পিছলিয়ে কভু পতিত হইবে,
পাছুয়ান তাতে কথন না হবে।
ভুলিওনা মন্ত্র সাধ মন প্রাণে ;
যাও যাও চ'লে চন্দ্রনাথ স্থানে।
প্রেম-ভক্তি-ভরে যদি যাও চলি ;
সহজে সুপথ পাইবে সকলি।
এসে অন্নপূর্ণা দেখ জগন্নাথে ;
লক্ষ্মী সরস্বতী বাসুদেব সাথে।
সীতা কুণ্ডে যেয়ে দেখ সীতারাম ;
বৃষ নাভি আদি পঞ্চ কুণ্ড স্থান।

রাজ্যভ্রষ্ট রাম জানকীর সঙ্গে
এসেছিলেন হেথা অতি মনোরঙ্গে।
রামের অজ্ঞাতে অষ্ট ভূজা সীতা;
স্নান তরে কুণ্ডে ডুব দিল হেথা।
ভাবিয়া শ্রীরাম কুণ্ড প্রাণহর;
অধৈর্য্য হইয়ে শাপিল সত্বর।
কলিযুগে চারি সহস্র বৎসর
থাকিবে এ কুণ্ড, লুপ্ত তারপর।
অদৃশ্য এখন সেই কুণ্ড স্থান;
স্বচক্ষে আসিয়ে দেখ গো প্রমাণ।
পাঁতাল হইতে এসে কালীমাতা;
রাম সীতা মন্ত্র নিয়েছিল হেথা।
মহা বলশালী বীর হনুমান,
এ পরীক্ষা কুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ।
পার্শ্বচর রূপে বিরাজেন তথা;
পূর্ব্বাংশে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিছে সর্ব্বদা।
পরীক্ষা অনলে হইয়া তাপিতা
কুণ্ডে শাপ দিল অষ্টভূজা সীতা।
কলিকাল শেষে উঠিয়া অনল,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দহিবে সকল।
সীতা কুণ্ডে যেবা যায় হৃষ্টমনে,
তার পুণ্যফল অশক্ত বর্ণনে।

রাম কুণ্ড স্নানে ব্রহ্মপদ পাবে,
বৃষকুণ্ড স্নানে বিষ্ণু-পুর যাবে।
প্রত্যক্ষ এ স্থান জেনো সর্ব্বজন;
"ছিন্নমস্তা" তন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখিলে এ স্থান বিস্ময় জন্মিবে;
রাম সীতা প্রেমে বিভোর হইবে।
অঘোর কানন গহ্বর ভীষণ;
একাকী দিবসে যায় না কখন।
ছিনু সপ্ত রাত্রি পরম যতনে;
কোন এক ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে।
ছিল সাথে এক সাধু বড় জ্ঞানী,
যাঁহাকে মানসে গুরু অনুমানি।
পাগল সে জন এ পাগল মত,
কাণ্ডজ্ঞানহীন হাসিছে সতত।
বসিয়াছি মোরা গহ্বর ভিতরে;
জ্বলিছে ধর্ম্মাগ্নি ধক্ ধক ক'রে।
কি সুন্দর মরি সেই অগ্নি রূপ;
এ অনল নহে তাহারি স্বরূপ।
ক্ষণে ক্ষণে কত আকার গ্রহণ
করিছে লীলাগ্নি আশ্চর্য্য দর্শন।
দেখিতেছি লীলা একতান মনে;
নিশা দ্বিপ্রহর সময় গগণে।

শুনিলাম মরি কি সুন্দর স্বর ;
এ ছার সংসারে নাহি সেই স্বর।
ক্রমে ক্রমে শুনি স্বর স্বর স্বর
হইতেছে চারি দিকে নিরন্তর।
ডাকে পরস্পরে কি যে ভাষা সনে ;
জানিনে সে ভাষা লিখিব কেমনে।
শুনিলাম আরো মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ;
কি অপূর্ব্ব ধ্বনি কেমনে বাখানি।
এইরূপ লীলা দণ্ড চারি ছিল ;
ছায়া বাজি মত কোথা চ'লে গেল।
দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ঘটন,
বিশ্বময় প্রেমে হইনু মগন।
শুনে এই কথা ভদ্র সদাচারী
কোন এক বন্ধু বি-এ পাঠকারী,
গিয়েছিল মোর আশ্বাস বচনে ;
অশ্রুত অপূর্ব্ব লীলা বিলোকনে।
শুনিল সে স্বর সেই ঘণ্টা ধ্বনি ;
প্রেমে অচেতন হইল তখনি।
পর পরদিনে দুই এক জনে ;
গিয়েছিল তথা ভক্তি করি মনে।
শুনেছিল কেহ সুমধুর স্বর ;
মন্দিরায় শব্দ মরি কি সুন্দর।

মন্দিরার শব্দ অতি সন্নিধানে
শুনেছি সুস্পষ্ট বৃষকুণ্ড স্থানে।
লোক কোলাহল মৃদু কণ্ঠ স্বর
হ'ল যেন মেরু পর্ব্বত উপর।
এই পর্ব্বতে শিব বিষ্ণু চক্র দিয়া,
সতীর দক্ষিণ শ্রীকর কাটিয়া,
ফেলিলেন, শাস্ত্রে বলে নিরন্তর ;
লিখিলে সে সব, হইবে বিস্তর।
দুর্গম সে স্থান কেহ নাহি যান ;
ইচ্ছা আছে মনে যেতে সেই স্থান।
সুদূর এ আশা ফলিবে কি মোর
হব কি জীবনে প্রেমেতে বিভোর ?
এইরূপ কত লীলা সুবিস্তর ;
হইতেছে চন্দ্রনাথে নিরন্তর।
বিশ্বাসী যে জন এই স্থানে এস ;
নির্জ্জনে একান্তে স্থির হয়ে বস।
অবশ্য শুনিবে হেরিবে সকলি
নাহি কার্য্য আর লিখে লিখে বলি ;
উঠ উঠ সবে চল চল যাই ;
অন্য অন্য তীর্থ খুঁজিয়ে বেড়াই।
চল, তবে দেখ প্রচণ্ড ভৈরব ;
ক্ষেত্রস্থ দেবতা দেখ দেখ সব।

শিব-নেত্রানল দেখ জ্যোতির্ম্ময় ;
ধর্ম্ম অগ্নি জ্বলে হ'য়ে জলময়।
অন্নপূর্ণা দুর্গা দেখ কালীমাতা ;
বটু বৃক্ষ ব্যাস দেখ চণ্ডিমাতা।
এই স্থানে শিব ব্যাসে বর দিল ;
শিবের ত্রিশূল হেথা নিক্ষেপিল।
শূল নিক্ষেপণে কুণ্ড বিরাজিল ;
ধূম সনে অগ্নি উঠিতে লাগিল।
ব্যাসদেব তাহা দেখে হৃষ্টমন
পাষাণের দেহ করিয়ে গ্রহণ,
মহা ধ্যানে মগ্ন কুণ্ডের পশ্চিমে ;
ধন্য ব্যাসদেব, ধন্য ধরাধামে।
বারাণসী ধামে যেই সব ঋষি,
বসিবারে স্থান দিল নারে হাসি ;
এবে তারা মরি, তোমারি কৃপায়,
ধ্যানে মগ্ন সবে তোমারি ছায়ায়।
তব শিষ্য জ্ঞানী সুত মহামতি,
ষাইট সহস্র লইয়ে সংহতি,
তব পুণ্য ধামে এসেছে এখন,
নৈমিষ অরণ্য ত্যজি সর্ব্বজন।
তব কুণ্ডোদকে তরপন স্নান,
সুবর্ণ ইত্যাদি করে সপ্তদান ;

তার পুণ্য ফল কি লিখিব আমি ;
অশক্ত যেখানে নারায়ণ স্বামী।
স্নানে গঙ্গাফল শিবেতে বিলয় ;
অশ্বমেধ ফল তর্পণে লভয়।
গয়া শ্রাদ্ধ শত পিণ্ড দানে লভে ;
এমত সুতীর্থ পাবে কোথা ভবে।
যাও স্নান কর নদ "মনমথে" ;
গঙ্গাস্নানাধিক ফল পাবে তাতে।
মুণ্ডন করহ মন্মথ গয়াতে ;
শত জন্ম পাপ ঘুচিবে তাহাতে।
ফল্গু তীর্থে কর সুপিণ্ড অর্পণ,
কত ফল পাবে নাহি নিরূপণ।
"মন্মথ" "সুভদ্রা" "কর্করী" মিলনে ;
কর স্নান কর পরম যতনে।
ইহাই ত্রিবেণী যুগতীর্থ সার,
বল কোন্ তীর্থ রহিল তোমার ?
বায়ু পর্ব্বতেতে পার যদি যাও ;
জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ তথা চাও।
দশমহাবিদ্যা খুঁজে দেখ তথা !
পূর্ণব্রহ্ম রাম সহ সীতামাতা।
কিন্তু মরি হায় সেই সব স্থান,
বড়ই দুর্গম কেহ নাহি যান।

চল যাই করি আহার বিহার,
পঞ্চ ক্রোশী ত্যজি আশ্রম সবার।
চল পরদিনে প্রত্যূষ সময়ে!
বাড়ব দর্শনে প্রফুল্লিত হ'য়ে।
দক্ষিণে দ্বিক্রোশ হবে সেই স্থান,
চল চল যাই করি প্রেম গান।
বাড়ব অনল দেখ মনোহর
জলেতে অনল জ্বলে নিরন্তর।
হেন অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়াছ কোথা,
দেখ দেখ চক্ষে দেখ এসে হেথা।
পাতাল উদ্ভব পবিত্র সলিলে,
শিব যোগনেত্র অগ্নি সদা জ্বলে।
পুষ্পকেতু কাম ভস্মীভূত হ'ল,
প্রলয়ে প্রলয় করিবে অনল।
ধর্ম্ম চন্দ্র শক্তি আছে কুণ্ডত্রয়;
স্নান দানে অশ্বমেধ ফল হয়।
সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি সদা জ্বলে;
"মুক্তিক ঈশ্বর" শিব তাঁরে বলে।
ঈষদুষ্ণ বটে বাড়বের জল
কেমন অদ্ভুত জ্বলিছে অনল।
কর স্নান কর, কর ভক্তিভরে
সন্দেহ ক'রোনা ক্ষণেকের তরে।

দেখিবে তোমার ধার্ম্মিক প্রবর
চুম্বিছে শরীর মরি কি সুন্দর।
এ অগ্নিতে তুমি পোড়া নাহি যাবে
প্রেমে ভোর হয়ে আনন্দে নাচিবে।
যদি পাপী হও, কভু সে অনল
স্পর্শিবে না তব শরীর সমল।
অথবা নিবিবে মহাপাপী হ'লে ;
পাপী সাধু সবে হের এই স্থলে।
দেখরে জ্বালাগ্নি শত জিহ্বাত্মিকা ;
পবিত্র অনল শতমুখী শিখা।
দেখ হুতাশন সপ্ত মুখ যাঁর ;
"নক্রেশ্বর" শিব নিকটে যাঁহার।
প্রচণ্ড ভৈরব দেখ দেখ সবে ;
দেখিলে স্বচক্ষে বড় ভয় পাবে।
দধি দুগ্ধ আদি কুণ্ড সারি সারি ;
দেবতার নাম লিখিতে না পারি।
কত দেব দেবী রয়েছে তথায় ;
লিখে শেষ করি শক্তি নাহি হায় !
চল চল সবে আশ্রমেতে যাই ;
অতিশয় ক্লান্ত হয়েছে সবাই।
চল পরদিনে উত্তরেতে যাই ;
চম্পক অরণ্য লবণাক্ষ চাই।

দেখ মন্দাকিনী ঊর্দ্ধ প্রবাহিনী ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য কুণ্ড সুরধনী।
জিহ্বা গদা লোল নীলাদ্রি সকল ;
মণিকর্ণিকার চক্র তীর্থ স্থল।
উত্তরবাহিনী মন্দাকিনী তীরে;
একাদশ রুদ্র খুঁজগো অচিরে।
নরসিংহ দেব মহর্ষি কপিল
হেথা প্রেমানন্দে নির্ব্বাণ লভিল।
কর স্নান কর সহস্র ধারায় ;
ভবে ভবপদ লভিবে ত্বরায়।
বহু উচ্চ হতে সহস্র ধারায় ;
ঝর ঝর জল পড়িছে নামায়।
এ হেন সুদৃশ্য দেখ দেখ সবে,
মনেতে নিশ্চয় বিস্ময় জন্মিবে।
পাবেনা সংসারী করিতে দর্শন,
তীর্থ সারি সারি আছে অগণন।
চল তবে পুনঃ বাস গৃহে যাই,
আহার বিহার করিয়ে বেড়াই।
চল সবে চল প্রদোষ সময়ে,
শম্ভুর আরতি দেখি চল যেয়ে।
যদি ইচ্ছা হয়, দেখ ভাল করে।
দিন পাঁচ সাত থেকে ভক্তি ভরে।

যাঁহারা রয়েছ সংসার বন্ধনে,
চল চল তারা চল এইক্ষণে।
বহিঃক্ষেত্রে গিয়ে কুমারিকা দেখ,
চট্টেশ্বরী নাম সদা মনে রেখো।
আদিনাথ শিব, দেখ সিন্ধু তটে,
রাম সীতা শিব দেখ রামকোটে।
তীর্থ সারি সারি কর পর্য্যটন;
জগতে সুতীর্থ পাবে না এমন।
বার বার যাও তীর্থ সারি দেখ;
লিখিতে দুর্ব্বল, এই মনে রেখ।
এইরূপে হ'লে ত সমাপন;
আনন্দে সুফল কররে গ্রহণ।
তীর্থ ফল হেতু কর এক দান;
স্বর্ণ রৌপ্য কর আনন্দে প্রদান
পদ পূজা কর ইচ্ছা অনুসারে,
নেওরে সুফল ভক্তি সহকারে।
দেও দেও পদে রজত কাঞ্চন;
গন্ধ পুষ্প জল কিম্বা স্বর্ণাসন।
সুফল লইতে জিজ্ঞাস কাতরে;
বিনয় বচনে সুমধুর স্বরে।
সুফল লভিলে জানিবে তখন;
তীর্থ ফল হ'ল সার্থক জীবন।

উঠ বঙ্গবাসি হিন্দুস্থান-বাসি ;
এস চন্দ্রনাথে প্রেম ভরে ভাসি।
উঠ উঠ সবে, যাও যাও যাও,
চন্দ্রনাথ নামে নিশানা উড়াও।
কর মহাধ্বনি মৃদঙ্গ বাজাও ;
গাণ্ডীব ফুকারি জগৎ কাঁপাও।
চন্দ্রনাথ নাম প্রচার ভূতলে ;
মধুর বচনে মাতায়ে সকলে।
সুবিদ্বান জ্ঞানী এস একবার ;
জ্ঞানী হ'য়ে ঘরে নাহি থেকো আর।
সে জ্ঞান অজ্ঞান জেনো ইহা সার ;
মুখে বলা মাত্র সকলি অসার।
তাই বলি জ্ঞানী থেকো না আবাসে
দেখ ধ্যান ক'রে ব্যাসাশ্রমে এসে।
দেখিবে মানসে সে জ্ঞান তোমার ;
কিছু নহে জ্ঞান কল্পনা অসার।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র জানিবে তখন,
অনুতাপানলে দগ্ধ হবে মন।
চল তবে জ্ঞানী চন্দ্রনাথে চল ;
ক্ষণেকের তরে হরিনাম বল।
এস এস জ্ঞানী বলি বার বার ;
দ্বিধা জ্ঞান ছেড়ে এসো গো এবার।

শুন শুন জ্ঞানী শিবেরি বচন ;
পুরাণ তন্ত্রেতে খুঁজ, সর্ব্বক্ষণ।
উঠ হিন্দুস্থানী উঠ হিন্দুগণ ;
ভারতনিবাসী সব আর্য্যগণ।
এস এস সবে ভুল অভিমান ;
রীতি-নীতি জাতি ভুল ভেদ জ্ঞান।
আচার বিচারি ফেলে কর দূর ;
আচার বিচার কি হ'বে চতুর।
চতুরতা ছাড় ধর্ম্ম ধন নিয়ে ;
এস তবে এস প্রেমেতে ভাসিয়ে।
ভারত ললনা তোমরাই ধন্যা ;
এ ঘোর কলিতে তোমরাই পুণ্যা।
যত সদাচার তোমরা আচর ;
পুরুষ অভাগা কলির কিঙ্কর।
এই কলি যুগে শোচনীয় দিনে,
যাহা কিছু আছে রমণী-জীবনে।
পুরুষ অভাগা হ'য়েছে এখন ;
রীতি-নীতি জাতি দিয়ে বিসর্জ্জন
পরম পবিত্র রমণী জীবনে,
কত মতে কষ্ট দেয় সর্ব্বক্ষণে।
রমণী হৃদয় সরলতাময় ;
সরল আচার সরল প্রণয়।

হয় সে গরল মন্দ ভাগ্য যার ;
রমণী জীবন নিষ্ফল তাহার।
অতএব বলি শুন বামাগণ,
কপট ভণ্ডামি করোনা কখন।
তোদের স্বভাব বুঝা বড় ভার
দেবতা না বুঝে নর কোন ছার।
কপট আচার দাও বিসর্জ্জন
কামিনী দংশন বড়ই ভীষণ।
হাস বামাগণ প্রেম হাসি হাস
শিব শম্ভু প্রেমে সবারে সম্ভাষ।
সদা বিশ্বপ্রেমে কর নিরীক্ষণ
শিব শম্ভুগান গাও অনুক্ষণ।
সরল স্বভাব শিখাও জগতে
স্বামী সুত সুতা গুরুজন হ'তে।
পুরুষ অভাগা বলি বার বার
হিংসা দ্বেষ রাগ ভুল এইবার।
ধন অভিমান বড় ছোট জ্ঞান
এই ধামে এসে দিওনারে স্থান।
সবে পুত্র কন্যা মাতা পিতা ভাই
সবে তোর বন্ধু কেহ শত্রু নাই।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র হও এই ধামে
পবিত্রিত হও শিব শম্ভু নামে।

রাজত্ব প্রভুত্ব করিওনা হেথা
প্রাণপণে কারে দিওনারে ব্যথা।
নেও গঙ্গাজল কি'ন স্বর্গফল
নিজ হাতে নেও ছেড়ো না সম্বল।
রাগিওনা কারো কর্কশ বচনে
নিষ্ফল রাগিলে, ভেবে দেখ মনে।
এস সাধু ঋষি প্রেমিক সন্ন্যাসী
শৈব রামা যত বৈষ্ণব উদাসী।
এস খুঁজে নেও তাঁহারি স্বরূপ
পাবে নিজ রূপ হবে না বিরূপ।
সম্প্রদায় ভেদ হেথা কভু নাই
নিত্য প্রেমানন্দে রয়েছে সবাই।
সবে মিলি কর স্বয়ম্ভু কীর্ত্তন
চন্দ্রনাথ নাম কররে রটন।
প্রকাশিত কর তীর্থ একে একে
যে সব সুতীর্থ অদৃশ্য ভূলোকে।
বলি বার বার বিনয়ে সকলে
নীচ হইতে উচ্চ অবনী মণ্ডলে
দেখ চন্দ্রনাথ দেখ শম্ভুনাথ
পূজ চন্দ্রনাথ পূজ শম্ভুনাথ।
পূজ রাম সীতা সুদীক্ষাগ্রহণ—
যাগ যজ্ঞ কর যাহ ইচ্ছা মন।

ব্রাহ্মণ ভোজন কর নানা দান
কত পুণ্য পাবে নাহিক সন্ধান।
যাও যাও যাও হাত তালিদাও
ব্যোম ব্যোম ক'রে বগল বাজাও ;
গাও প্রেম গান শিব শম্ভু বলি
প্রেমে ভোর হ'য়ে যাও যাও চলি।
শুন শুন সবে শিবের বচন
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
শুন বা না শুন কিবা ক্ষতি তাহে
সদাশিব কভু রুষ্ট তুষ্ট নহে।
কুকর্ম্মে কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ
করিলে বুঝিবে কি সুখ তখন।
বুঝে সুঝে যদি স্থির হয় মন
তবে চন্দ্রনাথে করিবে গমন।
ফেলে দেবে তবে মিছে ধনজন
ফেলে দেবে দূরে কামিনী কাঞ্চন।
বীতরাগ হবে সংসার ভবনে
বড় কষ্ট পাবে বৃথা আলাপনে।
তখন বৈরাগ্য বসন পরিবে
বিবেকের সনে সদা আলাপিবে,
দয়া দান ধর্ম্ম পর উপকার
সাত্বিক ভূষণে শরীর তোমার।—

সুশোভিত হবে আহা মরি মরি
নিরখি সেরূপ মন প্রাণ ভরি।
দেখে তব রূপ ভুলিবে সকলে
আলিঙ্গিবে সবে শিব শম্ভু বলে।
অতএব বলি ভাই বন্ধুগণ,
মাতা পিতা ভগ্নি সুত সুতাগণ।
সমল হৃদয় করহ নির্ম্মল
হৃদয় খুলিয়া দেখাও সকল।
হওরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কামিনী কাঞ্চনে দিয়ে বিসর্জ্জন।
প্রেম ভক্তি মনে এস পুণ্য ধামে
পবিত্রিত হও শিব শম্ভু নামে।
দীন দুঃখিগণ দুঃখ করি মন
যদি নাহি এস করিতে দর্শন।
শিব নাম ঝুলি লও কাঁধে করি
দ্বারে দ্বারে মাগ শিব নাম স্মরি।
লও যত্ন করি তিল গণ্ডা কড়ি
সুখী থাক তাহে শিব নাম করি।
শিব নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা লজ্জা জ্ঞান
শিব ভক্ত জনে পায় নারে স্থান।
অতএব বলি বিনয়ে মধুরে
হাত যোড় করি বলি এক সুরে।

এসে হেথা কর সার্থক জীবন
জীবনের যাহা অতি প্রয়োজন।
অলীক কথন জেনোনা কথন
মোর ক্ষুদ্র কথা চিন্ত অনুক্ষণ
শুন শুন সবে শিবের বচন
তন্ত্রে মন্ত্রে মন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখে শুনে তবে প্রত্যয় হইবে
কবি জ্ঞান মোরে তবে সে ঘুচিবে।
জাগ জাগ জাগ, জাগ দ্বিজগণ
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন।
শিখ দেব ভাষা ধর্ম্ম আচরণ
শিখ স্মৃতি শ্রুতি বেদান্ত দর্শন।
শিখ চতুর্ব্বেদ আচার পুরাণ
দেখ তন্ত্রে তন্ত্রে শিব গুণ গান
শিখ শিব গান গাও শিব গান
শিখাও সবারে চন্দ্রনাথ নাম
ছাড় লোভ ছাড় অর্থ অকারণ
অর্থই অনর্থ দুঃখ—উৎপাদন।
শুরু তত্ত্ব অর্থ ক'রে অন্বেষণ
চরিতার্থ কর পরম জীবন।
তোরা সমাজের মস্তক ভূষণ
তোদেরি নিয়ম তোদেরি শাসন।

ইষ্টানিষ্ট যাহা কয় তোদে' হ'তে
তোদের আচার শিখে এ জগতে।
অতএব দ্বিজ বলি বার বার
ভক্তি ভরে ধরি চরণ তোমার।
শিখাও জগতে শিব গুণ গান
শিব মহামন্ত্র কর সবে দান
বিজাতীয় বেশ বিজাতীয় ভাষা
পর-সেবা তরে নাহি কর আশা।
শিব শম্ভু মাত্র তোমাদের রাজা
তোমরা তাঁহার ভবে শ্রেষ্ঠ প্রজা।
পূজ পূজ তাঁরে পরম যতনে
অসার সংসার রেখে মাত্র মনে।
বার বার বলি বিনয়ে মধুরে
ইচ্ছা যদি হয় এস প্রেমভরে।
স্বচক্ষে দেখহ বুঝহ আপনি
অবোধ মানব কি বোঝাব আমি।
পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্র বিচারিয়ে
দেখ জ্ঞান চক্ষে প্রেমেতে ভাসিয়ে।
বুঝিয়ে আপনি বুঝাও জগতে
ছোট বড় সবে অভিন্ন ভাবেতে।
বল সবাকারে বল বারবার ;
কলিযুগে এই তীর্থ মাত্র সার।

এ ঘোর কলিতে এ হেন দুর্দ্দিনে ;
নাহি গতি বল চন্দ্রনাথ বিনে।
কলির মানবে তরাতে শঙ্কর
বিরাজেন চন্দ্রশেখর উপর।
দয়াল শ্রীগুরু কি হ'বে এবার ;
তুমি বিনে ভবে গতি নাহি আর।
পতিতপাবন করুণার সিন্ধু ;
পাপী জনে ত্রাণ কর দীনবন্ধু।
এই দয়া কর অন্য নাহি চাই ;
সুখে দুঃখে যেন তোমা ভুলি নাই।
যখন যে ভাবে সাজাইবে তুমি ;
আনন্দে সে সাজ ভবে নেব আমি।
অবোধ মানব কি চাহিব আমি ;
আশা পূর্ণ কর চন্দ্রনাথ স্বামী।
উঠ হিন্দুগণ চল সর্ব্বজন ;
দেখ চন্দ্রনাথ ভক্তি করি মন।
হিংসা দ্বেষ রাগ কর বিসর্জ্জন ;
প্রেমানন্দে সবে দাও আলিঙ্গন।
যেয়ে সীতাকুণ্ডে জিজ্ঞাস সম্বরে ;
সাপে বাঘে কভু হিংসা নাহি করে।
কত শত সাপ ভীষণ দংশন
করিতেছে জীবে, মরে না কখন।

সেই দিন হায় কনিষ্ঠ আমার
যে পূজে সর্ব্বদা শম্ভুনাথ সার।
বিষম ঝটিকা ঘোর আবর্ত্তনে,
প্রদোষ আরতি সময় গগনে;—
দংশেছিল সর্প বাবারি মন্দিরে,
প্রাণের অনুজ শ্রীহরকুমারে।
দৃক্‌পাত নাহি করি অকাতরে
শিব মহামন্ত্র জপিল সত্বরে;
মৃতুঞ্জয় মন্ত্রে বিষ গেল চলি;
নিরাপদ তবে হইল সকলি।
এই রূপে জানি কত শত জনে;
বিমুক্ত হ'তেছে সর্পের দংশনে।
কত শত সর্প ভীষণ দর্শন;
রহিয়াছে শিব স্বয়ম্ভু সদন।
শঙ্কর বসন শঙ্কর ভূষণ;
জেনো জেনো সর্প তাঁরি ছত্র হন।
হিংসা দ্বেষ রাগ পশু মধ্যে নাই;
নিত্য প্রেমানন্দে র'য়েছে সবাই।
মীনগণ তথা প্রেমে ভোর হ'য়ে;
পাপী মানবেরে যায় আলিঙ্গিয়ে।
যাও চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাস সকলে;
হিংসে কিবা ব্যাঘ্র কভু এই স্থানে।

কত শত ব্যাঘ্র থাকে সন্নিধানে ;
তবু কেন জীব হিংসে না এখানে।
কেনরে দেখিয়ে ব্যাঘ্র মহেশ্বর
চ'লে যায় ধীরে দেখিতে সুন্দর।
পুরাকালে কভু প্রবেশি মন্দিরে ;
স্বয়ম্ভু সমীপে বসিত আদরে।
দেখিত যখন পূজারী তাঁহারে ;
চ'লে যেত ব্যাঘ্র অতি ধীরে ধীরে।
গবয় বরাহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ।
ভল্লুক বানর শৃগাল তুরঙ্গ।
ময়ূর ময়ূরী কত শত পাখী ;
মোরগ কোকিল কত চক্রবাকি,
নাহি হিংসে হেথা আনন্দ সবায় ;
শিবশম্ভু প্রেমে নাচে অনিবার॥
আমরা মানব সে পশু জীবনে ;
হিংসিতেছি কেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ভুলরে মানব হিংসা দ্বেষ ভুল ;
সমাজের দুষ্ট রীতি নীতি ভুল।
সরল আচারে বিচর জগতে ;
গুপ্ত দুষ্ট ভাব ছাড় কোন মতে।
এস চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।

কয় হরি নাম চন্দ্রনাথ স্থান ;
কলিযুগে হরি সবারি নিদান।
হরিনাম বিনে জীবে গতি নাই ;
চন্দ্রনাথে হরি বলয়ে সবাই।
শুন তবে শুন ক্ষুদ্র বিবরণ ;
উপহাস মোরে ক'রোনা কখন।
শুন পিশাচের ধ্বনি ভয়ঙ্কর ;
ফাঁফর হইবে শুনিলে সে স্বর।
যে রাত্রি শুনিবে পিশাচের ধ্বনি ;
তখন নিশ্চয় মনে নিও গণি,
অবশ্য প্রভাত হইলে যামিনী ;
কাশী পাবে কেহ কলি যুদ্ধ জিনি।
কতশত যাত্রী এসে দরশনে ;
অগ্নিময় হেরে স্বয়ম্ভু সদনে।
মাসকত হ'ল কোন ধনবান ;
মাতা ভ্রাতা ল'য়ে চন্দ্রনাথে যান।
দুরদৃষ্ট ক্রমে জননী তাঁহার ;
অগ্নিময় হেরে মন্দির বাবার।
পারিল না যেতে বাবারি সদনে ;
প্রবল অনল দেখিয়ে নয়নে।
কাহার দর্শন না মিলে কখন ;
দেখাইলে শম্ভু করিয়া যতন।

এইরূপ কত আশ্চর্য্য ঘটন ;
হইতেছে নিত্য স্বয়ম্ভু সদন।
স্বয়ম্ভু রহস্য আশ্চর্য্য কথন ;
কি শক্তি আমার করিতে বর্ণন।
মহা তত্ত্বজ্ঞানী! সূক্ষ্ম অনুমানে ;
দেখ দেখ এসে এ পবিত্র স্থানে।
দেখ অত্যাশ্চর্য্য অনন্তের শক্তি ;
অনন্ত পদেতে দৃঢ় হ'বে ভক্তি।
অতএব আর লিখে কাজ নাই ;
অনন্তে অনন্ত বুঝহ সবাই।

৺জগদীশ শম্ভুনাথোপাখ্যান।

চট্টলের শিবপুরে অতি জ্ঞানবান ;
ইষ্ট ভক্ত ছিল এক রজক প্রধান।
কামধেনু সম এক গাভী ছিল তার ;
পর্ব্বত উপরে ধেনু যেত বার বার।
পাইত না দুগ্ধ কভু দোহন করিয়া ;
না পারে করিতে স্থির ভাবিয়া ভাবিয়া।
সর্ব্বদা এরূপ ভাব দেখিয়া গাভীর ;
নির্ণীতে কারণ তার করিলেন স্থির।
গাভী সঙ্গে সে রজক লাগিল চলিতে ;
সুন্দর পাহাড় এক পাইল দেখিতে।

দেখে গাভী এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ;
অবিরাম ধারে দুগ্ধ ঝরিতে লাগিল॥
সেই স্থানে যেয়ে দেখে লিঙ্গ মনোহর ;
ভক্তি ভরে বলে সেই রজক প্রবর।
তুমি কোন দেব হও করহ আদেশ ;
শক্তি মতে পূজা তব করিব বিশেষ।
সেই রাত্রে রজকেরে স্বপ্নে আদেশিল ;
শিয়রে বসিয়া শিব বলিতে লাগিল।
ত্রিপুর সুন্দরী সহ এই চন্দ্রনাথে ;
উদ্ভব হয়েছে পাপীজন নিস্তারিতে।
কলির মানব সবে পাপে মত্ত দেহ ;
না পারিবে উদ্ধারিতে আমা বিনে কেহ।
কলিযুগে কাশী শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথধাম।
শুন শুন রজক স্বয়ম্ভু মোর নাম।
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত কর মোর সেবা তরে ;
পরম মঙ্গল তোর হবে মোর বরে।
আজ্ঞা মাত্রে সে রজক যতন করিয়া ;
"ধোয়াছড়ি" হ'তে দুটী ব্রাহ্মণ আনিয়া ;
পূজিতে লাগিল শম্ভু যথাবিধি মতে ;
অতুল ঐশ্বর্য্য তার হ'ল এজগতে।
ক্রমে এ আশ্চর্য্য কথা লোকেতে প্রচার ;
অধিকৃত ছিল স্থান ত্রিপুরা রাজার।

বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ চলিলেন তথা ;
গজ বাজী সৈন্য সহ উত্তরিল হেথা।
দেখে শম্ভুনাথে পূজা করিল যতনে ;
মহাবাদ্য সমারোহ বিবিধ বিধানে।
আপন আবাসে নিতে ইচ্ছা করি মনে ;
হস্তী দিয়া টানাইল পরম যতনে।
চারি দিকে খনাইল তুলিতে শঙ্কর ;
উঠাইতে না পারিয়া হইল ফাঁপর।
বড়ই দুঃখিত রাজা বিষণ্ণ আনন ;
লইবারে শম্ভুনাথে চিন্তে অনুক্ষণ।
সেই রাত্রে রাজারে স্বপ্নে আদেশিল ;
স্নেহ করে সদাশিব বলিতে লাগিল।
শুন শুন মহারাজ আমার বচন ;
না পারিবে নিতে মোরে বৃথা বিড়ম্বন।
নিজরাজ্যে নিয়ে যাও ত্রিপুরসুন্দরী ;
বিবিধ বিধানে তাঁরে পূজ যত্ন করি।
আমার পূজার তরে বন্দোবস্ত কর,
অশেষ মঙ্গল তব হইবে সত্বর।
লিঙ্গোপরি মহারাজ মন্দির রচিল ;
ত্রিপুরসুন্দরী ল'য়ে নিজ রাজ্যে গেল ;
আপন আবাসে গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
মহাসুখে মহারাজ গায় শিবগান।

এইরূপে শম্ভুনাথ লোকেতে প্রকাশ ;
পিতৃ পিতামহ মুখে শুনি ইতিহাস।
শম্ভুনাথ! কি জানিব তোমার মহিমা ;
তুমি নাহি দিতে পার ওঁকারের সীমা।
কৃপা দৃষ্টি কর নাথ এ অধমজনে ;
পাই যেন শ্রীচরণ এ পাপজীবনে।

৺চন্দ্রনাথ উপাখ্যান।

পার্শ্বনাথ শিব ছিল পর্ব্বত চূড়ায় ;
অয়স্কান্তমণি সেই ছিল এ ধরায়।
যেই দ্রব্য পরশনে আসিত তাঁহার ;
সোনা হ'য়ে যেত তাহা অতি চমৎকার।
কোন এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠ আহরণে ;
গিয়েছিল চন্দ্রনাথে পরম যতনে।
কাটিতে কাটিতে গেল কুঠারের ধার ;
ধার দিতে আশে পাশে চাহে বার বার।
স্ফটিক প্রস্তর এক দেখিবারে পেল ;
শানিতে কুঠার তার সেই স্থানে গেল।
যেই মাত্র কুঠার প্রস্তরে বাজাইল ;
লোহার কুঠার তার সোনা হয়ে গেল।

এই রূপে চন্দ্রনাথ লোকেতে প্রচার।
দর্শন হইতে মুক্তি স্পর্শনে কি আর।
দুর্জ্জয় নরক ভার কমিতে লাগিল,
তাহা দেখে চন্দ্রনাথ জ্ঞানব্যাপী হল।
পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ছিল এই স্থান;
শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা গেল সেই স্থান;
যেয়ে দেখে চন্দ্রনাথ মণি তথা নাই
ভেঙ্গে সে পর্ব্বত চূড়া গিয়াছে কোথায়।
অদ্যাপিও ভগ্নচিহ্ন আছে বর্ত্তমান;
শম্ভুসনে মিশিয়াছে শাস্ত্রের বাখান।
দলে দলে বৌদ্ধ আসি করে দরশন;
তিন রাত্রি নিবসতি করে সর্ব্বজন।
কত শত হিন্দু যাত্রী গিয়ে দরশনে;
ক্ষণমাত্র নাহি তিষ্ঠে স্বয়ম্ভু সদনে।
পঞ্চক্রোশী দূরে সবে অবস্থান করি;
মহানন্দে ত্যজে স্থান বলিয়ে শ্রীহরি।
চন্দ্রনাথ উপাখ্যান সম্পূর্ণ এমতে;
প্রেমানন্দে হরি বল নাচিতে নাচিতে।
চন্দ্রনাথ দয়া কর জন্ম জন্মান্তরে;
ক্ষণতরে তব রূপ না ভুলি অন্তরে।
পাপী জনে ত্রাণ কর পতিতের বন্ধু;
ভবার্ণবে কর্ণধার তুমি কৃপাসিন্ধু।

মন্দাকিনী উপাখ্যান।

স্বর্গপ্রবাহিনী গঙ্গা জানে সর্ব্বজন ;
কোথায় উৎপত্তি তাঁর নাহি নিরূপণ।
শুনিয়াছি দুষ্ট সাধু চলিতে চলিতে ;
বহুদিন হল গত খুঁজিতে খুঁজিতে।
এক স্থানে যেয়ে দেখে কুণ্ড মনোহর ;
বসিয়াছে এক কন্যা তাহার উপর।
দেখে দুই সাধুবরে কুমারী তখন ;
জিজ্ঞাসিল কি হেতু কোথায় আগমন।
বলিলেন সাধুগণ বিনয় বচনে ;
নির্ণিতে এসেছি গঙ্গা বহে কোন স্থানে।
কুমারী বলিল আগে কুণ্ডে স্নান কর ;
কোন স্থানে বহে গঙ্গা জানিবে সত্বর।
জটা বিহারিণী গঙ্গা জানে সর্ব্বজন ;
কিরূপে করিবে তবে তত্ত্ব নিরূপণ।
ডুব দিল সাধুদ্বয় কুণ্ডেতে যখন ;
উপনীত হ'ল এসে স্বয়ম্ভুসদন।
এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনেছি শ্রবণে ;
বিধির বিচিত্র বিধি বুঝিব কেমনে।
প্রত্যক্ষ দেবতা সব নেহার নয়নে ;
শুনিলে আশ্চর্য্য কথা ভয় হয় মনে

ভৈরব প্রচণ্ড অতি কালান্তক প্রায়;
সামান্য দোষেতে শাস্তি প্রদানে সবায়।
কেহ যদি শিশ্ দেয় তারি অধিকারে;
কিল লাথি খেয়ে সেই মুখ ভেঙ্গে মরে।
বিস্তর শুনেছি কত এরূপ ঘটনা;
বাতুলের বাতুলামি কখন জেনোনা।
পঞ্চ ক্রোশী মধ্যেতে ভৈরব দ্বারপাল;
অবিরত গতি করে নাহি কালাকাল।
কত রূপে কত জনে দেখে স্থানে স্থানে,
দীর্ঘ নেত্রে যে দেখিবে বুঝিবে সে জনে।
চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাসহ প্রতি জনে জনে।
কেন কর্ম্মকার কাজ না করে এস্থানে।
কত কত কর্ম্মবীর ভৈরব ভূষণে;
প্রেরিত হয়েছে শিব স্বয়ম্ভুসদনে।
প্রত্যক্ষ ঘটনা এই দেখিবে নয়নে;
প্রত্যয় করিবে তবে আমার বচনে।
এইরূপ কত শত দেখেছি শুনেছি,
দেখে শুনে অবিশ্রাম বিস্ময়ে রয়েছি।
সে সব বলিতে গেলে লিখিতে বিস্তর'
লেখা লেখি কষ্ট করা বড়ই দুষ্কর।
বিশ্বাস করিবে কেহ, কেহ বা হাসিবে;
পাগলের পাগলামি কেহ বা বলিবে।

কেহ কেহ বিস্ময় সাগরে নিমগণ;
প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে কারো মন।
ভিন্ন ঘটে ভিন্ন রূপে বিরাজেন তিনি;
কর্ম্ম ফলে ভিন্ন ভাব হবে অনুমানি।
অতএব সব কথা প্রকাশ্য না কবে;
একান্তরে লোক বুঝে বলিবে বলাবে।
যে কর্ম্মের উপযোগী যেই ব্যক্তি হয়;
তাহারে সে রূপ কথা জানাবে নিশ্চয়।
পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুনি ঋষি বড় ছিল জ্ঞানী;
বুঝে সুঝে বন্দোবস্ত হইত তখনি।
এখন হয়েছি মোরা কুলের অঙ্গার;
ইচ্ছামত কত কথা বলি বার বার।
বড়ই তামস মোরা সত্ব গুণ নাই
তামসে আবৃত হ'য়ে ঘুড়িয়ে বেড়াই।
ধর্ম্ম গ্রন্থি এই হেতু শিথিলতা হায়
সমাজেতে হিংসা দ্বেষ হয়েছে তাহায়।
কলির কিঙ্কর মোরা হয়েছি সকলে
নাহি কিয়ে হেন কেহ কলি জিনে বলে?
সাহসে করিয়া ভর যুঝি প্রাণপণে
দান দয়া সত্য নিষ্ঠা অস্ত্র প্রহরণে।
যায় যাবে প্রাণ তবু করিব সমর
করিয়া দেখিব যুদ্ধ জন্ম জন্মান্তর।

অবশ্য হইব জয়ী প্রেম ভক্তি সনে
চল সবে কলি যুদ্ধ করি প্রাণপণে।
যুগ দোষে অনেকের পরাজয় হবে
তবু আছে দুই এক বিজয়ী এ ভবে।
তা না হলে প্রলয় হইত ত্রিভুবন
যুগান্তরে যবনিকা হইত পতন।
সত্য যুগে সবে সত্য ভাব ধরে
নির্গুণে সগুণব্রহ্ম স্বরূপ প্রকরে
ডুবিতাম ভাসিতাম সে প্রেম সাগরে;
কলিযুগ কষ্ট জ্ঞান হ'ত না শরীরে।
লিখিতে সে সব কথা বড় ভয় মনে;
কিরূপে কিভাবে আছি নাহি জেনে শুনে।
বিশ্বময় বিশ্বরাজ্যে যে ভাব প্রদানে;
সে রূপ করিব কাজ বড় আশা মনে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা নিদ্রা যে কালে বিনাশ,
যে কালে করিব আমি কর্ম্ম সর্ব্ব নাম।
সে কালে অনিত্য কোথা রহিবে আমার
ব্রহ্মা রূপ লিখে বলা সাধ্য নহে কার।
যত দিন রহিবেক আমিত্ব আমার;
কত মতে কত কথা কব বার বার।
কিন্তু সেই যাহা করি মঙ্গলের তরে;
সকলে সে ব্রহ্মরূপ নিত্য হেরিবারে

বামন সাজিয়ে চাহি আকাশের পানে
বৃথা আশা ভাঙ্গা দশা হইবে কেমনে।
চন্দ্রনাথ কলিযুগে পূর্ণ বিরাজিত;
অপূর্ণে মিশাও' পূর্ণে করি নাথ হিত।
জপ স্তব ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি জানি;
কুকার্য্যে কুরাজ্যে ফিরি দিবস রজনী
তোমারি বচনে শুধু দৃঢ় ভক্তি করে;
ঘুরিবারে বড় সাধ এভব সংসারে।
চন্দ্রনাথ! দয়া কর জন্ম জন্মান্তরে;
ক্ষণ তরে তব রূপ না ভুলি অন্তরে।
পাপী জনে ত্রাণ কর পতিত পাবন;
পাপে কলুষিত দেহ বড় ভীত মন।
তব রূপ হরি রূপ পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ;
কিছুই জানিনা প্রভু তোমারি স্বরূপ।
শুনিয়াছি হরি নাম এই পাপকানে;
হরি হরি হরি সদা বলিব বদনে।

৺হরি প্রেম গাথা।

মুখে বলি হরি মনে হরি হরি;
লিখি অবিশ্রাম শ্রীহরি শ্রীহরি।
জপি হরি নাম মালা সনে হরি;
শয়নে স্বপনে স্মরি হরি হরি হরি!

আহারে বিহারে প্রমোদে শ্রীহরি ;
প্রদক্ষিনে হরি সখা সনে হরি।
কুরঙ্গে কুসঙ্গে কুপথে শ্রীহরি ;
তারক ব্রহ্ম হরি নিরঞ্জন হরি।
প্রেম ভরা মুখে বল হরি হরি,
প্রেমময় হরি (মোরা) প্রেমের ভিখারী !
প্রেম রূপ হরি প্রেম শক্তি হরি ,
প্রেমিক যুগলে বল হরি হরি।
প্রেম বিনে কিসে পাইব শ্রীহরি ;
প্রেমে মেতে সবে বল হরি হরি।
প্রেম ভক্তি সনে প্রেম বৃন্দাবনে ;
প্রেমময় হরি রাধা প্রেম সনে।
অবিচ্ছেদ প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর—
রহিয়াছে প্রেম মরি কি সুন্দর
প্রেমিক চৈতন্য প্রেমে অহরহ !
রহিয়াছে প্রেম কৃষ্ণ প্রেম সহ।
প্রেমেতে প্রহ্লাদ ধ্রুব ধ্রুব চান।
প্রেম ব্রহ্ম সনে করে প্রেম গান।
সে প্রেমে এ প্রেমে অতি তুচ্ছ প্রেম।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র এই সব প্রেম।
প্রেমময় কর প্রেম বিতরণ।
প্রেমিক সংসারে করি বিচরণ।

হরি প্রেম হরি হরি প্রেম হরি।
মানসে একান্তে বলি হরি হরি।
হরি নাম হরি ব্রহ্ম রূপ হরি।
শিব শম্ভু হরি চন্দ্রনাথ হরি।
জ্যোতির্ম্ময় হরি জ্যোতি-রূপ হরি;
রাম রূপ হরি সীতা রূপ হরি।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি নিরাকার হরি;
কলিযুগ হরি কলি হরি হরি।
হরি হরি হরি শ্রীহরি শ্রীহরি;
চল চল সবে হরি নাম করি।
চল চল দেখি চন্দ্রনাথ হরি;
জগন্নাথ হরি রাধা কৃষ্ণ হরি।
বিরূপাক্ষে হরি পাতালে শ্রীহরি;
কলি রূপে হরি গোবর্দ্ধনে হরি।
মন্দাকিনী হরি মন্মথে শ্রীহরি,
কোটী লিঙ্গে হরি অন্নপূর্ণা হরি।
বিশ্বময় হরি পরমাণু হরি;
হরিময় মোরা সকলি নেহারি।
অবিচ্ছেদ প্রেমে বলি হরি হরি;
কলিযুগ যেন অনায়াসে তরি।
হরি বোল হরি জয় হরি হরি;
নিশানা উড়াও হরি নাম করি;

যাও যাও যাও হরি নাম গাও ;
চন্দ্রনাথে হরি সবারে দেখাও।
ব্যোম ভোলা শব্দে জগত কাঁপাও,
নাগ ফণী বীণা মৃদঙ্গ বাজাও।
সাজ রণ বেশে যাও দেশে দেশে ;
হরি যুদ্ধ কর অশেষ বিশেষে।
এই উপকার কর কর অনিবার ;
কলিযুগে হরি একমাত্র সার।
ব্যোম ভোলানাথ ব্যোম শম্ভুনাথ ;
ব্যোম আশুতোষ ব্যোম চন্দ্রনাথ।
ব্যোম ব্যোম ভোলা বলরে সকলে,
নিত্য ভোলা প্রেমে মজ কুতূহলে।
কি বর্ণিব প্রভু তোমারি মহিমা ;
অবোধ মানব কিসে দিব সীমা।
কর কৃপা দৃষ্টি এ অধম জনে ;
আশা মত ফল ফলে এ জীবনে।

জয় গুরু চন্দ্রনাথ, কর যোড় করি হাত,
করি আমি এই নিবেদন ;
দীন হীনে দয়া কর, পাপীরে উদ্ধার কর,
দেও দাসে তব শ্রীচরণ।
তব পদ জানি সার, কিছু নাহি চাহি আর,
তব পদ ভবে শ্রেষ্ঠ ধন ;

যে পদে হরে বিপদ, অশেষ সুখ সম্পদ,
সেই পদ চাহি অনুক্ষণ।
নিজ গুণে দয়াকর, কোন গুণ নাহি মোর,
আমি ভবে অতি অভাজন ;
ভুলে দোষ কৃপা কর, দাসের দুর্গতি হর,
জানি তুমি অধম তারণ।
দুঃখে দুঃখে গেল দিন, হলোনা ভবে সুদিন,
কি হইবে বল দয়াময় ;
বড় সাধ আছে মনে, সেবি তব শ্রীচরণে,
হইবে কি হেন ভাগ্যোদয়,
দান ধর্ম্ম-সদাচার, সত্যব্রত উপকার,
দীন দুঃখী সাধু সেবা করি ;
তোমার আশ্রয়ে থাকি, তোমাকেই মনে রাখি,
এ ভব সংসার যেন তরি।

চন্দ্রনাথ তীর্থের বর্ত্তমান অভাব।

বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের প্রধানতীর্থ চন্দ্রনাথধামে অনেক বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে এই ধামে সাধু-ঋষিদের বাস করিবার বিশেষ অসুবিধা। অন্যান্য তীর্থে যেরূপ সাধু ঋষিদের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এখানে সেরূপ কিছুই নাই। অন্যান্য তীর্থের মত এখানে যদি কয়েকটী

অন্নসত্র খোলা হয় তবে কষ্ট দূর হয়। বাস করিবার জন্য যদি স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা থাকে, তবে তাহাতে সাধুগণ থাকিতে পারেন।

তাঁহারই ইচ্ছায় এই তীর্থ সময়ে কাশী প্রভৃতি স্থানের মত হইবে অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক তীর্থ অপ্রকাশ আছে, এই সমস্ত তীর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যদি জ্ঞানী সাধু ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করেন তবে অনেক তীর্থ প্রকাশ পাইবে আশা করি।

বর্ত্তমানে কয়েকটী কুণ্ড নূতন প্রকাশ হইয়াছে। এই খানে ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইলে এবং সাধু সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইলে বড় ভাল হয়। যিনি এই সমস্ত সুমহৎ কার্য্য করিবেন তিনি এই জন্মে পরম সুখী হইয়া অক্ষয়পুণ্য ও অনন্তকীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক অন্তে ভগবানের চরণসরোজে বিলীন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এখন ক্রমশই এই সকল অভাব জনসাধারণে বুঝিতেছেন। সহসা তাঁহারই ইচ্ছায় এই সকল অভাব বিদূরিত হইবে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রনাথ-তীর্থ দর্শনের নিয়মাবলী।

সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির দৃষ্ট হয় তখন ভক্তি-ভয়ে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কোন ঘরে সুবিধামত আশ্রয় নিতে হয় এবং ইচ্ছামত কাহাকেও তীর্থ পুরোহিত স্বীকার করিয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়। ক্ষ্যাল

কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া বটুকভৈরব ব্যাসদেবকে ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিয়া ব্যাসকুণ্ডে যথাবিধি স্নান, দান, তর্পণাদি করিয়া বটুকভৈরব, ব্যাস, চণ্ডীদর্শন ও পূজন করিয়া বটবৃক্ষকে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিতে হয়। পরে শিব শম্ভু নাম করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে প্রাকৃতিক অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করতঃ স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া ধূলিপায়ে দৃঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। পরে মন্দাকিনী জলে স্নান, দান, তর্পণাদি করিয়া বিল্বপত্র ও জবাফুলাদি পূজার দ্রব্য লইয়া প্রথমতঃ নাট মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তিভরে তীর্থ গুরু মোহান্ত বাবাজীর শ্রীচরণপূজা করিয়া প্রণামী দিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুপাদুকা ও দ্বাদশ শাল-গ্রাম দর্শন করিয়া স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীচরণ-সরোজে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজারীর উপদেশ মতে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিতে হয়। শম্ভুনাথের পূজাও আরতি দিবসে তিনবার হয়, প্রথমতঃ অতি প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি, ইহার পর বাসী পূজা সমাধা হয়, তার পরে মধ্যাহ্ন পূজা ও আরতি হয়, তার পরে মোহান্ত বাবাজীর পূজা আরতি হয় সেই সময়ে পূজারী ও সেবাকারী লোক ব্যতীত অন্য কাহারও মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। পূজা শেষ হইতে প্রায় বেলা ৮ ঘটিকা হয়। ইত্যবসরে সুবিধা মত অন্যান্য তীর্থাদি দর্শন করিয়া আসিতে পারা যায়। শম্ভুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় পরম পবিত্র হইয়া হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, গায়ে উত্তরীয় বস্ত্র ব্যতীত কোট, পিরান্, যষ্টি, হুকা, ছাতি প্রভৃতি

লইবার নিয়ম নাই। অনেক যাত্রী অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ করিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্ন পূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজাতে ঘণ্টা বাজাইবার নিয়ম নাই। এই প্রকারে পূজা ও আরতিত্রয় সম্পন্ন হইলে যাত্রীরা দর্শন করিতে পারেন। দর্শন ও পূজা করিবার সময় অতি অল্পকাল মাত্র। ১২ ঘটিকার সময় শম্ভুনাথকে ধোয়ান হয়, তার পর ভোগ হয়, তার পরে বাবার শৃঙ্গার হয়। ঐ সময়ে কাহারও দর্শন হয় না। শৃঙ্গারের পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, আর দিবসে খোলা হয় না সন্ধ্যার সময় পুনঃ খোলা হয়, তখন আরতি হইয়া থাকে; এই সময়ে যাত্রীরা দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পারেন, স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই। প্রকৃত পক্ষে শম্ভুনাথের দর্শন হইলেই যথেষ্ট। দর্শনে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। এখানে বিশেষ পূজাদি করিতে পারা যায় না, যে হেতু সর্ব্বদা লোক পরিপূর্ণ থাকে। আরতির পর অনেকক্ষণ দরজা খোলা থাকে, পরে রাত্রি ১০ টার সময় আবার ভোগ হইয়া দরজা বন্ধ হয়। দরজা বন্ধ হইলে পূজারী পর্য্যন্ত তথায় যাইতে পারে না, অনেক পূজারী এরূপ দরজা খোলাতে বাবার রোষ নয়নে পড়িয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে।

রাত্রে দরজা বন্ধ হইলে নিশার সময় যেমন আবার পূজা হইতেছে, বাস্তবিক এই সময়ে দেবতারা আসিয়া পূজা করেন, তাই এসকল নিয়ম হইয়াছে। সোমবার দিন সকল সময় দর্শন করিতে পারা যায়, সেই দিন বাবার শৃঙ্গার হয় না। রাত্রিতে

প্রদোষ পূজা হয়, তার পরে ভোগ দেওয়ার পরে শৃঙ্গার হয়, তার পর আর কেহই দর্শন করিতে পায় না।

যথাশক্তি মতে পূজা করিয়া চরণামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক পূজারী হইতে ভক্তিভরে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূজারীগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। স্বয়ম্ভুনাথের চতুর্দ্দিকে লোহার বেড়া আছে, যে কোন দিক দিয়া পূজা করিতে পারা যায়, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে হয়। পরে তথায় রাম, সীতা, লক্ষণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুদেব ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ মহানন্দে প্রেম-ভরে স্তব নৃত্য ও দণ্ডবৎ করিয়া পূর্ব্বদিকে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সাক্ষী শিব দর্শন করিবেক। পরে বাবার দরজায় মহাকাল ভৈরবকে দর্শন করিয়া নব ভৈরব প্রভৃতি ক্ষেত্রস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে হয়।

যদি সময় থাকে তবে ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া কোটিলিঙ্গ, ছত্রশিলা, কপিলাশ্রম ইত্যাদি দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া বিরূপাক্ষে উঠিতে হয়। পরে তথা হইতে চন্দ্রনাথে আসিবে চন্দ্রনাথের নিকটে পাতালে যাইবার রাস্তা আছে, তথায় যাইয়া হরগৌরী শিব, শালগ্রাম শিলা ও কামাখ্যা দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া পুনঃ চন্দ্রনাথে আসিয়া চন্দ্রনাথ পীঠ দর্শন ও স্পর্শন ও পূজাদি করিয়া স্বয়ম্ভুনাথের বাড়ী যাইতে হয়। তথা হইতে নীচে আসিবার সময়, কালী দর্শন ও মন্মথনদে স্নান, দানাদি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিতে হয়। পরে গহ্বরে নামিয়া ধর্ম্মাগ্নি ও পঞ্চকুণ্ডে স্নানদানাদি ও অষ্টভুজাসীতাদেবী দর্শন

করিয়া আশ্রমে আসিতে হয়। এক দিনে এই সমস্ত দর্শন করা বড় কষ্টকর। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রেল যোগে বা পদব্রজে বাড়বে যাইতে হয়। তাহার ভাড়া পাঁচটী পয়সা মাত্র। তথা হইতে দর্শন করিয়া পুনঃ সীতাকুণ্ডে আসিয়া পরদিনে লবণাক্ষ দর্শন করিতে যাইবে। তথায় দর্শনাদি করিয়া সীতাকুণ্ডে আসিয়া সুফল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়। কুমারীকুণ্ড দর্শন করিতে হইলেও বরাবর রেলযোগে; যাওয়া যায়।

যাঁহারা আদিনাথ যান তাঁহারা চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইয়া চট্টেশ্বরী দর্শন করতঃ তথা হইতে ইষ্টিমারযোগে একেবারে আদি-নাথ যাইতে হয়, আদিনাথ তীর্থের ও শম্ভুনাথের মোহান্ত একই। লবণাক্ষে ও বাড়বে দুইজন মোহান্ত আছেন, তাহাদিগকে প্রণামী ইত্যাদি দিতে হয়। ঐ স্থানে হাঁটিয়া যাইবারও রাস্তা আছে কিন্তু ইষ্টীমারে যাওয়াই বিশেষ সুবিধা। সিন্ধুতীরে আদি দেব আদিনাথকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পুনঃ ইষ্টীমারে রামকোটে যাইয়া রাম, লক্ষণ, সীতা ও শঙ্করকে দর্শন করিতে হয়। এই সকল স্থানে কোন কষ্ট নাই। আদিনাথ ও রামকোটে বৌদ্ধমগের সংখ্যা বেশী, তাহারা বড় সরল ও সত্যবাদী। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের মধ্যে বিশেষ স্থান পায় নাই। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিলে যথাসাধ্য মতে আমি অবগত করাইতে পারি।

চন্দ্রনাথতীর্থে যাইবার উপদেশ।

কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেলে চাপিয়া বরাবর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তথা হইতে ইষ্টীমারে চাঁদপুরে আসিতে হয়। গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে ইষ্টীমারে উঠিবার অনেক সময় থাকে, সেই খানে সুবিধা মত আহারাদি করিতে পারা যায়। চাঁদপুরেও ২।৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। তথায় আহারাদি করিবার সুবিধা আছে সাধারণ সময়ে দ্রব্যাদি বেশ সস্তা থাকে। পরে চাঁদপুরে রেল গাড়ী চাপিয়া একেবারে সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়, চাঁদপুর হইতে সীতাকুণ্ডে আসিতে কিম্বা সীতাকুণ্ড হইতে চাঁদপুরে যাইতে মধ্যযোগে লাকসাম নামক জংসনে গাড়ী বদল হয়। সীতাকুণ্ড ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডাব্রাহ্মণেরা সাগ্রহে আপন আপন বাটিতে লইয়া যায়। যাত্রিগণ তখন আপন আপন অভিরুচি মত আশ্রয় নিয়া থাকে। এইথানে খাদ্য দ্রব্যাদি সুবিধা মত পাওয়া যায়।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্ব-কৃত্য।

তীর্থযাত্রার অগ্রে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ বা গঙ্গা বিদ্যমানে কিম্বা চন্দ্রনাথ-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে পূর্ব্বদিন দিবাভাগে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিন সশিখমুণ্ডন ও উপবাস করে। পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রদর্শনের পূর্ব্বে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত ঘৃত সেবন করিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল বিধবার পক্ষেই মুণ্ডন ব্যবস্থা। সধবার সমগ্র কেশরাশি ধরিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবে। তৎপর দিন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রাঙ্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে গুরুপূজা পর্য্যন্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র পাঠ করিবে। তৎপরে দানের সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি কাহন কড়ি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দানবিধির নিয়মে অর্চ্চনাদি করতঃ তিল কুশাগ্র গ্রহণ পূর্ব্বক মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ন-ব্রতনাশ্য-সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কাম এতান্ সবস্ত্রসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণ কপর্দ্দকান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।

এই প্রকার উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার্থ কাঞ্চনাদির অর্চ্চনা করতঃ নিম্নোক্ত প্রকারে দক্ষিণা প্রদান করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ন-ব্রতনাশ্য-সর্ব্বপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রসার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি-কার্ষাপণ-কপর্দ্দক-দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। কড়ির অভাবে কাঞ্চনাদি উৎসর্গ করিবে এবং বাক্যের মধ্যে তত্তৎ দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে হইবে। অনন্তর গো সমীপে গমন পূর্ব্বক গোপদ ধৌত করিয়া শৃঙ্গে ও ললাটে সিন্দূর দিবে। তৎপরে "ওঁ গবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকে পরিষ্কৃত ঘাস লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ সহকারে গো প্রদক্ষিণান্তে ঘাস দিবে, যথা—

ওঁ সৌরভেয়্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং ঘাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥ ১॥
ওঁ গাবোমে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম।
ঘাস গ্রাসং ময়া দত্বং প্রতিগৃহ্নন্তু মাতরঃ॥ ২॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

যদি গো ঘাস ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধি তদর্থক স্ব স্ব পার্ব্বণ বিধানে

মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করিয়া পার্ব্বণ বিধি শ্রাদ্ধ করিবে। ত্রিশ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা পিতামহাদির উল্লেখের পূর্ব্বে "ভচ্চান্দ্রায়ন ব্রতনাশ্চ সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থং" বলিবে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তিও পিতামহাদির উদ্দেশ্যে ত্রিশ্রাদ্ধ করিবে। যদি পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকেন তবে করিবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধান্তে অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং শ্রাদ্ধ শেষাদি ভক্ষণ করিবে। উপবাস দিনে আঘ্রাণ মাত্র করিতে হয়।

তীর্থে বর্জ্জনীয়।

শৌচ, মুখশোচন, পদপ্রক্ষালন, নির্ম্মাল্যত্যাগ, মলবর্ষণ, তৈলাভ্যঙ্গ, সন্তরণ, বস্ত্রনিষ্পীড়ন, উলঙ্গ হওন, ক্রীড়া, বৃথা চতুর্দ্দিক দর্শন, স্পর্শদোষ বিচার, অভক্তি, এক তীর্থে থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা ও অভিলাষ, তীর্থ পুরোহিতের নিন্দা বা পরীক্ষা, অন্যকে আশীর্ব্বাদ, এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

তীর্থপদ্ধতি।

যানারোহণ বা ছত্র পাদুকাদি ধারণ করিয়া তীর্থে গমন করিতে হইলে তীর্থ প্রাপ্তি দিনে যতদূর হইতে পদব্রজে যাইতে সমর্থ হয় ততদূর হইতে যান, ছত্র ও পাদুকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিবে। তীর্থ নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র গাত্রে ধূলি সংলগ্ন হয়, এই ভাবে ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করতঃ ওমদ্যে আদিযশোক্ত ফলপ্রবস্তি কতমোহমুক তীর্থে প্রবেশ মহং করিষ্যে বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া উদ্ধৃতোদক দ্বারা পাদধৌত করিয়া নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে দেশ (তত্তৎ স্থান) ও কাল (মাস পক্ষ ও তিথ্যাদি) উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। পরে স্ব স্ব বিধানে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রথমে বান্ধবার্থ স্নান তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৈদিক স্নান, তান্ত্রিক স্নান, তর্পণ প্রণালীতে স্ব স্ব তর্পণ বিধানে তর্পণ দান ও ঘটোৎসর্গ করিয়া স্ব স্ব তীর্থ পদ্ধত্যুক্ত তীর্থ-দেবগণকে দর্শন, প্রণাম ও স্পর্শ করতঃ সমাপ্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। এই পূজায় ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ও বিসর্জ্জন নাই। তৎপরে কুমারীকে পূজা করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর অবিহিত কাল ত্যাগ করিয়া বিহিত কালে মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করতঃ পূর্ব্ব-কথিত-তীর্থ শ্রাদ্ধাদি পার্ব্বণ বিধানে পার্ব্বণ বিধির শ্রাদ্ধাদি করিবে। অনুজ্ঞা বাক্যে পিতামহাদির উল্লেখ করিয়া চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক

পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধং বলিতে হয়। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে কেবল মাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। প্রথমে স্ব স্ব পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা স্থান শোধন করিতে হয়। পরে দক্ষিণাস্ত-পাতিত-বামজানু ও বিপরীতোত্তরীয় হইয়া আচমন করতঃ প্রাণায়াম পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ ও পূজা করিয়া কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য এইরূপ ভাবে ষড়্ পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া চন্দ্রশেখর-তীর্থ-প্রাপ্তি-নিমিত্তক-পিণ্ডদান-মাত্র-মহং করিষ্যে। তীর্থে তিল ঘৃত যুক্ত তণ্ডুল, গোধূম, তিলকল্প পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারে। শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান তীর্থের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে করাই প্রশস্ত। শ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড তীর্থে ফেলিয়া দিবে। জীবৎপিতৃক বা স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তৎপরে ব্রাহ্মণ, সাধু ও সধবা ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। ব্রাহ্মণ ভোজনের অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে জল গণ্ডুষ প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

চন্দ্রশেখর, গয়া, গঙ্গা, ভিন্ন অন্যান্য তীর্থে তীর্থপ্রাপ্তি দিবসে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়। তীর্থ বিশেষে যাহা যাহা বিশেষ

আছে তাহাও তীর্থ পদ্ধতি মধ্যেই বিবৃত আছে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন, সাধু ভোজন করাইতে হয় সক্ষম হইলে সধবা ও কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে। যদি অবিহিত কালে তীর্থ প্রাপ্তি হয়, তবে তৎপরদিনে সমস্ত করিবে।

চন্দ্রশেখর পূজাবিধি

সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিবে। শ্রীবৃক্ষোত্ চন্দন দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন ও অঙ্গন্যা পূর্ব্বক জপে মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। উপকরণাদি আটবা জপ করিবে। তদনন্তর ধ্যান করিবে।

ওঁ চন্দ্র-কোটী প্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং,
আদিলিঙ্গং জটাজূট রত্নমৌলি বিরাজিতং।
নীলগ্রীবাম্বরাবাসং নাগ হারাভি শোভিতং,
বরদাভয় হস্তঞ্চ হরিণীঞ্চ পরস্পরং।
দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাং,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতং।

ধ্যানের পর মানস পূজা ও পুন র্ধ্যান।

চন্দ্রনাথ মন্দির

নম আগচ্ছাগচ্ছ দেবেশ ত্বমেব চিন্ময় প্রভো, যাবৎ পূজাং
রোম্যত্রাপ্যবধানং কুরুষ মে। পাদ্যাদিভিঃ

তৎপর আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। মণ্ডলের বাম
রথায় কামনা সিদ্ধ্যর্থে একশত বিল্বপত্র, বৈরি বিনাশার্থ কৃষ্ণা-
রাজিতা, উচ্চাটনার্থ অপামার্গপত্র, রাজাদি বশীভূত করণার্থে
স্তুর-পত্র, বিদ্বেষণার্থ শিরীষ, মোহনার্থে ভস্মরেণু দিবে। ষট্‌কর্ম্ম
ক্তপদ্ম দ্বারা সম্পন্ন করিবে। তৃতীয় রেখায় স্বর্গলোকবাসী,
র্ম্মাত্মা, তত্ত্বজ্ঞানী, পরমেশ্বর, দেবতা যক্ষ, খল, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ,
াক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর, মুনি ও ত্রিলোকবাসিগণকে
পৃথক পৃথক পূজা করিবে। পদ্মমধ্যে, শিব, ভীম, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব,
মভয়, চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিণাকী, শূলধারী, চন্দ্রশেখর, পঞ্চবক্ত্র,
ত্রিনেত্র, জ্যোতির্লিঙ্গ, মহেশ্বর, উমাপতি, বসুন্ধর, অন্ধকারি, স্বরূপ,
ত্রিপুরান্তক, নীলকণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ ও মহাবলকে পৃথক পৃথক অর্চ্চনা
করিবে। তদনন্তর পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও শিবকে তিনবার অর্চ্চনা
করিয়া তাঁহার মন্ত্র যথাক্রমে জপতপ করিবে। তদনন্তর সুগন্ধি
পুষ্টিবর্দ্ধন মন্ত্রপাঠানন্তর নমস্কার ও অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে।
(স্বয়ম্ভু পূজার পদ্ধতি মতে) করিতে হইবে।

বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাম্মহেশ্বর॥

চন্দ্রনাথ শিব ক্ষমস্ব বলিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা বিসর্জ্জন করিবে।

চন্দ্রশেখর স্তোত্রম্।

ওঁ রত্নসানু শরাসনং রজতাদ্রি শৃঙ্গ নিকেতনং।
শৌর্য্য নিকৃত পন্নগেশ্বরমচ্যুতালয় শায়িনং ॥
ক্ষিপ্রদগ্ধ পুরত্রয়ং ত্রিদশালয়ৈরভিবন্দিতং।
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈষমঃ ॥
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং।
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাং ॥ ১ ॥
পঞ্চ পাদপপুষ্প সৌরভ পাদযুগ্মক শোভিতং।
ভাললোচন-জাতপাবকদগ্ধ-মন্মথ-বিগ্রহং।
ভস্মদিগ্ধ কলেবরং ভবভয় নাশ-করংমব্যয়ং।
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাং। ২।
মত্তবারণ মোক্ষচর্ম্ম কৃতোত্তরীয়মনোহরং।
পঙ্কজাসনং পদ্ম লোচনং পূজিতাঙ্ঘ্রি সরোরুহং।
দেব সিন্ধু তরঙ্গ শিখর সিক্ত শৈল জটাধরং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। ৩।
কুণ্ডলীকৃত-কুণ্ডলাকরকুণ্ডলং বৃষবাহনং
নারদাদি মুনীশ্বরৈঃ স্তুতবৈভবং ভুবনেশ্বরং।
অন্ধকান্তকমাশ্রিতামর পদপাংসুমলাত্মকং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। ৪।

ভেষজং ভবরোগিনামখিলাপদামপহারিণং।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিলোচনং।
ভক্তি মুক্তি ফল প্রদং নিখিলা সঙ্গ নিবর্হণং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। ৫।
দক্ষরাজ সুপূজিতং ভালনেত্রম্ ফণিভূষণং।
শৈলরাজ সুতাপরিধৃতং চারুবামকলেবরং॥
শ্বেতনীল গলং পরস্থশর ধারিণং মৃগচর্ম্মিনং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। ৬।
ভক্তবৎসলমর্চ্চিতং নিধিমক্ষয়ং হরিদম্বরং।
সর্ব্ব ভূত পতিং পরাৎপরং প্রমেয় মনুত্তমং
সোম ধারিণং হুতাশন সোমপং লীলয়াধৃতং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি ... ...। ৭।
বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং।
সংহরন্ত মথ প্রপঞ্চ মশেষ লোকনিবাসিনং।
রমমান মহর্নিশং গণনাথ সঙ্ঘ সমাবৃতং।
চন্দ্রশেখর ইত্যাদি ... ...। ৮।
মৃত্যুভীতি মৃকণ্ডু সূনুকৃতং স্তবং শিবসন্নিধৌ।
যত্র কুত্র চলন্ পঠেৎ নহি তস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
পূর্ণমায়ু রোগিণং নিখিলাসম্পনিবর্হণং।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত এব দদাতি সিদ্ধিমলৌকিকীং।
রুদ্রাষ্ট মূর্ত্তিংস্থাণুং চ নীলকণ্ঠমুমাপতিং। ৯।
নমামি শিরসা দেবং কিন্নু মৃত্যুঃ করিষ্যতি। ১০।

নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্ম্মলং নিরুপদ্রবং
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১১।
কালকণ্ঠং কালমূর্ত্তিং কালাগ্নিং কালনাশিনং।
নমামি ইত্যাদি ... ... ১২।
বামদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৩।
দেবদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্‌গুরুং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৪।
অনন্ত মব্যয়ং শান্তমক্ষমালাধরং হরং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৫।
আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদকারিণং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৬।
স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিনং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৭।

স্তোত্র পাঠ ফলং।

মার্কণ্ডেয়কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌॥

তীর্থপ্রত্যাগমন কর্ত্তব্যাদি।

তীর্থ হইতে নিজ গ্রামের গ্রামান্তরে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সৌরমাস ও রবিশশিস্থিতি উল্লেখ করিয়া যাত্রাপদ্ধত্যা দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা পিতা-মহাদির উল্লেখান্তে তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তর স্বগৃহ প্রবেশ নিমিত্তকং বলিতে হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধ শেষ গ্রহণ করতঃ স্বীয় গ্রাম বা বসতি স্থানে উপস্থিত হইবে, তৎপরে গ্রাম বা স্থিতিস্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। তদনন্তর কার্পটী বেশ ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত শ্রাদ্ধ শেষাদি দ্বারা পারণ করিবে। বহু তীর্থ হইতে আগমন করিলেও একবার মাত্র গমন কর্ত্তব্যাদি করিবে।

গয়াতীর্থপদ্ধতি।

—):•:(—

গয়া শ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপণ ও তৎপ্রয়োজন কথন।

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারাই গয়াশ্রাদ্ধে প্রধানাধিকারী, তদ্ব্যতীত সকলেই গৌণাধিকারী। ঋণদাতা স্বজাতি না হইলেও ঋণগৃহীতা তাহার উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়াতীর্থে সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। জীবৎপিতৃক ব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। যে ব্যক্তি

মাতৃহীন, কিন্তু জীবৎপিতৃক সে যদি অন্য কোন কার্য্য ব্যপদেশে গয়ায় গমন করে তাহা হইলে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের তুল্য মাতৃপার্ব্বণ মাত্র করিতে পারে। মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে মাতা জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন জীবৎপিতৃক ব্যক্তি মৃত পিতামহাদির উদ্দেশে পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। ফল কথা দেশাচারই গ্রাহ্য। গয়া শ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীগণের অধিকার নাই কারণ তাহারা সম্ভ কর্ম্মত্যাগী, কিন্তু তাহারা প্রণবোপাসনাবৎ বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধে দণ্ড মাত্র স্পর্শ করিবে, শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি করিতে নাই। পুত্রবতী স্ত্রী গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না; কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে অনুপবীত ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। অকালে, মলমাসে বিবাহ-সম্বৎসরেও শ্রাদ্ধের বিধান আছে। সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অপর পক্ষের চতুর্দ্দশী অবধি অমাবস্যা যাবৎ তিথি দ্বাদশীতে, মকরস্থ সূর্য্যে এবং গ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অশেষ ফলভোগী হইয়া থাকেন।

সংক্রান্তি দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞাবাক্যে সৌরমাস ও তত্তৎসংক্রান্তির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে গৌণচান্দ্র মাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌরমাস রবিরাশি স্থিতে উল্লেখ করিতে হয়। সূর্য্যগ্রহণকালে মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিয়া রাহুগ্রস্তে দিবাকরে এবং চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রাহুগ্রস্তে নিশাকরে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সপিণ্ডকরণ সম্পন্ন হয় নাই তাহার প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে নাই এবং যে ব্যক্তির সপিণ্ডকরণ হইয়াছে তাহারও প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ কিন্তু যদি অন্য

কোন কার্য্য-ব্যপদেশে গয়াগমন হয় এবং পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ভক্তিমান্ পুত্র হইলে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে দেবতা সংস্কারক একটী পার্ব্বণ করিয়া তৎপরে শ্রাদ্ধ করিবে। এই পার্ব্বণই ভক্তি শ্রাদ্ধ বলিয়া প্রকাশিত। ফলকথা যেমন বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে মাসিক সমূহের অপকর্ষ হয় তদ্রূপ বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করিলেও অপকর্ষ করিতে হইবে। কোনরূপ দুর্নিমিত্ত বশতঃ যাহাদের মৃত্যু ঘটে, যাহারা মহাপাতকী এবং আত্মঘাতী সংবৎসরান্তে নারায়ণে জল প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। স্মার্ত্তমতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে সামবেদীয়েরা গয়াতীর্থে ষড়দৈবত পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ এবং যজুর্ব্বেদীয়েরা নবদৈবত পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। দেশ কুলাচারানুসারে উভয় বেদীয়ের পক্ষে দ্বাদশ দৈবত শ্রাদ্ধেরও প্রথা প্রচলিত আছে। পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম, তিনি সকলের উদ্দেশেই কেবল মাত্র পিণ্ড প্রদান করিতে পারেন। মুষ্টি প্রমাণ অথবা শমীপত্র পরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম যাত্রাতে যাহাদিগের প্রেতত্ব দূরীকরণার্থে প্রেত শিলাতে পিণ্ড দান ও নূতন ভাণ্ডভঞ্জন করিবে, পুনর্যাত্রাতে আর তাহাদের জন্য সেরূপ করিতে হয় না কিন্তু প্রথম যাত্রার পর যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে তাহাদিগের জন্য ঐ বিধি অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল যাত্রাতেই একরূপ।

গয়াশ্রাদ্ধাদি প্রকরণ

অনুজ্ঞা বাক্যম্—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অস্মিন্ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়ায়াং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।

পিণ্ডদানের সময়ে "অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষ তে পিণ্ডঃ অস্মিন্ চন্দ্রশেখরক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়াপদে ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" এই মন্ত্রটী প্রত্যেক পিণ্ডদানে উচ্চারণ করিতে হয়। পিণ্ডদানের পর—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই মন্ত্রে পিতার উদ্দেশে নমস্কার করিবে। তৎপর—

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে।
মাতামহস্তৎপিতাচ পিতা তস্য পিতুঃ পিতুঃ।
দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা।
গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণ স্তথা।
গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং।
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনং।
তংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।
শমী পুষ্প প্রমাণেন পিণ্ডংদদ্যাৎ গয়াপদে।
উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রানি কুলমেকোত্তরং শতং।

অনুবাদ।

সেই গয়াক্ষেত্রে মন্মথনদে শমীপুষ্প প্রমাণে পিণ্ডদান করিবে, তাহাতে সপ্তবংশ ও একশত এককুল উদ্ধার পাইয়া থাকে।

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। পুরোহিত "ওঁ সম্পূর্ণং অস্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবে।

ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাহীনং দ্বিজোত্তমাঃ
শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাৎ ভবতাং মম॥

পিতৃ ষোড়শী।

শ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হইবে। ইহাতে উনিশটী পিণ্ডদানের স্থান পরস্পর দক্ষিণদিকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া তাহাতে দক্ষিণাগ্র কুশাস্তরণপূর্ব্বক—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

এই মন্ত্রে তিলজল দ্বারা আস্তৃত কুশে আবাহন করতঃ গন্ধাদি দ্বারা পিতৃ লোকের পূজা এবং দেবতাপদে ষোড়শী করিলে ঐ দেবতা পদটী পূজা করিয়া—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আস্তৃত কুশার মূল প্রভৃতি স্থানে পিতৃরীতি দ্বারা—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১।
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ২।
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।
ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৪।
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৫।
ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহ ব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৬।

ওঁ উদ্বন্ধনে মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৭।
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৮।
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যে মৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৯।
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১০।
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১১।
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাস্থ চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১২
ওঁ পশুযোনি গতা যে চ পক্ষি-কীট-সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩।
ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।
ওঁ দিব্যন্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতস্য সংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৫।
ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেন বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্ত পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা। ১৬।
ওঁ যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং। ১৭।

ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরু-শ্বশুর-বন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ।
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্র-দারা-বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়া-লোপ-গতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপা আম-গর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ১৮।
ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশ জাতা,
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতাঃ
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত-সেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা,
দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চকৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতা—
স্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি" ॥ ১৯॥

এই মন্ত্রে ১৯টী পিণ্ডদান করিবে। তদনন্তর পিণ্ডের উপর হস্ত দ্বারায় কৃতাঞ্জলি পাঠ করিবে।

ওঁ মাহেন্দ্রে বিরজে চৈব গয়ায়াং জাহ্নবী তটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ং।

পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষাং বিকীরেৎ। লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" জল পাত্র সহ প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ সমুদয় পিণ্ডে তিনবার জল পরিসেচন করতঃ তর্পণোক্ত পিতাস্বর্গ ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা পিতৃভ্যো নমঃ" বলিয়া পিতৃগণের নমস্কার পূর্ব্বক "ওঁ পিত্রাদয়ঃ

ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। কিন্তু গয়াতে অপৃথক শ্রাদ্ধাদির নিষেধ প্রযুক্ত স্ত্রীষোড়শী অনুসারে (পরে লিখা যাইবে) পিণ্ডদান করিয়া—

ওঁ যে চ বো যে চাস্মানাসন্ যাশ্চ বো যাশ্চাস্মানাসংস্তে চাবাহয়ন্তাং তাশ্চাবাহয়ন্তাং তৃপ্যন্তু ভবন্তস্তৃপ্যন্তু।

ভবত্যস্তৃপ্যন্তু গোত্রান্ পুত্রানভিতর্পয়ন্তীবাপো মধুমতী রিমাঃ স্বধা।

পিতৃভ্যো মাতৃভ্যোঽমৃতং দুহানাআপো দেবীরুভয়াস্তর্পয়ন্তু তৃপ্যত তৃপ্যত। এই মন্ত্রে সমুদয় পিণ্ডের উপর তিনবার তিল মিশ্রিত জল সেচন করিবে।

স্ত্রীষোড়শী।

ইহাতে ষোড়শ পিণ্ডদানের মত যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
বন্ধুবর্গ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।

এই মন্ত্র দ্বারা আস্তৃত কুশে আবাহনাদি ও তিল জলাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত ষোড়শ পিণ্ডদানের মত করিবে, তৎপরে—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১।
ওঁ মাতামহকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ২।
ওঁ বন্ধুবর্গ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৩।
ওঁ অজাতদন্তা যাঃ কাশ্চিৎ যাশ্চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৪।
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যাঃ কাশ্চিন্নাগ্নি দগ্ধাস্তথা পরাঃ।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যাশ্চ তাভ্যঃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫।
ওঁ দাবদাহে মৃতা যাশ্চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যাঃ।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৬।
ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যাশ্চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যাঃ।
আত্মোপঘাতিন্যো যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৭।
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৮।
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যা মৃতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৯।
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যা গতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১০।
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ যা নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১১।

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যা স্থিতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১২।
ওঁ পশুযোনিগতা যাশ্চ পক্ষি-কীট-সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৩।
ওঁ জন্মান্তর সহস্রেষু ভ্রমন্ত্যঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যাসাং তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।
ওঁ যা কাচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে মাতরো মম।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫।
ওঁ ক্রিয়ালোপ গতা যাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৬।

এই মন্ত্রে পিণ্ডদানাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম ষোড়শ পিণ্ডদানবৎ করিবে।

মাতৃষোড়শী।

প্রথমতঃ ওঁ "অপহতা সুরা রক্ষাংসি বৈদিষদ" ইত্যাদি মন্ত্রে কতকগুলি তিল বিকিরণ করিবে, তৎপরে—

ওঁ গর্ত্তাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।
ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ২।

ওঁ শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৩।
ওঁ পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।
ওঁ অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫।
ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানি চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৬।
ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্ত ত্যাগং বিন্দতি যৎফলং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৭।
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৮।
ওঁ পুত্রব্যাধি সমাযুক্তং মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৯।
ওঁ যদা পুত্রং ন লভতে তদামাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১০।
ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভয়ং স্তনং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্। ১১।
ওঁ দিবা রাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১২।
ওঁ পূর্ণে তু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রামণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৩।

ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।
ওঁ অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্ত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫।
ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১৬।

এই ষোলটি মন্ত্রে ১৬টি পিণ্ড প্রদান করিবে। পিণ্ড দানান্তে "ওঁ মাতৃভ্যো নমঃ" বলিয়া মাতৃগণের নমস্কার করতঃ "ওঁ মাত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি (পার্ব্বণ বিধিমতে) করিবে।

শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানান্তে মন্মথগয়ার পূর্ব্বাংশে মুণ্ডন করিবে।

আবাহনং নচার্ঘ্যঞ্চ নচাগ্নৌ করণন্তথা।
পবিত্রং শোচনঞ্চৈব, তথাক্ষ্যয্যাব ধারণং।
তীর্থশ্রাদ্ধে বর্জ্জিতং স্যাৎ বাস সূত্র পদার্পণং॥

শ্রীশ্রীহরগৌরীর আরতি।

(১)

ওঁ জয় শিব ওঁকার (শিব) হর ভজ ওঁকার ব্রহ্মা বিষ্ণু চন্দ্রনাথ,
ভোলানাথ শম্ভুনাথ, অর্দ্ধাঙ্গী গৌরী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(২)

একানন চতুরানন পঞ্চানন রাজে, শিব পঞ্চানন রাজে,
হংসাসন গরুড়াসন বৃষবাহন সাজে ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৩)

অক্ষ মালা বন মালা রুণ্ড মালা ধারী, শিবরুণ্ড মালাধারী,
চন্দন মৃগ মধু লেপন ভালে শশিধারী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৪)

দ্বিভুজা চতুর্ভুজা ষড়ভুজা অষ্টভুজা তোমা শোভে,
শিব দশভুজা তোমা শোভে,
তিনরূপ নিরাকার শঙ্কররূপ নিরাকার ত্রিভুবন জগমোহ
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৫)

পীতাম্বর চিতাম্বর বাঘাম্বর অঙ্গে, শিব বাঘাম্বর অঙ্গে,
শৌনকদিক প্রভূতাদিক ভূতাধিক সঙ্গে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৬)

গায়ত্রী সাবিত্রী লক্ষ্মী পার্ব্বতী সঙ্গে, শিব ঐ অর্দ্ধাঙ্গী গৌরাঙ্গী
অর্দ্ধাঙ্গী প্রিয়াসঙ্গী শিব গৌরী সঙ্গে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৭)

কর মধ্যে কর মণ্ডল চক্র ত্রিশূলধর্ত্তা, শিব ঐ দুঃখ হর্ত্তা
সুখ কর্ত্তা যুগে পালন কর্ত্তা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৮)

ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব তিন অন্তর নাহি করোনা,

হরি হর জগতে ব্রহ্মা,

শিব শিব রটতে বিষ্ণু ভব সাগরোত্তরণম্,

ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৯)

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্রিভুবন কি রাজা,

শিব ঐ চারিবেদ উচ্চারত,

শঙ্কর বেদ বিশারদ অনাহত কি ভাজা,

ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১০)

চৌষট্টি যোগিনী মঙ্গল আরতি নৃত্য করয়ে ভৈরব,

শিব ঐ বাজিছে তালমৃদঙ্গ,

বাজিছে শঙ্খ মৃদঙ্গ, আরো বাজিছে ডমরু,

ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১১)

শিবজিকে কানমে কুণ্ডল গলে মতিয়ার মালা, শিব ঐ জটামে গঙ্গা বিরাজিছে উড়িছে মৃগমালা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১২)

নাথ বিরাজিছে নন্দ ব্রহ্মচারী
শিব ঐ নিত্য নিত্য ভোগ লাগাওত
মঙ্গল গাওত মহিমা অতিভারী
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১৩)

শম্ভুনাথ কি আরতি নিশাদিন পড়িগাবে,
শিবসরী দিন গাবে,
ভজত শিবানন্দ স্বামী জপত, হর হর স্বামী (মন)
ইচ্ছা ফল পাবে।

চন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য গীতাবলী।

১নং গান।

সুন্দর দয়াল গুরু।
বাসনা পুরাতে ভবে তুমি কল্পতরু॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি কালী তুমি জিষ্ণু
তুমি হরি তুমি কৃষ্ণ, তুমি সুর গুরু।
হে শম্ভো! জগৎ গুরু, ভবকাজ হ'ল সুরু,
সাধি যেন অনায়াসে চাহি মাত্র গুরু॥

২নং গান।

যাও চন্দ্রশেখরে নেহার রূপ তাঁরি।
অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি জটাজূট ধারী॥
গৌরীপীঠ স্বর্ণ ধারা, বহে গঙ্গা মনোহরা,
বামে বিরাজেন মাতা দেখ আঁখি ভরি।
শম্ভুনাথ নাম করে, পাখী জপ স্তব করে,
অবোধ মানব কেন র'লে ভ্রমে পড়ি॥
যদি তাঁরে দেখতে চাও, জ্ঞান চক্ষু মেলে দাও,
মানসে হরষে পূজ দৃঢ় ভক্তি করি।
শুন হে ভারতবাসী, শ্রীচন্দ্রশেখরে আসি,
পূজহে যতনে তাঁরে দিয়ে বিল্ব বারি॥
পাথরেতে জ্যোতি জ্বলে, শিব যোগ নেত্রানলে,
প্রকৃত শান্তির স্থান এ কৈলাসপুরী॥

৩নং গান।

চট্টলে দক্ষিণ বাহু পড়েছে মা অভয়ার।
(কত) যোগী ঋষি পূজে বসি ঐ রাঙ্গা চরণ সার।
ব্যাসকুণ্ডে ব্যাস মুনি পূজে নিত্য শূলপাণি,
বটুক ভৈরব চণ্ডী বটু বৃক্ষ পূজে আর।
রাম সীতা লোক ত্রাতা, পূজে গিয়ে গৌরীমাতা·
স্বয়ম্ভুবাসিনী পূজে শম্ভুনাথ অনিবার॥

পূজ প্রেম ভক্তিভরে হৃদি পদ্মে যত্ন করে,
নির্গুণা প্রকৃতি পূজ ব্রহ্মময়ী সারাৎসার।
দীনহীন এই কয় শক্তিপূর্ণ ব্রহ্মময়,
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম শক্তি ব্রহ্ম একাকার॥
শিব নেত্র জ্যোতির্ম্ময় দরশনে পাপক্ষয়,
রাম লক্ষ্মণ সীতাকুণ্ড বৃষনাভি কুণ্ড আর।
ক্রমদীশ শম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ চন্দ্রনাথ,
যে নর দর্শন করে পুনর্জ্জন্ম হয় না তার॥
কোটীলিঙ্গ মনোহর পূজরে পাতালেশ্বর,
সুরধনী মন্দাকিনী বহে কিবা চমৎকার।
দেখিবে বাড়বানলে জলেতে অনল জ্বলে,
এমন প্রত্যক্ষতীর্থ ভবে কোথা পাবি আর॥

---

৪ নং গান।

সদাই শিবরাম শিবরাম বলরে আমার মন।
অন্তিম কালেতে হবে কৈলাসে গমন॥
একেত আনন্দ কানন তাহে বারাণসী,
বামে বিরাজেন মাতা উমা পূর্ণশশী ;
নিত্যমণিকর্ণিকায় স্নান দান ধ্যান,
পূজা কর হর গৌরীর যুগল চরণ।
কাল ভৈরব আদি করি করছে আকর্ষণ,
পাপী তাপী মিলে সবে কররে দর্শন॥

বাবা আমার জগৎরাজা মাতা জগৎরাণী,
ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল সদা দিচ্ছেন তিনি।
গাছের ফল নয়রে বাবা গাছের ফল নয়,
অক্ষয় অমর ফল ফলিবে নিশ্চয় ;
শিবময় শিবময় শিবময় কাশী,
নয়ন মুদে দেখ্‌রে হৃদে শিব আছেন বসি।
মহাকাল দ্বারপাল সহিত নগর পাল,
ত্বরায় এসে দেখ সবে ত্রাহি কালাকাল ;
হরির গুরু হরানন্দ দেখ্‌রে জগজ্জন,
মা আমার পূর্ণানন্দ (দেখ) যুগল মিলন ॥
জরা ব্যাধি আর হবে না হরি হরি বল,
হরিপুরের এ নিশানা চন্দ্রনাথে চল ;
বাবা কল্পতরু হ'য়ে প্রেম বিলাবে ভবে,
মা আমার অন্নদানে রক্ষা করে সবে ;
চল চল পামর মন চন্দ্রনাথে চল,
শম্ভু দরশনে পাপ ঘুচিবে সকল ;
গঙ্গাজল বিল্বদল করি আহরণ
একাসনে হর গৌরী কররে পূজন।

অথ ষোড়শ দানের নিয়মাবলী।

ভূমি শয্যা গোদানে ইয়ং স্ত্রিলিঙ্গেতি বিশেষঃ।
গন্ধ দীপ দানে অয়ং পুংলিঙ্গেতি বিশেষঃ।
ভিন্ন একাদশদানে ইদং নপুংসক লিঙ্গেতি বিশেষঃ।

ভূম্যাসনং বস্ত্র জলং অন্নদীপঞ্চ তাম্বূলং।
স্বর্ণ রৌপ্য ছত্রফলং গন্ধ মাল্যঞ্চ পাদুকা।
শয্যা চৈব তথা শৃঙ্গি দানমেতানি ষোড়শ—

অর্থাৎ

ভূমি, আসন, বস্ত্র, জল, অন্ন, প্রদীপ, তাম্বুল, স্বর্ণ, রৌপ্য, ছত্র, ফল, গন্ধ, মাল্য, পাদুকা, শয্যা ও শৃঙ্গি। এই ষোলটী জিনিস পর পর দান করার নাম ষোড়শ দান।

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বুলকং ফলং।
গন্ধ শ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গীচ দ্বাদশ॥

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বুল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, শৃঙ্গী এই দ্বাদশ দান করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে—
ভূম্যাসনং জলং বস্ত্র প্রদীপান্নং

ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, এই ছয় খানা দান আবশ্যক করিতে হইবে। নতুবা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান সম্পূর্ণ হয় না। শক্তি পরিমাণে দান না করিলে তীর্থ কার্য্যে সম্পূর্ণ ফল হয় না।

গুরু পূজা, আদৌ বাক্যবাচকং বৃণুয়াৎ। যথা কর্ত্তা ওঁ

সাধু ভবানাস্তাং, ইতিপৃচ্ছেৎ। ওঁ সাধ্বহমাসে। ইত্যুত্তরম্। কর্ত্তা ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং, ওঁ অর্চ্চয়। ইত্যুত্তরম্।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, পুনরাচনীয়ং দত্বা। দূর্ব্বাতণ্ডুলৈর্জানু বিধৃত্য বরয়েৎ। ওঁ অদ্যামুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা কর্ত্তব্য সবস্ত্রভূম্যাদি ষোড়শ দান কর্ম্মণি বাক্য বাচক কর্ম্ম করণায় অমুক গোত্রং শ্রী অমুক দেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। কর্ম্মণি স্থলে প্রতিনিধিশ্চেৎ কর্ম্মসু ইতি বিশেষঃ।

পরার্থে অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ হি প্রোক্তব্যং।

অর্চ্চনা।

ওঁ সবস্ত্রায়ৈ, সশষ্যায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ তস্যৈ ভূম্যৈ নম ইতি ত্রিরভ্যর্চ্চ্য এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। ইতি ত্রিরুচ্চার্য্য।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ সবস্ত্রাং সশষ্যাং প্রিয়দত্তাং এতাং ভূমিং শিবদেবতাকাং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

দক্ষিণা।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ সবস্ত্র প্রিয়দত্ত তৎভূমি দানকর্ম্ম

প্রতিষ্ঠার্থং দাক্ষিণাং কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং রজতং শ্রীশিবদৈবতং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

ওঁ সবস্ত্র সশষ্য প্রিয়দত্তা সা ভূমিঃ শিবদেবতাকা।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ সবস্ত্র সশষ্য প্রিয়দত্ত তৎভূমি দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। আসনদান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদি পূর্ব্ববৎ।

দ্বাদশদান তদভাবে ষড়্‌দান।

আসন দান—ওঁ সবস্ত্র কাষ্ঠাসনায় নমঃ, তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ, ওঁ হরিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু নমঃ হরি ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত করিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিব প্রীতি কামঃ ইদং কাষ্ঠাসনং শিবদৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ২॥

বস্ত্রদান—ওঁ সবস্ত্র-বস্ত্র-যুগলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃপুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি-কাম ইদং বস্ত্র যুগ্মং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৪।

জলদান—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলায় নমঃ। পূর্ব্ববৎ সমস্ত করিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি-কামঃ ইদং সবস্ত্রং তৈজসাধার-জলং শিবদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৩।

অন্নদান—ওঁ সবস্ত্র-কাংস্যাধার-ঘৃত-শর্করা-সমেত-কাংস্যাধার সোপকরণামান্নায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ অমুক-দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি

কামঃ ইদং সবস্ত্র-কাংস্যাধার-ঘৃত-শর্করাদি-সমেত-কাংস্যাধার-সোপকরণামান্নং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৬।

* দীপদান—ওঁ তৈজস-যষ্ঠ্যধিকরণক-তৈজসাধার দীপায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতিকাম ইমং সবস্ত্র-তৈজস যষ্ঠ্যধিকরণক-তৈজসাধার-দীপং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৫।

তাম্বূল—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার তাম্বূলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি কামঃ ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার তাম্বূলং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৭।

কাঞ্চন—ওঁ সবস্ত্র কাঞ্চনায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃপুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ ইদং সবস্ত্র কাঞ্চনং শিবদৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৫।

রজত—ওঁ সবস্ত্র-রজতায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃপুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশিব-প্রীতিকামঃ ইদং সবস্ত্র রজতং শিবদৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদে। ১৬।

---

* দানের জিনিষ তৈজসের পরিবর্ত্তে রজতের কি কাঞ্চনের হইলে রজতাধার কি কাঞ্চনাধার বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

ছত্র—ওঁ সবস্ত্রচ্ছত্রায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি কামঃ ইদং সবস্ত্রচ্ছত্রং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৮।

ফল—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-ফলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতি-কামঃ ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার ফলং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৯।

গন্ধ—ওঁ সবস্ত্র তৈজসাধার গন্ধায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিব-প্রীতি-কামঃ ইমং সবস্ত্র তৈজসাধার গন্ধং শিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১০।

মাল্য—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার মাল্যায় নমঃ। তৎসপ্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিব-প্রীতি-কামঃ ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার মাল্যং শিব-দৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১১।

পাদুকা—ওঁ সবস্ত্র-পাদুকা-যুগলায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিব-প্রীতিকামঃ ইদং সবস্ত্র-পাদুকা-যুগলং শ্রীশিবদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১২।

শয্যা—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-জল-তৈজসাধার-পিধান-পূর্ণান্বিত তৈজসাধার পিধান তাম্বূল তৈজসাচমনীয় পাত্র সমেতায়ৈ সোপ-

করণায়ৈ শয্যায়ৈ নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ ইমাং সবস্ত্রাং তৈজসাধার জল তৈজসাধার পিধান পূর্ণান্বিত তৈজসাধার তাম্বূল তৈজসাচমনীয় পাত্র সমেতাং সোপকরণাং শয্যাং শিবদেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৩।

গো-দান—ওঁ সবস্ত্রায়ৈ সালঙ্কারায়ৈ গবে নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু।

কৃতাঞ্জলি—

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্বস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মী র্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্যচ।
যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে।
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্ক ঋক্ষ শক্তি র্যা সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে।
স্বধা ত্বম্ পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপ-হরা ধেনুর্ম্ম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোক-নিমিত্তাঞ্চ সর্ব্বকাম-প্রদামপি।
প্রযচ্ছামি মহাভাগাং মোক্ষায়চ শুভায় তাম্।

দানমন্ত্র—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিব প্রীতিকামঃ ইমাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং গাং রুদ্র-দেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৪।

ষোড়শদানের দক্ষিণা—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-সশস্য-প্রিয়দত্ত-ভূম্যাদি-ষোড়শদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং রজতং বা স্বর্ণখণ্ডং অথবা হরীতকীফলমর্চ্চিতং শ্রীশিব দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

ষোড়শদান সাঙ্গতার্থে ভোজ্যোৎসর্গ ওঁ সবস্ত্র ভোজ্যায় নমঃ, তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুঃ পুনাতু, তিনবার বলিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ভূম্যাদি ষোড়শদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইদং সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্য মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

দক্ষিণাদি—পূর্ব্ববৎ।

তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধম্।

পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক, কুশহস্ত ও তিলক বিশিষ্ট হইয়া

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যংবরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

মন্ত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ গণেশাদিকে পূজাপূর্ব্বক (শ্রাদ্ধরপর দান নিষেধ, এই যাচকাদি নিমিত্ত অগ্রে) ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। সর্ব্বত্র শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা ওঁকার এবং স্বধা স্থানে নমঃ বলিবেন, ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিবে না, ব্রাহ্মণদ্বারা পড়াইবে।

(ভোজ্যাৎসর্গ)

বাম হস্ত দ্বারা ভোজ্য ধরিয়া "ওঁ সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যায় নমঃ" তিনবার এই মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ এই দুইটী মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নারায়ণকে দিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেব শর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ (এই ক্রমে প্রপিতামহ, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ, ইহাদের গোত্র সম্বন্ধ নামোল্লেখ করিয়া) চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে, পুনশ্চ পিতৃ হইতে বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের গোত্র নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ কাম ইদং সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীশিবদৈবতং যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ কৃতৈতৎ সোপ-করণ ভোজ্যদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাতৎ কাঞ্চন মূল্যং হরীতকী

ফলমর্চ্চিতং শিবদৈবতং যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। এই মন্ত্রে দক্ষিণাও করিবে।

তৎপরে পঞ্চোপচারে (গন্ধ পুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য) ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ পূজান্তে ইদং সঘৃত সোপকরণামান্নং ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। বিষ্ণুস্মরণ করিয়া ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজাপূর্ব্বক এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। (অর্থাৎ সর্ব্বত্র পিতৃ পক্ষে বামজানু পাতিয়া ও দক্ষিণ জানু উন্নত রাখিয়া দক্ষিণাস্য ও যজ্ঞোপ-বীতের সহিত বিপরীত উত্তরীয় হইয়া এবং পিতৃতীর্থ দ্বারা স্বধান্ত মন্ত্রে প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে—ইহার নাম পিতৃ রীতি। ক্রমে তিল তুলসী, ও মোটক লইয়া এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ সঘৃত সোকরণামান্নভোজ্যং ওঁ এতৎভূস্বামি পিতৃভ্যঃ স্বধা মন্ত্রে ভোজ্যের উপর দিবে। ক্রমে ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে স্নান করাইয়া এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ এই ক্রমে পূজান্তে তিন ব্রাহ্মণের আসনে দিবে। দুই গাছি প্রাগগ্র কুশা এবং পিতৃ পক্ষে ও মাতামহ পক্ষে এক এক গাছি দক্ষিণাগ্র কুশা (ব্রাহ্মণাসমর্থে) দিয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্বে তাম্বুল রাখিবে। তাহার উপর দিকে পশ্চিমাগ্র এবং মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্র করাইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে।

অনুজ্ঞা। দৈবে জল দিয়া করযোড়ে শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা লইবে। অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য

পিতুরমুক দেব শর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ এইক্রমে মাতামহস্য ইত্যাদীনাং বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরুরবোর্মাদ্রবসৌবিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণে হহং করিষ্যে।

ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবাক্য পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বামাবর্ত্তে (প্রায় সর্ব্বত্র দৈবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষ বামাবর্ত্তে আসিতে হইবে) পিতৃপক্ষে আসিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ এইক্রমে প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ চন্দ্রশেখর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে। মাতামহাদিত্রয়েরও এইরূপে গোত্রনামোল্লেখাদি দ্বারা অনুজ্ঞা করিতে হইবে এবং কুরুষ্ব প্রতিবাক্য গ্রহণ করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি। এই মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক একটু গঙ্গা মৃত্তিকা বা তুলসী মৃত্তিকা সম্মুখস্থ জলে গুলিয়া ঐ জল একটু শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদিতে দিয়া "ওঁ রক্ষোঘ্নমুদক মসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্ব" গঙ্গোদকে অস্মিন্ শ্রাদ্ধে গঙ্গোদকত্বং রক্ষোঘ্নমসি" বলিবে। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শির স্থানীয় পাত্রে রক্ষোঘ্নজল এবং ব্রাহ্মণদিগকে একটু জল দিবে।

আসনদান দৈব ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে একটী ত্রিপত্র রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া "ওঁ পুরুরবোর্মাদ্র বসে বিশ্বেদেবা এতদ্বোদর্ভাসনং নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষ

ব্রাহ্মণের বাম পার্শ্বে একটী মোটক রাখিয়া পিতৃরীতিক্রমে ধরিয়া বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্র পিতরমুক দেব শর্ম্মন্নমুক গোত্রঃ পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং নমঃ ওঁ যে চাত্রত্বা মনুষ্যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা", এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ পিতৃরীতিতে মোটক ধরিয়া উৎসর্গ করিবে।

(তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন অর্ঘ্য নাই)

দৈব রীতি ক্রমে যব (সর্ব্বত্র দৈবে তিল স্থানে যব গ্রাহ্য) লইয়া ও বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে। (ওঁ আবাহয় প্রতিবাক্য)

ওঁ বিশ্বেদেবাঃ স আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ ইদং বর্হি র্নিষীদতঃ ।১। যব ছড়াইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক—

ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যেমে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যে অগ্নি জিহ্বা উতবা যজত্রা আসাদ্যস্মিন্ বর্হিষিমাদয়ধ্বম্ । ২ ।

ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহরাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্থং রাজন পারয়ামসি । ৩ ।

পরে পিতৃরীতি ক্রমে তিল গ্রহণ করিয়া ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে (ওঁ আবাহয় প্রতিবাক্য লইয়া) ওঁ এতপিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিনেভির্দ্দেহস্মভ্যং দ্রবিনেহভদ্রং রয়িঞ্চনঃ সর্ব্ববীরং নিষচ্ছত । ৪ ।

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে । ৫ ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তা

পথির্ভির্দ্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তুতেঽবন্ত্বস্মান্।
।৬। আবাহন পূর্ব্বক—ওঁ অপহতা সুরারক্ষাংসিবেদিষদঃ এই মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘ্য জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈব ব্রাহ্মণ নিকটে পূর্ব্বাগ্র কুশার উপর একটী এবং পিতৃ ব্রাহ্মণ নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশার উপর তিনটী, ঐ রূপে কুশার উপর মাতামহ পক্ষে আর তিনটী অর্ঘ্য পাত্র স্থাপন করিবে।

ওঁ পবিত্রেস্থৌ বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে সাগ্র পবিত্র বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তে লইয়া নখ ব্যতিরিক্ত অস্ত্রদ্বারা মূলভাগ ছেদন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা জলের ছিটা দিয়া, ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতেস্থ বলিয়া, দৈবাদি-ক্রমে সপ্ত পাত্রে প্রত্যেক এই ক্রমে সপ্ত পবিত্র স্থাপন করিবে।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি-শ্রবন্তুনঃ। ৭।

এই মন্ত্রে পবিত্রের উপর দৈবাদিক্রমে জল দিয়া দৈবে—ওঁ যবোঽসি যবয়াস্ম দ্দেশো যবয়ারাতি র্দিবেত্ত্বা অন্তরীক্ষয়ত্বা পৃথি-ব্যৈত্বা শুন্ধতাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদন মসি। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্রের উপর যব দিবে। ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেব নির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহিনঃ স্বাহা। ৯।

এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় প্রত্যেক পাত্রে তিল প্রদান করিবে। পরে দৈবাদি ক্রমে প্রতি পাত্রে ক্রমশঃ অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্পগর্ভশূন্য দূর্ব্বা ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। দৈবাদিক্রমে এক

এক গাছা কুশ দ্বারা অর্ঘ্য আচ্ছাদন করিয়া—ওঁ অচ্ছিদ্রাস্ত্বর্ঘ্য পাত্রানিসন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া ঐ কুশ স্বীয় বাম পার্শ্বে রাখিবে। ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং বলিয়া, (অর্ঘ্য পাত্র হইতে) দৈবে পূর্ব্বাগ্র এবং পিতৃ পক্ষে ও মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্র পবিত্র সমুদয় দিয়া জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ (অন্যত্র হইতে) ব্রাহ্মণকে জল ও পুষ্প দিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। বাম করতলে অর্ঘ্য পাত্র উঠাইয়া লইয়া, তাহার উপর অধোমুখ দক্ষিণ করতল আচ্ছাদন করিয়া—

ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সাসম্ভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উৎপার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু। ১০।

এই মন্ত্র পাঠান্তে ভূমিতে রাখিয়া, উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া, ওঁ পুরুরবোর্মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ।" এই মন্ত্রে দৈব ব্রাহ্মণে পুষ্প জলসহ অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে, দক্ষিণা মুখাদি পিতৃরীতি দ্বারা পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র, জলান্তর, পুষ্পান্তর, একদা দুই দিকেই দিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ বলিয়া পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য পাত্র করতলে লইয়া, যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূমিতে রাখিয়া পিতৃ রীতিতে ধরিয়া, ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চত্বমনুতস্মৈতে স্বধা।

এই মন্ত্রে পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া পিতামহাদি পক্ষকেও

যথাক্রমে অর্ঘ্য দান করিবে। (সকল পাত্রেই কিঞ্চিৎ জল থাকা চাই) পরে পিতামহাদি ছয় পুরুষের অর্ঘ্য পাত্রাবশিষ্ট জল পিতৃ পাত্রে সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া, স্বীয় বামপার্শ্বে কুশার উপর ন্যুব্জ উল্টাইয়া পিতৃপাত্র উপরে ও প্রপিতামহ পাত্র নিম্নে যেরূপ হয় করিয়া সংস্থাপন করিবে।—মন্ত্র—ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি। ১১।

গন্ধাদি দান—দৈবে, পাত্রের উপর বস্ত্র (বস্ত্র অতি দরকারী) ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এতানিবো গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাচ্ছাদনানি নমঃ। মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া এষঃ বোগন্ধ এতদ্বঃ-পুষ্পং এষবো ধূপঃ এষবো দীপঃ এতদ্ব আচ্ছাদনং যথাক্রমে দৈব ব্রাহ্মণকে দিবে। বিপরীতোত্তরীয় হইয়া ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ পুষ্প ধূপ-দীপাচ্ছদনানি ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনুতস্মৈতে স্বধা। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া এষতে গন্ধ এতত্তে পুষ্পং এষতে ধূপঃ এষতে দীপঃ এতত্ত অচ্ছাদনং একত্র করিয়া দ্রব্য সকল পিতৃ ব্রাহ্মণকে দিবে। এইরূপে মাতামহাদিত্রয়ের নামোল্লেখ করিয়া নিবেদন পূর্ব্বক ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। সমর্থ হইলে (আসনাদি দানের ন্যায় গোত্র নামোল্লেখ করিয়া) যজ্ঞোপবীত দান করিবে। পরে দৈবে যবযুক্ত ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল তুলসীযুক্ত পানীয় জল পাত্রত্রয় সংস্থাপন করিয়া রাখিবে।

অন্নদান। তিন ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ কুশাদি অপসারণ পূর্ব্বক

স্থান পরিষ্কার করিয়া, দৈবে ঈশানকোণ হইতে জলদ্বারা দক্ষিণা-বর্ত্তে প্রাগগ্র চারিকোণ মণ্ডল এবং পিতৃপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল। ঐরূপ মাতামহ পক্ষেও আর একটী মণ্ডল করিবে। এবং যথাক্রমে ভোজন পাত্র তিনটী রাখিবে। অগ্নৌকরণ, দৈবও পিতৃব্রাহ্মণের মধ্যস্থানে জলপূর্ণ একটী পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক দৈব বা পিতৃরীতিক্রমে আর একটী পাত্রে কেবল সঘৃত অন্ন লইয়া ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) ওঁ স্বাহা বলিয়া ঐ জলে করস্থিত পাত্র হইতে (একটী মোটক দ্বারা) কিঞ্চিৎ অন্ন নিক্ষেপ করিয়া হোম করিবে। (তীর্থে অগ্নৌকরণ অনাবশ্যক) ওঁ সোমায় পিতৃমতে বলিবে এবং ওঁ স্বাহা বলিয়া পুনশ্চ হোম করিয়া ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায়। ১২ বলিবে এবং অমন্ত্রক দুইবার হোম করিবে। পরে দৈব পাত্রে দুইবার পিতৃপাত্রে ও মাতামহ পাত্রে তিনবার অল্প অল্প ঐ অন্ন দিবে। পিণ্ডার্থ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন রাখিবে। দৈবরীতিতে দৈবপাত্রে অধোমুখ বাম কর পৃষ্ঠ মূলের উপর দক্ষিণ করতলের মূলদেশ স্থাপন করিয়া মন্ত্র পড়িবে। ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা। ১৩। এবং পিতৃ-রীতিতে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ঐরূপ হস্ত চিতভাবে রাখিয়া পৃথিবীতে মন্ত্র দুইবার পাঠ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে, ঈষদুষ্ণ প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন দধিমধু ও উপকরণাদি দুই হস্ত দ্বারা পরিবেশন করিয়া দৈব অন্নে দক্ষিণ-অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠের মধ্যভাগ স্থাপন পূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষ মদীয়ং বলিবে। পিতৃ অন্নে পিতৃরীতিতে ঐরূপ

অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষ এই মন্ত্র অথবা তিনদিকেই ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধানিদধে পদং সমূঢ় মস্য পাংশুলে, ইদং হবিঃ। ১৪। এই মন্ত্র পড়িবে। মাতামহ পক্ষে ও এইরূপ, পরে দৈব পক্ষীয় অন্নে অমন্ত্রক যব নিক্ষেপ করিয়া পিতৃপক্ষে ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। ১৫। এই মন্ত্রে তিল নিক্ষেপ ও ঘৃত দান করিবে। অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ওঁ মাধ্বির্নঃসন্তোষধীর্ম্মধুনোক্ত মুতোষসোর্ম্মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নোবনস্পতির্ম্মধুমাংস্তু সূর্য্যোমাধ্বীর্গাবোভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। ১৬। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অন্ন প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া বামহস্ত দ্বারা দৈবরীতিক্রমে তুলসী ত্রিপত্র ও যবযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্ত জলে রাখিয়া উৎসর্গ করিবে। ওঁ পুরূরবোর্মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ। কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবি এতান্যুপকরণানি যথা সুখং বাগযতাঃ স্বদতঃ বলিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতা জপ করিয়া, অন্নপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণে জল দিয়া, পিতৃরীতিক্রমে মোটক ও তিল তুলসী যুক্ত অন্ন পাত্র ধরিয়া অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং সতিলোদকং ওঁ যেচাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—ইদমন্নং ইমাঃ সতিলা আপঃ

ইদং হবিরেতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগযতাঃ স্বদত। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করযোড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্ত মাতামহ পক্ষেও এইরূপ করিবে। পরে সাতটা পিণ্ডের পরিমাণ সঘৃত অন্ন, দধি, মধু ও রম্ভাদি উপকরণ একটী পাত্রে একত্রিত করিয়া মাখিতে মাখিতে পিতৃ-রীতিতে থাকিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা গায়ত্রী ওঁ মধুবাতা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক, ওঁ যজ্ঞেশ্বরোহব্য সমস্তকব্য ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র তৎসন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো রক্ষাংস্যংশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োব্রুবন্ বর্ণাশ্রমে তরাণাং নোব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। মন্বত্রিবিষ্ণু হারিত যাজ্ঞবল্ক্যো শনোঙ্গিরা যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতীপরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ শাতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্দঃ কর্ণঃ শকুনি স্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্দোহর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা, মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ, চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ, প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুয়ং তেভ্যোঽবসীদত। তিল তুলসী মোটকযুক্ত একটী পিণ্ড লইয়া অন্বারব্ধ বামহস্ত দ্বারা জল পাত্র গ্রহণান্তর। ওঁ

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তাযান্তু পরাং গতিং। ১৭।

ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ। ১৮।

এই মন্ত্র পড়িয়া সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থদ্বারা ত্রিকুশার উপর দিয়া গয়াগঙ্গা হরি বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে। পরে উত্তমরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

পিণ্ডদান—আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে এবং গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিবে। ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়ং জিজ্ঞাসা করিবে। ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং (প্রত্যুত্তর) ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ (প্রতিবাক্য) পূর্ব্বদত্ত পিতা ও মাতামহ অন্ন পাত্রের সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার করিবে।

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবাময়া রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ সঙ্ঘাহতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে। ১৯।

এই মন্ত্র পড়িয়া নৈঋত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে জলদ্বারা উদ্ধোর্দ্ধ তিনটী চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তৎপূর্ব্ব পার্শ্বে মাতামহ পক্ষেও ঐরূপ মণ্ডল করিবে। দুইগাছা মাত্র কুশাদ্বারা ওঁ অপহতাঽসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং এই মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে দক্ষিণাগ্র এক একটী রেখা অঙ্কিত করিবে ও কুশাদ্বয় উত্তর দিকে প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে উভয় মণ্ডলে কুশাগুচ্ছ বিস্তার করিয়া জলের ছিটা দিয়া—

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবস্থিতি। এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাস্তো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিনেভির্দ্দত্তা হস্মভ্যং দ্রবীনে হ ভদ্রং রয়িঞ্চনঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।

এই মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া আবাহন করিবে। পরে তিল তুলসী যুক্ত মোটক ঐ কুশাগুলি বাম হস্ত দ্বারা (পিতৃরীতিতে) দক্ষিণ হস্ত জলে রাখিয়া—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ, ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্ব মনুতস্মৈতে স্বধা। ২০। এই মন্ত্রে অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে করিয়া উহার মূলে জল দিবে, এবং পুষ্প যুক্ত জল পাত্র হইতে ঐ কুশার মধ্যস্থানে ও অগ্রদেশে পিতার ন্যায় পিতামহ এবং প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে; ঐরূপে মাতামহ পক্ষেও যথাক্রমে জল দিবে। তৎপরে অগ্নৌকরণ শেষ সংযুক্ত বিল্ব প্রমাণ ছয়টী পিণ্ডের একটী লইয়া তিল তুলসী মোটক দিয়া ওঁ মধুবাতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ওঁ অক্ষন্নমীমদন্তহ্যবপ্রিয়া অধুষত অস্তোষত স্বভানবোবিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতীয়োযান্বিন্দ্র তে হরিঃ। ২১। এই মন্ত্র পড়িয়া উৎসর্গের ক্রমে অন্বারব্ধ বাম হস্ত হইয়া—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষ তে সতিলোদক পিণ্ডঃ ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আস্তৃত কুশার মূলে পিণ্ড দিবে। ওঁ মধুবাতা ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত পড়িয়া গোত্রাদি উচ্চারণ করতঃ পিতামহ ও প্রপিতামহকে এবং মাতামহাদি তিন জনকে যথাক্রমে আস্তৃত কুশার মূল মধ্য ও

অগ্রদেশ ঈষৎ সংলগ্ন করিয়া পিণ্ড দিতে হইবে। পাত্রাবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে পিতৃ পিণ্ডের নীচে আস্তৃত কুশার মূল দ্বারা ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং মন্ত্র বলিয়া (ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের উদ্দেশে) দক্ষিণ করতল ঘসিয়া দিবে। পরে আচমন ও হরি স্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জল দিয়া ক্রমে পিত্রাদি ষট্‌পুরুষকে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যবনেজন স্থানে পুনশ্চ গোত্র নামোচ্চারণ করিয়া (অবনেনিক্ষ মন্ত্রে) যথাক্রমে ঐ জল দিবে, পরে শ্বাস রোধ করিয়া পিতৃদিগকে (তেজোময় মূর্ত্তি) চিন্তাপূর্ব্বক মস্তকের উপর যুক্ত কর বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উত্তরাস্য হইয়া—

ওঁ অত্র পিতরোমাদয়ধ্বং যথা ভাগমা বৃষায়ধ্বং।

ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথা ভাগমাবৃষায়িষতঃ। ২২।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। ওঁ নমোবঃ পিতরঃ পিতরো নমোবঃ ওঁ গৃহান্নঃ পিতরোদত্ত ওঁ সদোবঃ পিতরোদিস্ম। ২৩।

তৎপরে ওঁ এতদ্বঃ পিতরোবাসঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ছয় পিণ্ডের উপর সূত্র প্রদান করিয়া উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া উৎসর্গ করিবে, ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষতে বাস ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা এই প্রকারে প্রত্যেক উৎসর্গ করিয়া যথাক্রমে সকলকে বাসদান করিবে। পরে ধূপ, দীপ, জ্বালিয়া ছয় পিণ্ডের উপর গন্ধ, পুষ্প ও তাম্বূল দিয়া পিতৃগণকে অমন্ত্রক পূজা করিয়া পিত্রাদিত্রয়কে আদিত্য বসু ও রুদ্র মূর্ত্তিস্বরূপে

চিন্তা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায়চ নমোনমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবেচ নমঃসদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায়চ। মাস সম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবেসেভ্যো নমোনমঃ। ২৫।

ষড়ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ। ওঁ পিণ্ডাঃ সম্পন্নাঃ সুসম্পন্নাঃ প্রতিবাক্য বলিয়া পিণ্ডে জল দিবে। পিণ্ডা গয়াং গচ্ছত বলিয়া পিণ্ড ছয়টী পশ্চিমের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এস্থলে ব্যবহার আছে।

ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবাক্য সর্ব্বত্র) এই মন্ত্রটী তিন পক্ষেই মাটীতে জল দিবে। ওঁ শিবা আপঃ সন্ত" (ওঁ সন্ত প্রতিবাক্য) ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে। ওঁ সৌমনস্যমস্ত (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পুষ্প দিবে। অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত (ওঁ অস্ত) ব্রাহ্মণকে যব (অভাবে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল) দিবে।

ওঁ অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্ত। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকে ও পৃথক্ পৃথক্ নামে গোত্র উল্লেখে ঐ জল দিতে হইবে। পরে করযোড়ে বলিবে—ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত (ওঁ সন্ত প্রতিবচন) ওঁ গোত্রং নোবর্দ্ধতাং (ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবচন)। ২৭।

পরে পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণের পার্শ্বস্থ অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় পবিত্র খুলিয়া একগাছি লইয়া অপর একটী কুশার সহিত প্রত্যেক পিণ্ডের উপর দিয়া ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে ওঁ বাচ্যতাং এই প্রতিবাক্য

লইয়া—ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং। ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং। এইরূপ প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক (মাতামহাদিত্রয়ের পিণ্ডেও) সপবিত্র কুশাপ্রদান করিবে। শেষে একবার ওঁ অস্তু স্বধা প্রতিবাক্য বলাইবে। তৎপরে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া—ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়তমে পিতৄন্। ২৮।

দক্ষিণান্ত—অগ্রে পিতৃপক্ষে অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজত মূল্যং (দক্ষিণা বর্ত্তমানে রজতমর্চ্চিতং) শিবদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। মাহামহ পক্ষেও এইরূপ দক্ষিণান্ত হইবে।

ওঁ অদ্যেত্যাদি ষট্ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া পিতা হইতে বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর তীর্থ-প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে কৃতে—ওঁ পুরুরবো র্মাদ্রবসৌ বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং হরীতকী ফলমর্চ্চিতং শিব দৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং (প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য)।

এই মন্ত্রে দৈব ব্রাহ্মণকে জল দিবে। ওঁ আশীষো মে প্রদীয়ন্তাং আশীষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং প্রতিবাক্য)। ওঁ দাতারোনোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ শ্রদ্ধাচনোমাব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্তীতি অন্নঞ্চ নো

বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি,যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু, যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু। (পিতৃবর প্রসাদোঽস্ত্ব প্রতিবাক্য) গৃহীত পুষ্পকটী আঘ্রাণ করিয়া স্বীয় মস্তকে দিবে। পরে ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ, নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি। মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্পর্শ করিতে করিতে ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। ২৯। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া মন্ত্র পড়িবে। ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যা দেমেত্থাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তং পিতরামাতরা যুব মামা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ।

পিতৃ নমস্কার।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পরে অন্ন পাত্র হইতে সমীপস্থ জলে এই মন্ত্রে দৈবপক্ষে দিবে। যয়ো শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োরক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয় মন্নং সমর্পয়ামি (সমর্পণ করিবে)।

ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষাং অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং জলে সমর্পয়ামি। এই মন্ত্রে পিতৃ এবং মাতামহ পক্ষে দিবে।

পিণ্ডানপি অম্ভসি সমর্পয়ামি" বলিয়া পিণ্ড সমুদায় হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন জলে দিবে। যজুর্ব্বেদীয় পার্ব্বণ। শান্তিমন্ত্র ও অচ্ছিদ্র ক্ষমা প্রার্থনা।

শান্তি।

মহাবামদেব্য ঋষির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভূব দূতিঃ সদাবৃধঃ সখাকয়া সচিষ্টয়া বৃতা। ১।

ওঁ কস্তাসত্যোমদানাং মংহিষ্টা মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজেবসু। ২।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং সতাং ভবাঃ স্যূতয়ে। ৩।

ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি, ও স্বস্তি। ৪।

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সকলের গ্রন্থি খুলিয়া দিবে।

হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক যুক্তকর দ্বারা দীপাচ্ছাদন করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ চন্দ্রশেখর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ম্মাচ্ছিদ্র মস্তু।

হস্তে জল লইয়া এই মন্ত্র—

অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীশিব স্মরণমহং করিষ্যে। হস্তে জল—

কর্ম্ম সমাপনান্তে ক্ষমা প্রার্থনা।

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ১।
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষুযৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ২।
যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ। ৩।
ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন। ৪।

এতৎ কর্ম্ম শ্রীশিবার্পণমস্তু বলিয়া শিবকে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে নারায়ণকে নমস্কার করিবে।

পিতৃলোকের অন্নপ্রসাদ শেষ ভোজন করিবে।

শিবরাত্রি ব্রত।

ফাল্গুনের প্রথম বা মাঘের শেষে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তাহার নাম শিবরাত্রি। স্কন্দ পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে যথা—

মাঘ মাসস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী যাতু শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী॥

পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না হইয়া পরদিনে প্রদোষকালে হইলে পরদিনেই শিবরাত্রি ব্রত করা ব্যবস্থা। প্রমাণ যথা—

প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কর্ম্ম। স্নান, বস্ত্র ধূপ বা পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে আমি যেমন প্রীত না হই একমাত্র উপবাসে ততোধিক প্রীত হইয়া থাকি। প্রমাণ যথা —ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥

পূজাপদ্ধতি—কৃত নিত্য ক্রিয় হইয়া স্বস্তিবাচনাদি সমাপনান্তে সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ শিবোক্ত শিবরাত্রি ব্রতমহং করিষ্যে।

পরে সঙ্কল্প সূক্তাদি পাঠ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। বাক্য যথা—শিবরাত্রি ব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্। নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদজ্জগৎপতে।

চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি। ভক্ষ্যেঽহং ভক্তি মুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর। তৎপরে আসনাদ্যর্ঘ্যস্থাপনও গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনান্তে শিবপূজা করিবে। প্রতিষ্ঠীত লিঙ্গ হইলে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন প্রভৃতি নাই। মৃত্তিকাময় লিঙ্গে পূজা হইলে পার্থিব শিবপূজার বিধানে পূজা করিবে। চারিপ্রহরে চারিবার পূজা এবং চারিপ্রহরে পৃথক পৃথক দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবে।

স্নান মন্ত্র ও অর্ঘ্যমন্ত্র ভিন্ন চারি প্রহরে ওঁ পশুপতয়ে নমঃ প্রথমে জল দিয়া স্নান করাইবে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে স্নান করাইতে হয় যথা—প্রথম প্রহরে ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র। ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপ পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহানার্ঘ্যং মহেশ্বর ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। দ্বিতীয় প্রহরে—ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায়চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়াসহ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

তৃতীয় প্রহরে। ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্যমন্ত্র। ওঁ দুঃখ দারিদ্র্য শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহান মে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

চতুর্থ প্রহরে—ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ এই বলিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্যমন্ত্র। ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহান মে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। অর্চ্চনান্তে কথা শ্রবণ ও স্তবাদি পাঠ করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। তৎপরদিন কৃত নিত্যক্রিয় হইয়া শিব পূজা ও স্তব পাঠান্তে ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্রে পারণ করিবে, যথা—

সংসার ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব।

ব্রত কথা—ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণসেবিতে॥
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু ফলশোভিতে॥
স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে।
পারিজাতপ্রসূনোত্থ গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে॥
আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে।
ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারু মরুদ্ভিরুপবীজিতে॥
ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূতবেদধ্বনিনিনাদিতে।
উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ॥
সুখোষিতা-নন্দচিত্তা দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করং।
দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপিবা॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি।
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥
শঙ্কর উবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য য তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোঽচ্যতে শিব রাত্রিকা॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বানঃ প্রসাদয়তি মাংধ্রুবম্।
ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া॥
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।
ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥
নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ ভুঞ্জিত নান্যথা।
মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥

রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥
ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্।
নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপিচ॥
বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।
একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥
মণিমুক্তা প্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্ব্বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তথা॥
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়েতু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥
পঞ্চরাত্র বিধানেন মূলমন্ত্রেন চৈব হি।
পূজয়েন্মাং যথা শক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥
অপরেদ্যু স্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্।
ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ॥
এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্।
যজ্ঞদান তপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
এতদব্রত প্রভাবেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্॥
তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু।
অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্ব গুণৈর্যুতা॥

ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ।
খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ॥
বাগুরা পাশশল্যাদি প্রপূরিত গৃহান্তরঃ।
স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্॥
মাংস ভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ।
সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে॥
বিশ্রাম হেতোঃ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ।
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা॥
তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্।
হস্তামর্ষ বশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে॥
লতাপাশৈ র্ব্বহুবিধৈর্ম্মাংসভারং ববন্ধ সঃ।
তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ॥
শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ।
জজাগার তদারাত্রৌ প্লুতোনীহারবারিণা॥
দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্।
শিবরাত্রি তিথিঃ সাচ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ॥
অথ তদ্দেহসংসর্গাৎ হিমপাতো মমোপরি।
জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ॥
তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষোমহানভূৎ।
তিথি মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রে সুরেশ্বরি॥
ন স্নানং ন তথাপূজা ন নৈবেদ্যাদি সম্ভবঃ।
তথাপি তিথি মাহাত্ম্যাত্তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলম্॥

অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজ মন্দিরম্।
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূত স্তমভ্যগাৎ॥
বধ্যমানস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ।
পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ॥
অথোভয়োর্ব্বাধ হেতোঃ কলহঃ সুমহানভূতৎ।
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যম কিঙ্করঃ॥
যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলং।
দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাম্॥
ব্যাধস্তুচ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ।
তৎশ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ॥
ব্যাধস্য তাদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস ত্বং যমম্।
এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্॥
পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ।
শিবরাত্রি-প্রভাবেন নীতঃ সর্ব্বেশ সন্নিধিম্॥
ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ।
দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ॥
এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বর বর্ণিনি।
অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥
তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিম শৈলজা।
প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রি ব্রতং মুদা।
বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়ৎ ব্রত মেতৎ পতিব্রতা।
তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ॥

এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্।
বাণেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো,
নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি,
নান্যদ্ব্রতং শিবরাত্রি সমং তথাস্তি ॥

অথ শিবরাত্রি ব্রতের অর্থ।

পূর্ব্বে কৈলাসপর্ব্বত শিখর নানারত্নে শোভমান হইতেছে। তথা দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণগণ এবং দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ কৈলাস পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন, ও হর পার্ব্বতীর যুগলরূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার উপচার দ্রব্যে অর্চ্চনা করিতেছেন। তথা অপ্সরাগণ সুন্দর বেশভূষা পরিচ্ছদ দ্বারা নৃত্য করিতেছে এবং গীতবাদ্যাদি করিতেছে, তথায় সমুদয় কাল পুষ্প সমূহে ও সমুদয় কাল সর্ব্বপ্রকার ফল সমূহে শোভমান হইতেছে। তথা বৃক্ষ লতা পত্রদ্বারা স্থির ছায়াতে নানাবিধ ক্লেশ সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে। তথা পারিজাত পুষ্পের প্রস্ফুটিত আঘ্রাণে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে ও গঙ্গার জল উর্দ্ধগামী হইয়া তরঙ্গ সমূহে আনন্দিত হইতেছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণাতীত সুন্দর কল্লোল তথা মৃদুমন্দ পবন বহমান

হইতেছে। ব্রাহ্মণগণের মুখারবিন্দ হইতে বেদধ্বনি নির্গত হইতেছে। এরূপ কৈলাস পর্ব্বতে সদা আনন্দে বিভোরচিত্তে দেবী পার্ব্বতী শঙ্করকে বলিতেছেন—হে ভগবন্ জীবের কর্ত্তব্য কি, হে শঙ্কর! ব্রত, তপ, দান, যজ্ঞ কি প্রকারে করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত, তাহাতে উপবাস রূপ ব্রত করিলে আমি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হই। না স্নানে, না বস্ত্রে, না ধূপে, নার্চ্চনে, না পুষ্পে কেবল একমাত্র ভক্তি সহকারে উপবাস করিলে আমি তুষ্ট হই। ত্রয়োদশী তিথিতে স্নান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও নিরামিষ হবিষ্যান্ন স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিবে। ইহা ব্যতিরেকে অন্য খাদ্য ভোজন করিবে না। মৃত্তিকাদ্বারা মণ্ডল পবিত্র করিয়া কুশাসন বিছাইবে তাহাতে উপবেশন করিয়া মম নাম স্মরণ করিবে। রাত্রিশেষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় কার্য্য ও প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। পরে পুষ্প বিল্বপত্র দ্বারা পার্থিব লিঙ্গে অথবা নদীতটে স্বয়ম্ভুলিঙ্গে অথবা স্থাপিত লিঙ্গে চন্দন, দধি, বিল্বপত্র সংযোগে মার্জ্জনা করিবে, এবং নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে। তথা মণি মুক্তা, প্রবাল সুবর্ণময় পুষ্পে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলেও ভক্তিপূর্ব্বক বিল্বপত্র অর্পণে যেরূপ তুষ্ট লাভ করি সেইরূপ ভক্তি রহিত নানাবিধ দ্রব্যে তুষ্ট হই না। এইরূপ দিবসে

কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিশির প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। এবং নানাবিধ উপচার দ্রব্য দ্বারা ভক্তি সহকারে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরে দধিদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া উপরোক্ত প্রকারে পূজা কার্য্য সমাধা করিবে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ঐরূপ প্রকারে পূজা কার্য্য সমাধা করিবে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ঐরূপ ভাবে অর্চ্চনা করিবে। শিবপক্ষ রাত্রে যে মূলমন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই মূল মন্ত্র দ্বারা এরূপ প্রকারে নৃত্যগীত বাদ্য সহকারে আমাকে পূজা করিবে। আমার যে ভক্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, বিবিধ প্রকারে সম্মান করিবে, পরে স্বয়ং পারণ করিবে। হে পার্ব্বতি, এই প্রকারে পরম ব্রত করিলে প্রীতিকর হই। যজ্ঞ, দান, তপাদি ইহার এক অংশের সমতুল্য হয় না। এই ব্রত প্রভাবে গাণপত্যাদি লোকপ্রাপ্ত হয়। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কামচারবানও অধিপতি হয়। হে পার্ব্বতি! শিবরাত্রি ব্রত মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। এক বারাণসী নামে সর্ব্বগুণযুক্ত পুরী আছে, তথা এক ব্যাধ ঘোর পাপাচারী কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ, চক্ষু কেশ পিঙ্গল, সর্ব্বদা প্রাণি হিংসাকারী। তাহার গৃহে অস্ত্র-সস্ত্রাদি পূর্ণিত থাকে কোন সময় সেই ব্যাধ বনে গমন করিয়া নানাবিধ পশু বধ করিয়া মাংসের ভার বহন করিয়া স্বগৃহে আসিতেছে, পথ ক্লান্ত মাংসভার বহনে অশক্ত হইয়া কিয়দ্দূরে এক বনান্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম হেতু এক বৃক্ষ মূল পরিষ্কার করিয়া শান্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে সূর্য্যদেব অস্ত হইয়া রাত্রি প্রাপ্ত হইল। সেই

রাত্রে ব্যাধ তথায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল, পরে উত্থিত হইয়া, অন্ধকার দর্শনে কুণ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য শ্রীফলবৃক্ষ হস্ত দ্বারা ধরিয়া বসিল, মাংসের ভার বহুবিধ লতা দ্বারা বন্ধন করিল, তথা সেই বৃক্ষ মূলে এক শিব লিঙ্গ ছিল; ব্যাধ শীত ও ক্ষুধার্থ ভয়ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল—সেই রাত্রি জাগরণ করিয়া এদিক ওদিক জল অন্বেষণ করিতে লাগিল, তথায় দৈবযোগে সেই বৃক্ষমূলে আমার একটী শিবলিঙ্গ ছিল, সেই রাত্রি শিবরাত্রি। তাহাতে সে ব্যাধ নিরাহারে ছিল, অতএব তাহার দেহ সংসর্গে আমার লিঙ্গের উপরে জল পড়িয়াছিল। হে বরাননে! তাহার দেহ সঞ্চালনে বিল্বপত্র ভগ্ন হইয়া লিঙ্গোপরি পড়িয়াছিল এই প্রকারে সেই ব্যাধ জল বিল্বপত্র লিঙ্গোপরি প্রাপ্ত করিয়াছিল আমি তাহাতে তুষ্ট হইয়াছি। হে দেবি! তিথি মাহাত্ম্য তথা বিল্বপত্র মহাত্ম্য। হে ঈশ্বরি! নস্নান তথা না নৈবিদ্যাদি ন বস্ত্র তথাপিও তিথি মাহাত্ম্যে ও আমার অর্চনা মহান্ ফলে। প্রভাতে বিমলচিত্তে সে ব্যাধ গৃহে গমন করিল। যমদূতগণ আসিয়া পাশে বদ্ধ করিল, মম হইতে এক পুরুষ বহির্গত হইয়া আমার অনুগত হইয়া ব্যাধের হেতু যমদূত সহ মহান কলহ করিতে লাগিল। তথা দূতগণ যম আসিয়া আমার উজ্জ্বল পুর দ্বার দেখিয়া নন্দিগণ সহিত কথন করিতে লাগল। ব্যাধ আজীবন কাল পর্যান্ত কুকর্ম্ম ও জীব হিংসা করিয়াছে, সেই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ নন্দিকেশ্বর বলিলেন—ব্যাধ যাবজ্জীবন কাল শিবরাত্রি দিনে যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা নিঃশব্দে মম পাশে শ্রবণ করুন আপনি মনে করিবেন না যে

ব্যাধ দুরাত্মবান শিবরাত্রি তিথিতে নিরাহার জাগরণে বিল্বপত্র দ্বারা শিবার্চ্চনা করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া যমদূতগণ সহ যম বিস্ময়ান্বিত হইয়া নন্দিকেশ্বরকে বন্দনা করিয়া শিব চিন্তা করিতে করিতে আপন স্থানে গমন করিলেন। এই ব্রতের প্রভাবে আমি তোমার নিকট অধিক কি বলিব, আমিও বলিতে অক্ষম। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী বিস্মিত হইয়া শিবরাত্রি ব্রতের কথা দিবানিশি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শিবরাত্রি ব্রত কথা কথন করিয়া আত্মীয়গণকে শুনাইলেন তথা পতিব্রতা স্ত্রী—ও ভক্তিমতীর প্রতি কথন করিয়া পৃথবীর রাজগণের পূজনীয়া হন। এই প্রকারে শিবরাত্রি ব্রত কথা জগতে আমা কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল, যেমন বাণেশ্বরাদি শিবলিঙ্গ পূজা অশ্ব:মেধাদি যজ্ঞ ত্রিভুবনে গঙ্গাসমতীর্থ অধিক আর নাই, সেইরূপ শিবরাত্রি ব্রত সমতুল্য আর ব্রত নাই, বাণেশ্বরাদি শিবলিঙ্গ পূজা তথা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ গঙ্গাতীর্থ শিবরাত্রি ব্রতের সমতুল্য নহে।

শিবরাত্রির উপবাস ফল।

চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সম্বৎসর সমাহিতঃ।
যঃ কুর্য্যাদুপবাসঞ্চ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
আজন্মার্জ্জিতপাপানি বিনাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ভুঙক্তে ভোগমনুত্তমং॥

অশীত্যব্দ সহস্রানি শিবলোকে মহীয়তে।
মাসে মাসে চতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যান্নক্ত ভোজনং॥
মহাদেবার্চ্চনঞ্চৈব তেষাং লোকা মহোদয়াঃ।
নক্তং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বিধি পূর্ব্বেণ বৈগুণে॥
শিবলোক মবাপ্নোতি সত্যমেতচ্ছিবোদিতং।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ গচ্ছেচ্ছিব নিকেতনং॥
বৃষস্য বৃষনং স্পৃষ্টা শিবলিঙ্গং বিলোকয়েৎ।
যথা শক্ত্যার্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্ম্মুনে॥
নৈবেদ্যৈ র্বিবিধৈ শ্চৈব দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
ততঃ কৃতাঞ্জলি ভূর্ত্বা বামদেব পুরঃসরঃ॥
পঠেৎ শ্লোকমিমং তুণ্ডে ভক্ত্যাচ নতকন্দরঃ।
চতুর্দ্দশী নক্তমদ্য করিষ্যামি মহেশ্বর॥
সম্পূর্ণং তৎফলং দেহি শিবলোক মনুত্তমং।
এবমুক্ত্বা শিবস্যাগ্রে ভূয়স্ত প্রণমেদ্ভুবি॥
ততঃ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং সহস্রং তত্র বৈ জপেৎ।
সায়ংকালে তু সংপ্রাপ্তে স্নাত্বা পূজ্য জলে নরঃ॥
নক্তংকালে মহাদেবং যথা শক্ত্যাচ পূজয়েৎ।
ততো নিরঞ্জনং কৃত্বা শিব লিঙ্গে মহামুনে॥
শিবাগ্নৌ চৈব জুহুয়াদ্ঘৃত মষ্টোত্তরাহুতিং।
তদশক্তৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং শুভং॥
চতুর্গানন্ত জপ্তব্যং ব্রত পূর্ণেচ্ছয়া মুনে।
ব্রতস্য সুপ্রতিষ্ঠার্থং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনং॥

স্বয়ং ততস্তু ভুঞ্জীত লিঙ্গ নৈবেদ্যমুত্তমং।
রাত্রৌ চ ধরণীং শেতে শয্যায়াং কুশবিষ্টরে॥
উপবাস চতুর্দ্দশ্যাং নক্তমেব প্রশস্যতে।
তস্মান্নক্তঞ্চ কর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং শুভেপ্সুনা॥
ইতি শিব পুরাণে পদ্মোত্তরীয় খণ্ডে শিবরাত্রোবাস ফলং।

পীঠাধিষ্ঠাত্রী অষ্ট শক্তির নাম।

ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহীচ বারাহী বিকটাকৃতিঃ॥
মহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিনী।
অষ্টৌচ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থা প্রযযুর্ম্মুদা॥
(ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে বাণযুদ্ধং নাম অধ্যায়ঃ)

১১৯। অর্থাৎ ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, মহেশ্বরী, ভৈরবী এই অষ্ট শক্তি।

পীঠাধিষ্ঠাত্রী শক্তি ভবানীর ধ্যান

কৃষ্ণাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডল শোভিতাং।
রক্তমুখীং লোলজিহ্বাং রক্তাম্বর ধরাং কলৌ॥

পীনোন্নতস্তনীমুগ্রাং মহানাগেন বেষ্টিতাং।
শিবস্যোপরি দেবেশি তস্যোপরি কপালকে॥
নামাগ্রধ্যান নিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাং।
চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্যোর্দ্ধবাহুনা॥
বিভ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দ্ধে পানপাত্রকং।
বরাভয় ধরাং দেবীমধস্তাং দক্ষবাময়োঃ॥
পীবন্তীং রৌধিরাংধারাং পান পাত্রে সদাশিবে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নিত্যং গিরি নিবাসিনীং॥
লোচনত্রয় সংযুক্তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।
দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজংঘাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘগ্রীবিকাং॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভেদেন ত্রিলোচন সমন্বিতাং।
শত্রুনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মশিরোবধ্বাং জগত্রয় বিভাবিনীং।
সাধকানাং সুখং কর্ত্রীং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করীং॥
এবম্ভূতাং মহাদেবীং ভবানীং প্রণমাম্যহং।
(ইতি তারিণী তন্ত্র)

কালাকাল ব্যবস্থা।

গ্রহাদির রাশ্যন্তরে গমন দ্বারা যেই কাল কিম্বা অকাল হয় তাহা পঞ্জিকা দেখিলে জানা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার কাম্য

কর্ম্ম অকালে নিষিদ্ধ। নিষ্কাম যে ব্যক্তি সে মহাদানাদি ব্যতীত সমুদয় দান অকালে করিতে পারে কিন্তু বিষ্ণু তৃপ্ত্যর্থে সমুদয় দান অকালে করিবার বিধি নাই। শিবপূজাদি কাহারও মতে অকালে করিলে দোষ হয় আবার কাহারও মতে প্রতিষ্ঠিত দেবতা অকালে দর্শন করিবে না। স্বয়ম্ভু, স্বয়ংউদ্ভব, নিজোৎপত্তি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি স্বয়ং উদ্ভব দেবতার দর্শনাদি সকল সময় করিতে পারে। চন্দ্রনাথ তীর্থে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শনে কালাকালের আবশ্যকতা নাই। প্রমাণ যথা—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে—

গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শনে।
কাশ্যাং চন্দ্রনাথে চৈব নাস্তি কালবিচারণং।

যোগিনী তন্ত্রে—প্রথমভাগে দ্বিতীয় পটলে ৩২ শ্লোকে আছে।

"উপরাগে মহাতীর্থে কালদোষো নবিদ্যতে।"

গ্রহণে ও মহাতীর্থে কালাকাল বিচার নাই।

সঙ্কল্প মাস নির্ণয়।

—):*:(—

মাস ত্রিবিধ;—সৌর, চান্দ্র, সাবন।

পিতৃ ক্রিয়ার (শ্রাদ্ধাদিতে) চান্দ্রমাস, বিবাহাদিতে সৌর মাস এবং যজ্ঞাদিতে সাবন মাস উল্লেখ্য।

প্রমাণ যথা—

"আব্দিকে পিতৃকৃত্যেতু মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো, যজ্ঞাদৌ সাবনোমতঃ॥"

চন্দ্রের ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্র মাস সম্পূর্ণ হয়।

চান্দ্রমাস দ্বিবিধ—মুখ্যচান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। শুক্ল প্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে মুখ্য চান্দ্র মাস। কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে গৌণ চান্দ্র মাস। যখন সূর্য্য মেষাদি রাশি দ্বাদশকের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ করেন, তৎকালের নাম সৌর মাস। সৌর মাসের সঙ্কল্পে রাশির উল্লেখ কর্ত্তব্য, যেমন অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে ইত্যাদি।

চন্দ্রনাথ পদ্ধতি।

তীর্থ প্রাপ্তি অনন্তর ব্যাসকুণ্ডে স্নান ও তর্পণবিধি।

১। তীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে। নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রিতং॥

এইরূপ করিলে দোষ হইবে না।

বিশেষ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাদি গ্রন্থে দেখ।

ব্যাসকুণ্ডে স্নানের ফল।

স্নানঞ্চ তর্পণং তত্র কুর্য্যান্মন্ত্র পুরঃসরম্।
শত জন্মার্জ্জিতং পাপং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

সেই জলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিলে, নিঃসন্দেহ শত শত জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

তীর্থ মাত্রে তর্পণ করিতে হইলে, এক চরণ জলে অপর চরণ স্থলে রাখিতে হইবে। তর্পণ করিতে জলাশয়ে আর্দ্র বস্ত্র পরিধানে

ব্যাসকুণ্ড ও ভৈরববাড়ী

থাকিলে নাভি জলে দাঁড়াইয়া এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধানে থাকিলে কুলে উঠিয়া তিল তর্পণ করিবে।

পঞ্চক্রোশাত্মক চন্দ্রনাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাস-কুণ্ডে স্নান করিতে হয়।

পূর্ব্বমুখী হইয়া ত্রিপত্র, তুলসী, যব, মিশ্রিত জল হাতে করিয়া মন্ত্র পড়িবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শিব প্রীতিকামঃ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান তর্পণ মহং করিষ্যে।

ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডে সেই সেই কুণ্ডের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

সধবা স্ত্রী স্নান কারতে তিল কুশ ব্যবহার করিবে না। তৎপ্রতি-নিধি যব, দূর্ব্বা, ব্যবহার করিবে। সঙ্কল্পান্তর মৃত্তিকা লেপন করিবে।

মন্ত্র যথা—

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কর কৃতং। উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহুনা। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।

সমুদয়ের জন্যই এই মন্ত্র ব্যবহৃত। তীর্থ মাত্রেই তীর্থাবাহন করিবে না। শিখা বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

গায়ত্র্যাচ শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্ম রন্ধ্রতঃ। ততশ্চ জুটিকাং বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ।

অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া মস্তকের ব্রহ্ম রন্ধ্রের নৈঋত কোণে

আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন করিয়া অনন্তর জূটিকা বন্ধন করিবে। তৎপর দৈব বা পৈতৃক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। যথা—

শিখী তিলকী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

সামবেদী মতে তিলক ধারণ যথা—

শিরঃ কণ্ঠ ললাটেচ বাহ্বো র্দক্ষিণ বাময়োঃ। হৃদি নাভৌ তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ং।

যজু র্ব্বেদীয় তিলক ধারণ মন্ত্র।

ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমং নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব হৃদয়ে মাধব স্তথা গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমং উর্দ্ধেচ চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং কর্ণয়ো র্ম্মধুসূদনং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ বাহুমূলে বাসুদেবং সব্যে দামোদরস্তথা।

হরে র্দ্বাদশ নামানি পঠিত্বা তিলকং দদেৎ। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণু লোকং স গচ্ছতি।

স্ত্রী শূদ্রের শিখা বন্ধন মন্ত্র—

নমো ব্রহ্ম নাম সহস্রাণি শিব নাম শতানি চ। বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখা বদ্ধং করোম্যহং।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোপস্থান করিয়া তর্পণ করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া আচমন করিবে। কিন্তু আচমনের পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয় ধৌত করিয়া আচমন করিবে।

ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচাম্যো বনাস্তিকঃ ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ।

ওঁ ভূঃস্বাহা, ওঁ ভুবঃস্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।
এই রূপ ওঁ যুক্ত ব্যাহৃতি ত্রয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণ গণ আচমন
করিবে।

স্ত্রী শূদ্রের নমো বিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার জল দ্বারা মুখ
স্পর্শ করিবে।

স্ত্রী এবং শূদ্রগণ কোনও প্রকার বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। তর্পণ স্নান এবং শ্রাদ্ধেতে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবে না।

নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে এবং ওঁ স্বাহা, স্বধা, স্থলে নমো নমঃ উচ্চারণ করিবে। তস্মৈ স্থলে তুভ্যং পাঠ করিবে।

সংকল্পাদিতে ব্রাহ্মণী হইলে দেবী, শূদ্রাণী হইলে দাসী পুরুষেরা দাস উল্লেখ করিবে। বাক্য রচিত নমস্কারাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনন্তর দেব তর্পণ করিবে।

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং অঙ্গুলির অগ্রভাব রূপ দৈব তীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং।

ওঁ দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।

বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশ গামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

(মনুষ্য তর্পণ)

উত্তরাভিমুখে হারবৎ যজ্ঞ সূত্র ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিমাস্য উপবীতি হইয়া কায় তীর্থ দ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুর শ্চৈব বোঢ়ূঃ পঞ্চ শিখ স্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তি মায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

ঋষি তর্পণ।

পূর্ব্বাস্যো উপবীতি হইয়া দেব তীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ মরীচি স্তৃপ্যতাং ও অত্রি স্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরা স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলস্ত স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহ স্তৃপ্যতাং ও ক্রতু স্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতা স্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতাং ওঁ নারদ স্তৃপ্যতাং ওঁ দেবাস্তৃপ্যতাং ওঁ ব্রহ্মর্ষয় স্তৃপ্যতাং।

দিব্য পিতৃ তর্পণ।

দক্ষিণাস্যো বামোত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক দৈবতীর্থ অঙ্গুলির দ্বারা একাঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ অগ্নিষাত্মাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ সৌম্যাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ উষ্মপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ সুকালিনঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ বর্হিষদঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোকদং তেভ্যঃ স্বধা।

যম তর্পণ।

তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দগ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিণে;
বৃকোদরায় চিত্রায়, চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।
ওঁ যমস্য ভগ্নী যমুনায়ৈ নমঃ।

(পিতৃ-তর্পণ)

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিল গ্রহণ পূর্ব্বক।
ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্লন্তপোঽঞ্জলিং।
গোত্র সম্বন্ধ ও নামোল্লেখ করতঃ

পিতা প্রভৃতি মাতামহ প্রভৃতি এই নয় জনের প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে একবার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতামহী প্রভৃতি এবং সপিণ্ড প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎসতিলব্যাস কুণ্ডোদকং তস্মৈ স্বধা। ওঁ বিষ্ণুরোম্ (অমুক গোত্র) পিতামহঃ অমুক দেবশর্ম্মা ইত্যাদি।

অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী ইত্যাদি যজুর্ব্বেদী হইলে অমুকগোত্রঃ পিতঃ অমুক দাস এবং শূদ্রানী হইলে অমুক গোত্রে

মাতঃ অমুকী দাসী ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই দ্বাদশজনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধতন পুরুষ ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে একাঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চযে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

(পূর্ব্বমুখী হইয়া)

(রাম তর্পণ)।

তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদয়ঃ।
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

(লক্ষ্মণ তর্পণ)

তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।

বস্ত্র নিষ্পীড়ন জল দ্বারা ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ যেচাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিনো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

(ভীষ্ম তর্পণ)

ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায়চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে ॥

নিম্ন মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই ভীষ্মতর্পণ কর্ত্তব্য। প্রতিদিন করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ভীষ্ম তর্পণ করিবে।

(পিতৃ স্তুতি)

ওঁ পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। পিতৃ মাতৃ চরণেভ্যো নমঃ।

পূর্ব্বাস্য হইয়া দক্ষিণা করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শিব প্রীতিকামশ্চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান তর্পণ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং শ্রীশিবদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।

(অচ্ছিদ্র)।

ওঁ অদ্য কৃতৈতৎ শিবপ্রীতিকামশ্চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান তর্পণ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং যাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীশিবস্মরণমহং করিষ্যে। দশবার গোবিন্দ নাম স্মরণ করিবে।

ওঁ ময়া যদেতৎকর্ম্ম কৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিব চরণে সমর্পিতং যন্ন্যূনং তন্নারায়ণ পূরয় হরয়ে নমঃ। অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ স্মরণা দেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধৌ কলৌ বেদোক্ত কর্ম্মণাং হরিস্মরণ মাত্রেণ সম্পূর্ণফলদায়কং। ব্রাহ্মণ বচনাৎ সর্ব্বং সাঙ্গং জাতমেব।

সূর্য্য নমস্কার।

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎ প্রসূতেঃ স্থিতি নাশ হেতবে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্ম ধারিণে বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে জবা কুসুম ইত্যাদি পাঠ করিবে।

তদন্তর বটুক ভৈরব দর্শন করিবে।

(দর্শনের সঙ্কল্প মন্ত্র যথা)

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতি কাম বটুক ভৈরব দর্শন স্পর্শন পূজনমহং করিষ্যে। ইদং স্নানীয়জলং ওঁ বটুক ভৈরবায় নমঃ এই প্রকারে ব্যাসেশ্বর শিবায় নমঃ। ব্যাসমুনয়ে নমঃ। চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। এতানি সজলপুষ্প বিল্বপত্রানি ওঁ বটুক ভৈরবায় নমঃ। এই প্রকারে যথানিয়মে জলপুষ্প বিল্বপত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দর্শন স্পর্শন তদন্তর নমস্কার করিবে।

ওঁ কর্পূর গৌরং করুণাব্ধি তারং সংসার সারং ভূজগেন্দ্র হারং। সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দং ভবং ভবানীং নমো ভৈরবায়। ওঁ মহাদেবং মহাত্মানাং মহাযোগী মহেশ্বরং, মহাপাপ হরং দেবং মকারায় নমো নমঃ॥

বটুক ভৈরবের ধ্যান ;—

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুন্তলোদ্ভাসি বক্ত্রং দিব্যা কল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিনী নূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিষং শূলদণ্ডৌ দধানম্। যথানিয়মে পূজাদি করিবে। জপ সমর্পণ করিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিবে।

তদন্তর বটু বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে।

পশ্চিমে ব্যাস্ কুণ্ডস্থ বটুকাদীন্ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চলোষ্ট্রানি দত্বাচ মন্ত্রপাঠ পুরঃসরম্॥ ১১॥

ব্যাস কুণ্ডের পশ্চিমে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিয়া বটুকাদির অর্চ্চনা করিতে হয়॥ ১১।

তৎপর ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিমদিকেস্থিত বটুকবৃক্ষকে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। ১১।

ওঁ বটুকোহতি দক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা॥ ১১॥

হে দেবেশ! বটুক! আপনি এই ক্ষেত্রের অতিদক্ষ নেতা; আপনি নন্দীশ্বর! পঞ্চলোষ্ট্র আপনার সকল সময় প্রীতিকর আপনি আমার বিপদ দূর করুন। ১২।

অর্চ্চনা করণানন্তর এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিবে।

বটুর্নাম মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বরদ্বার পালকঃ
সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশায় বটুদেব নমোঽস্তু তে॥

হে বটুদেব! আপনি ঈশ্বরের দ্বারপাল, বটুনামক মহাবৃক্ষ, নিখিল বিঘ্নহন্তা সেই জন্য আপনাকে প্রণাম করি॥ ১৩॥

তদনন্তর মন্মথ নদীতে একটু জলস্পর্শ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হোম করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং উর্ব্বারুক মিবন্ধনান্মৃ-ত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। এই মন্ত্রে হোম করিবে।

অগ্নিরূপায় ভীমায় নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।
ঘৃতাদিভি র্যথালাভৈ র্দ্রব্যৈ র্হুত্বা নমেত্ততঃ॥

সেই অগ্নিরূপী ভগবান্ ত্রিলোচনকে নমস্কার পূর্ব্বক ভক্তির সহিত পূজা করিবে। তদনন্তর যথালাভ ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণিপাত করিবে।

ওঁ অগ্নিরূপ মহাদেব নিত্যনিষ্কল সংশ্রয়ঃ।
পশ্যামি বহুরূপং ত্বাং মম মোক্ষব্যপাদয়॥

সীতাকুণ্ড স্নানদান করিয়া অষ্টভুজা সীতা দর্শন করিবে॥

প্রণাম।

তদূর্দ্ধে কালীদর্শন করিবে এবং প্রণাম করিবে। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তদূর্দ্ধে নবভৈরব দর্শন করিবে। স্বয়ম্ভুনাথের দ্বারদেশে

উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল ভৈরব পূজনানন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিবে। মোহান্ত মহারাজের অনুমতি প্রণামি প্রদান পূর্ব্বক দ্বাদশ শালগ্রাম দর্শন করিবে। তৎপরে গুরু পাদুকা স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যৎপাদ সলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূৎ কমলাপতিঃ। অতঃ স্পৃশামি তৎপাদং দেহি মে বাঞ্ছিতং ফলং॥ ওঁ নমো গুরু পাদুকা যুগলাভ্যাং নমঃ॥ তৎপরে প্রণাম করিবে। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ইত্যাদি।

স্বয়ম্ভু শিবপূজা।

প্রথমতঃ হরিঃ স্মরণম্ আচমনং কৃত্বা। সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা। স্বস্তিবাচনং কৃত্বা সোমং রাজানং ইতি। সূর্য্যঃ সোমঃ পঠিত্বা ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওমদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতি কামঃ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি সহিত ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভুশিব পূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা প্রণুধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে সঙ্কল্প সূক্তং পঠিত্বা আসন শুদ্ধিং ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা অর্ঘ্যপাত্রং সামান্যার্ঘ্যঞ্চ সংস্থাপ্য। গণেশাদীন্ সম্পূজ্য, নারায়ণং পূজয়িত্বা প্রণমেৎ।

ক্রাং ক্রীং ক্রুং ক্রৈং ক্রৌঃ ক্রঃ এই মন্ত্রে করন্যাসাঙ্গন্যাস পদ্ধতি নিয়মে, করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রাযোগে একটি শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানং ভস্মরেণু বিভূষিতম্।
শূল ডমরু হস্তঞ্চ কমণ্ডলু ধরং বিভুম্॥
জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিব বর্চ্চসা।
নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্॥
বিশ্বরূপং স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরম্।
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরম্॥
শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুম্।
এবমেব নরোধ্যায়েত্তং দেবং ক্রমদীশ্বরম্॥

ধ্যানান্তে স্বীয় মস্তকে ঐ পুষ্প দিয়া মানস পূজা করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

কোশার অগ্রভাগে গন্ধ পুষ্প অক্ষত বিল্বপত্র গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিবে।

পীঠদেবতাগণকে গন্ধ পুষ্প দিয়া পুনর্ব্বার শিবের ধ্যান করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি সহিত ওঁ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ। অর্চ্চনা করিবে।

ষোড়শ উপচার যথা।

আসনং। স্বাগতং। পাদ্যং। অর্ঘ্যং। আচমনীয়কং। মধুপর্কঃ। আচমনীয়ং। স্নানং। বসনং। কাঞ্চনং। সুগন্ধি। সুমনঃ।

ধূপঃ। দীপঃ। নৈবেদ্যং। বন্দনং প্রযোজয়ে দর্চ্চনানা মুপচারাংস্ত ষোড়শঃ।

ষোড়শ উপচার দ্রব্য দিয়া অনন্তর যজ্ঞোপবীত, বিজয়াপত্র, ধুস্তূরপত্র, এবং পুনরাচমনীয় তাম্বূল দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। যথা—

ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ পূর্ব্বদিকে।

ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ ঈশানে।

ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ উত্তরে।

ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ বায়ুকোণে।

ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ পশ্চিমে।

ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ নৈর্ঋতে।

ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ দক্ষিণে।

ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি অগ্নিকোণে।

এইরূপ অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জপ ও প্রণাম করিবে। অনন্তর শক্তির পূজা করিবে। হ্রাং ইতি করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। রক্ত পুষ্পং গৃহীত্বা।

ওঁ হ্রীং জটাজূট সমাযুক্তা মর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং। ইত্যাদি।

দেবীর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তনিয়মে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অষ্টশক্তির পূজা করিবে।

১ অণিমা। ২ লঘিমা। ৩ প্রাপ্তি। ৪ মহিমা। ৫ ঈশিত্বা।

৬ বশিত্বা। ৭ প্রকাম্যা। ৮। কামসুন্দরী। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অষ্টশক্তির পূজা করিয়া, দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জপ সমর্পণ ও প্রমাণ করিবে।

অনন্তর পীঠদেবতার পূজা—

অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। এবং লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, রামায়, লক্ষ্মণায়, সীতায়ৈ, বাসুদেবায়, দ্বারপালভৈরবায়, অসিতাঙ্গভৈরবায়, রুরুভৈরবায়, চণ্ডভৈরবায়, ক্রোধভৈরবায়, উন্মত্তভৈরবায়, কপালিনীভৈরবায়, ভীষণভৈরবায়, সংহারভৈরবায়, ভয়ঙ্কর ভৈরবায়, দুর্গায়ৈ, গঙ্গায়ৈ, অর্দ্ধচন্দ্রায়, সাক্ষিশিবায়। গুরু-পাদুকাভ্যাং নমঃ, দ্বাদশ চক্রেভ্যো নমঃ, সমাধীশ্বর শিবেভ্যো নমঃ, ক্ষেত্রস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ, স্বর্গস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। মর্ত্ত্যস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। পাতালস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ।

দুর্গা দেবীর ৮টী নাম—

ততোঽষ্ট নায়িকা দেব্যা যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ।
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাং॥
অতিচণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবতীস্তথা।
পঞ্চোপচারে সমস্থ ভৈরবান্মধ্য দেশতঃ॥

অনন্তর ক্রমদীশ্বর শিবকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দ্বারা পূজা করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যমন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডুষ দেবতার দক্ষিণ হস্তে মনে মনে সমর্পণ করিবে। এবং ঊর্দ্ধস্থিত ঈশান নামক মুখে জল ও ফল সমর্পণ করিবে।

অনন্তর গালবাদ্য করিবে।

তথাচ লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে।

মুখস্য দক্ষভাগে চ দক্ষিণস্য করস্য চ। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কুর্য্যাৎ সাধক সত্তমঃ॥ অঙ্গুষ্ঠং শিব রূপঞ্চ তর্জ্জনী শক্তি রূপিণী। তয়োর্যোগে মহেশানি মুখবাদ্যঞ্চ কারয়েৎ॥

লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীকে শিব ও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব মুখের দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও বামগণ্ডে তর্জ্জনী সংযোগ করিয়া ঐ দুই অঙ্গুলিদ্বারা মুখবাদ্য করিবে।

মুখ বাদ্য অনন্তর কক্ষবাদ্য ও করতল বাদ্য করিবে।

দক্ষিণাচ্ছিদ্র করিয়া পুনশ্চ সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

ক্ষমা প্রার্থনা। আত্ম সমর্পণান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

তৎপরে ঈশান কোণে জলের ছিটা দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি নির্ম্মাল্য লইয়া নাসিকাগ্রে আঘ্রাণ লইবে। আঘ্রাণ করিতে করিতে এই প্রকার ভাবনা করিবে যে, পূজিত দেবতা হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ঐ পুষ্পটি পূর্ব্ব কথিত ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর স্থাপন পূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। মন্ত্রে মণ্ডলোপরি অর্চ্চনা করিয়া মহাদেব ক্ষমস্ব বলিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিতে হয়।

তদনন্তর নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবে।

রোগং হরতি নির্ম্মাল্যং শোকন্তু চরণোদকম্।
অশেষং পাতকং হন্তি শম্ভো নৈবেদ্য ভক্ষণম্॥

(শাক্তানন্দতর)

শিবনির্ম্মাল্য ধারণে রোগ, চরণোদক পানে শোক এবং নৈবেদ্য ভক্ষণে অশেষ পাতক নাশ হয়।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গে পুনঃ প্রদক্ষিণ করিবে তৎ প্রমাণং যথা—

একলিঙ্গে স্বয়ম্ভুতে সিদ্ধানাঞ্চ প্রতিষ্ঠিতে এতেষপিষু লিঙ্গেষু কুর্য্যাৎ পূর্ণ প্রদক্ষিণং।

ইতি স্বয়ম্ভু লিঙ্গে পরম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদৌ পঞ্চক্রোশান্তরে যত্রশ্চ ন লিঙ্গান্তর মিক্ষতে। তদেব লিঙ্গ মাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা।

পঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বিনির্গতং শিবস্য পঞ্চবক্ত্রানি, যথা লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে—

সদ্যোযাতং পশ্চিমেতু বামদেবং তথোত্তরে।
অঘোরং দক্ষিণে জ্ঞেয়ং পূর্ব্বে তৎপুরুষং স্মৃতম্॥
ঈশানং মধ্যতো ধ্যেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তি তৎপরঃ।
পঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বিনির্গতং তৈরুক্তম পঞ্চবক্ত্রা
বিনির্গতং॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং মিত্যাদি

অথ শিব শতনাম স্তোত্রম্।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক শিবলিঙ্গার্চ্চনং সর্ব্বং শ্রুতং তব মুখাৎ প্রভো॥ ১॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবস্য শতনামকং।

যস্য শ্রবণ মাত্রেণ মুচ্যতে ভব বন্ধনাৎ॥ ২॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাতুং পরিপৃচ্ছসি। তস্য স্মরণ মাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥ ৩॥ অতি গুহ্যং মহাপুণ্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং যথাতথা॥ ৪॥ মম নাম পরার্দ্ধঞ্চ তথৈব কথিতং ময়া। তেষাং মধ্যে সহস্রঞ্চ সারাৎসারং পরাৎপরং॥ ৫॥ তত্র সারং সমুদ্ধৃত্য কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে! মম নাম শতঞ্চৈব কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদম্। কেবলং স্তব পাঠেন মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ পীঠাদি ন্যাসকং যুক্ত মৃষ্যাদি ন্যাস পূর্ব্বকম্। দেবতা বীজসংযুক্তং শৃণুষ্ব পরমাদ্ভুতম্॥ ৭॥ নারদোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। সদাশিবো মহেশানি! দেবতা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৮॥ ষড়ক্ষর মহাবীজং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্। সর্ব্বাভীষ্ট প্রসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯॥ মহা-শূন্যে মহাকালো মহাকালী যুতঃ সদা। দেহমধ্যে মহেশানি! লিঙ্গা-কারেণ বেষ্টিতঃ॥ ১০॥ মূলাধারে স্বয়ম্ভুশ্চ কুণ্ডলী শক্তি সংযুতঃ। স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্য পালকঃ সদা॥ ১১॥ মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বসংহার কারকঃ। অনাহতে ঈশ্বরোঽহং সর্ব্বদেবৈর্নিষে বিতঃ॥ ১২॥ বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শারে সদাশিব ইতি স্মৃতঃ। আজ্ঞা-চক্রে শিবঃ সাক্ষাৎচিতিরূপেণ সংস্থিতঃ॥ ১৩॥ সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে। বিন্দুরূপে মহেশানি! পরমেশ্বরঃ ঈরিতঃ॥ ১৪॥ বাহ্যরূপে মহেশানি! নানারূপ ধরোহ্যহম্। কৈলাসে জ্যোতীরূপেণ কৈলাসেশ্বর সংজ্ঞকঃ॥ ১৫॥ হিমালয়ে মহেশানি! পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভঃ। কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর স্তথৈবচ॥ ১৬॥

শম্ভুনাথ শ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে। আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ ॥১৭॥ নেপালে পশুপতিনাথঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ। হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথস্তদূর্দ্ধতঃ॥ ১৮ ॥ দ্বারকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ। হরিদ্বারে মহেশানি! গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ॥ ১৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যেচ কেশবঃ। গোকুলে গোপিনীপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ॥ ২০ ॥ মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ। অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ॥ ২১ ॥ কাঞ্চীনগরমধ্যে তু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ। চিত্রকুটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যাপর্ব্বতে॥ ২২ ॥ বাণলিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা। ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ॥ ২৩॥ ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈবচ। বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়েচ তারকেশ্বরঃ॥ ২৪ ॥ ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি! রত্নাকর নদীতটে। ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥ ২৫ ॥ ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি! কল্যাণেশ্বর এবহি। নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ ॥২৬॥ অহংকোচ বধূপুরে জল্পেশ্বর ইঙ্গিস্থিতঃ। উৎকলে বিমলা ক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহং কলৌ ॥২৭॥ নীলাচলারণ্যমধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ। রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥ রজতাচলমধ্যেতু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ। লক্ষ্মীকান্তো মহেশানি! সদা শ্রীশৈলপর্ব্বতে॥ ২৯ ॥ ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ। বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিনাথেশ্বরোহ্যহং ॥ ৩০॥ স্বর্গলোকে দেবদেবো মর্ত্ত্যলোকে সদাশিবঃ। পাতালে বাসুকীনাথো যমরাট্ কালমন্দিরে॥ ৩১ ॥ নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে

হরিহর স্তথা। গন্ধর্ব্বলোকে দেবেশি! পুষ্পদন্তেশ্বরোহহং ॥৩২॥ শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহেচৈব জগদ্গুরুঃ। অবতারে শঙ্করোহহং বিরূপাক্ষ স্তথৈবচ ॥ ৩৩ ॥ কামিনীজন মধ্যেতু কামেশ্বর ইতীরিতঃ। চক্রমধ্যে কুলেশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ আশুতোষো ভক্ত-মধ্যে শত্রূনাং ত্রিপুরান্তকঃ। শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমো-গুরুঃ ॥ ৩৫ ॥ চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ভানুর্ভানুমণ্ডলে। ত্রৈলোক্যে লোকনাথোহহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্র মথনে চাহং নীলকণ্ঠ স্ত্রিলোকজিৎ। জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ ॥ ৩৭ ॥ কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ। মণিদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে শশীধরঃ ॥৩৮॥ অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ। দেবমধ্যে বাসুদেবো গুরুমধ্যে নিরঞ্জনঃ ॥৩৯॥ পুরাণে পরমেশানি! ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ। আগমে নাগভট্টোহহংনিগমে নাদরূপধৃক্ ॥৪০॥ সর্ব্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে। দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তথৈবচ ॥ ৪১ ॥ রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপানাং নগনন্দিনি। পরং ব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনন্তোহস্মি রসাতলে ॥ ৪২ ॥ আব্রহ্মস্তম্ভ-পর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে। ইতি তে কথিতং দেবি মম নাম শতোত্তমম্ ॥ ৪৩॥ পঠনাৎশ্রবণাচ্চৈব মহাপাতক কোটয়ঃ। নশ্যন্তি তৎক্ষণাদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪॥ অজ্ঞানিনাং জ্ঞানসিদ্ধি-র্জ্ঞানিনাং পরমং ধনং। অতি দীন দরিদ্রাণাং চিন্তামণি স্বরূপকং ॥৪৫॥ যোগিনাং পাপিনাঞ্চৈব মহৌষধিরিতি স্মৃতং। যোগিনাং যোগসারঞ্চ ভোগিনাং ভোগমোক্ষদং ॥ ৪৭ ॥ এককালং দ্বিকালং বা

ত্রিকালং বা পঠেৎ যদি। অথবা রজনীকালে নির্জ্জনে শিব সন্নিধৌ যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ সএব শ্রীসদাশিবঃ॥ ৪৭॥ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য পঠেদ্ভক্তি পরায়ণঃ। স এব সর্ব্ব সিদ্ধীশো জায়তে ভূমি-মণ্ডলে॥ ৪৮॥ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং সোমবারে বিশেষতঃ॥ যঃ স্বয়ং তৎ প্রদোষেতু পূজয়িত্বা স্তবং পঠেৎ। তস্য সঙ্গে মহেশানি! তিষ্ঠামি চ সদাপ্রিয়ে॥ ৪৯॥ যং যং কামমুপস্কৃত্য পঠেৎ স্তোত্র-মনুত্তমম্। তং তং কাম মবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥৫০॥ জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বিদেশে শত্রুসঙ্কটে। বনমধ্যে রণমধ্যে সভামধ্যে তথৈব চ॥ ৫১॥ রাজদ্বারে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে। সর্ব্বত্রৈবাশুভং হন্তি স্তব পাঠ প্রসাদতঃ॥ ৫২॥ আকর্ষণ বশীকার্য্যং মারণোচ্চাটনাদিকং। শান্তিপুষ্টিস্তম্ভনাদি পাঠ মাত্রং প্রজায়তে॥ ৫৩॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৪॥ বহু কিং কথ্যতে দেবি! শৃণু মৎ প্রাণবল্লভে। অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ॥৫৫॥ অহঞ্চ জগদাধারো মমাধারস্ত্বমেবহি। ত্বৎসমা প্রকৃতি র্নাস্তি মৎসমোনাস্তি পুরুষঃ॥ ৫৭॥ তবযোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহম্। এতজ্‌জ্ঞানং মহেশানি! পাষণ্ডে মা বদেৎ ক্বচিৎ॥ ৫৭॥ মূর্খায় ভক্তিহীনায় দুষ্টায় দুহুরাত্মনে। শিবভক্তি বিহীনায় শক্তি নিন্দা পরায় চ। ন প্রকাশ্যং মহাদেবি! প্রকাশা-চ্ছিবহা ভবেৎ॥ ৫৮॥ শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় শিববিষ্ণু পরায় চ। অদ্বৈতভাবযুক্তায় দেবী ভক্তি পরায় চ। শত নাম মহাস্তোত্রং দেয়ং পুণ্যং মহেশ্বরি॥ ৫৯॥

মাকরী সপ্তমী স্নান।

সঙ্কল্পান্তে সাতটা আকন্দ পত্র ও সাতটা কুলপত্র মস্তকে রাখিয়া মন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিবে, যথা—

সঙ্কল্প। অদ্যেত্যাদি মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরী সপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয় বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু শত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য সমফল প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান মহং করিষ্যে।

স্নান মন্ত্র— ওঁ যদ্‌যজ্জন্ম কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী।

তৎপরে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥
ওঁ সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সপ্তলোক প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

গ্রহণকালীন স্নান মন্ত্র।

বিষ্ণুরোমিত্যাদি রাহুগ্রস্তে নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশত চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।

সূর্য্যগ্রহণে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে এবং বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন বিশেষ পদ হইবে। কোন জলাশয়ে এবং কুণ্ডে স্নান করিলে সেই সেই জলাশয়ের বা কুণ্ডের নাম উচ্চারণ করিবে।

(অথ কুমারী পূজা)

এক বর্ষ হইতে যোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কারবিহীনা কন্যাকে কুমারী বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ঐ সকল কন্যাই কুমারী বলিয়া পূজিতা হইতে পারেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যাই ইহাতে শ্রেষ্ঠতমা, বয়স ভেদে কুমারীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করিবার বিধি আছে,—

তত্র কুমারী নির্ণয়যামলে।—একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী। ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্ষাচ কালিকা। সুভগা পঞ্চবর্ষাতু ষড়্‌বর্ষাতু উমা ভবেৎ। সপ্তভির্ম্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষাতু কুব্জিকা। নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাপরাজিতা। একাদশে চ রুদ্রানী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী। ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা। ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ যোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা॥ এই ১৬টি নামে অর্চ্চনা করিবে।

পূজা বিধি।

ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীং দেবীং মাতৃণাং রূপধারিণীং।
নব দুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যা মাবাহয়াম্যহং॥

এই মন্ত্রে কুমারীকে আবাহন করতঃ আসনে উপবেশন করাইয়া—

ওঁ জগৎপূজ্যে জগদ্ধাত্রি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
পূজাং গৃহাণ কৌমারী জগন্মাত নমোঽস্তুতে॥

প্রথমতঃ আসনোপরি কুমারীকে বসাইয়া ধৌত পদদ্বয়ে অলক্তক এবং ললাটে সিন্দূর তিলক দিয়া দেবি বোধে ধ্যান করিতে হয়। যথা,—

ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যা প্রকাশিনীম্॥
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্॥

এইরূপে ধ্যানান্তে মানসোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুনর্ধ্যানান্তে ষোড়শ বা দশোপচারে শক্ত্যানুসারে পূজা করিবে। অর্চ্চনার বিশেষ বিশেষ মন্ত্র যথা—আসন পূজাদি করিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ ইদমাসনং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদমর্ঘ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ ইদমাচমনীয়ং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা। (ঐঁ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে আভরণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে।) এষঃ মধুপর্কঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা, ইদং পুনরাচমনীয়ং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা। ইদং স্নানীয়োদকং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি। ইদং বস্ত্রং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। (বস্ত্র নিবেদনান্তে অনেকে পরিধান করাইয়া দেন) ইদমাভরণং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। তদনন্তর হুঁ এষঃ গন্ধঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। হ্রীঁ এতানি পুষ্পাণি সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ বৌষট্। হেসৌঃ এষঃ ধূপ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। এষদীপ হেসৌঃ এতন্নৈবেদ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি। ঐঁ হ্রীঁ ইত্যাদিক্রমে পানার্থাদি দিবে। তৎপরে কুমারীষড়ঙ্গার্চ্চনা,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ কুল কুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হ্রৈং হৈং হ্রীং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ ঐং কুল বাগীশ্বরী কবচায় হুং ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রীং অস্ত্রায় ফট্। অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে

ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ। (এইরূপ নিয়মে গন্ধপুষ্প দ্বারা) ঐং জয়ায় উত্তর বক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিম বক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষিণ বক্ত্রায় নমঃ। ওঁ ভাস্করায় নমঃ। (এইরূপ নিয়মে) চন্দ্রায়, দিক্‌পালেভ্যঃ, সন্ধ্যাদিভ্যঃ, বীরভদ্রায়ৈ, মহাকন্যায়ৈ, কৌলিন্যৈ, কুলগামিন্যৈ, অষ্টাদশ ভুজায়ৈ, কাল্যৈ, চণ্ডদুর্গায়ৈ।

তদনন্তর প্রাণায়ামান্তে শক্ত্যনুসারে মূলমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যেত্যাদি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করতঃ পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে। যথা—

ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরম ভাগ্য সন্দায়িনীং।
কুমার রতিচাতুরীং সকল সিদ্ধিদানন্দিনীম্॥
প্রবাল গুটিকাস্রজং রজত রাগ বস্ত্রান্বিতাম্।
হিরণ্য তুল্য ভূষণাং ভুবন বাক্ কুমারীং ভজে॥

মন্ত্র পাঠান্তে কুমারীকে জপ স্তব করতঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

চণ্ড্যামেকং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাৎ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবেচার্দ্ধ প্রদক্ষিণং।

চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সপ্তবার, বিষ্ণুকে চারিবার, অন্যান্য সাধারণ দেবতাদিগকে তিন তিনবার এবং শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে।

প্রবর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রবরস্য।

বাৎস্যগোত্র—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লবৎ প্রবরস্য।

(সাবর্ণ গোত্রেরও এই প্রবর)।

ভরদ্বাজ গোত্র,—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য প্রবরস্থ।

কাশ্যপ গোত্র,— কাশ্যপ, অপ্সর, নৈধ্রুব প্রবরস্থ।

মোহান্তগণের নাম।

[এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।]

১। চৈন গির। ২। সহরগির। ৩। কিষণগির। ৪। গণেশগির। ৫। বানারসগির। ৬। করুণাগির। ৭। জোয়ালাগির। ৮। গোমতি বন্ (১৮২৫—১৮৪৮ খ্রীঃ) ৯। রতনবন। ১০। প্রাণবন। ১১। গম্ভীরবন। ১২। কিঙ্করবন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। কিশোরবন (১৯০৩ খ্রীঃ) যতীন্দ্রবন। ১৩। শ্রীকুমুদবন ১৮৫৭ ১৯১৮। ১৪। শ্রীকেশব বন।

৺আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ তীর্থের ইতিবৃত্ত।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান মহেশখালির পূর্ব্বাংশের পাহাড়ে শিকার করিতে যায় এবং একটী হরিণ ঘটনাক্রমে শিকার করে। সেই হরিণকে জবাই করিবার উদ্দেশ্যে, একখানা লৌহ নির্ম্মিত ছুরি শানাইবার জন্য ঐ আদিনাথ দেবের উপর স্পর্শ করা মাত্র লৌহ সোণা হইয়া যায়। পরে মুসলমান লৌহ সোণা হইল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়া বাড়ী যায়। রাত্রে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। "আমি যে স্থানে ছিলাম সেইস্থানে রাখিয়া দাও, আমি আদিনাথ দেব।" সে প্রথম স্বপ্নে মনোযোগী না হওয়ায় তাহার পীড়া হয়, তৎপর

বাধ্য হইয়া সে মৈনাক পর্ব্বতোপরি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা পূজার বন্দোবস্ত করে। মহেশখালিদ্বীপে অনেক ইজারাদার বন্দোবস্ত ক্রমে তথায় যাইয়া দ্বীপ আবাদ করিতে না পারিয়া ফেল হইয়া আসে। অবশেষে ১৭৮০ খ্রীঃ দেওয়ান কালীচরণ রায় মহাশয় লবণ মহালের এজেণ্ট ওয়ালিশ সাহেব হইতে ঐ দ্বীপ খরিদ করেন। তাঁহার সময় অনাবাদাবস্থায় পতিত ছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রাতঃস্মরণীয়া প্রভাবতী মহাশয়া উক্ত অনাবাদী দ্বীপ ও নাবালক পুত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। ঘটনাক্রমে বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, প্রসিদ্ধ সাধক প্রবর গোমতিবন মহোদয় ঐরাবতী স্নানাদি করিয়া, মহেশখালি দ্বীপে উপস্থিত হন। মহেশখালিস্থ প্রভাবতী মহাশয়া তাঁহাকে তথায় রাখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিবস থাকিয়া তথা হইতে নৌকা ছাড়িলেন। রাস্তায় তাঁহার তিন দিবস দিবারাত্র ভয়ঙ্কর জ্বর হয়।

রাত্রিতে মৈনাকেশ্বর আদিনাথ, তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, আপনাতে ও আমাতে কোন বিভিন্ন ভাব নাই। আপনি পুনঃ মহেশখালি যাইয়া মোহান্ত পদ ধারণ ক্রমে আমার মাহাত্ম্য প্রচার করুন। তন্মতে তিনি পুনরায় মহেশখালি দ্বীপে আসিবামাত্র, তাঁহার জ্বর ভাল হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় যাইয়া মোহান্ত হন। সঙ্গীয় সন্ন্যাসিগণ নানাবাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভাবতী মহাশয়া মহেশখালিস্থ জনমণ্ডলী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, যথোচিত ভক্তি সহকারে উচিত ব্যবস্থা করেন।

শম্ভুনাথের উপাখ্যান।

শম্ভুনাথের অপর নাম ক্রমদীশ্বর, এই শিবলিঙ্গটীর মত আর একটী সমস্ত পৃথিবীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিবলিঙ্গটীর আকার একটী কলার মোচার মত, চারিদিকে যোনিপীঠ, যোনিপীঠের চারিদিকে আটটী গর্ত্ত প্রত্যেক গর্ত্তে আর এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত, প্রথমোক্ত গর্ত্তগুলি শিবের ক্ষিতি অপ্ তেজ ইত্যাদি অষ্টমূর্ত্তি ও পরোক্ত আটটী গর্ত্ত মহাদেবের অনিমাদি অষ্টশক্তির পরিচায়ক। গৌরীপীঠের উপর দিয়া উত্তর দিকে গঙ্গাধারা প্রবাহিত। গৌরীপীঠের উচ্চতা স্থূল ভূমির উপর এক হাতের কিঞ্চিৎ অধিক। মাটী খনন করিয়া দেখা গিয়াছে। শম্ভুনাথ শিবলিঙ্গ হইতে নিম্নদিকে যে যোনিপীঠ বা গৌরীপীঠ ক্রমে নিম্নদিকে প্রসারিত হইয়া পর্ব্বতের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বাণারসগির গোঁসাই চট্টগ্রামে আসিয়া চন্দ্রনাথ-তীর্থ আবিষ্কার করেন ও শ্রীশ্রীশম্ভুনাথদেবের মূল মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এবং তিনি স্বয়ং মোহান্ত পদ ধারণ করেন। চেলারামরতন মোহান্ত মহারাজ দিল্লীর দরবার হইতে লাখেরাজ বাহালী দেবোত্তর সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১১২৬ মগী জরিপে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়। ফটিকছরী থানার এলাকায় সুভনপুরী গ্রামে তাঁহার নিজ দেবোত্তর জমিদারীতে উক্ত আদি মোহান্তের সমাধি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক শিবরাত্রিদিনে প্রকাণ্ড মেলা

বসিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই তাঁহার সমাধির প্রতি ভক্তি করেন। উক্ত বাণারসগির মোহান্ত মহারাজ বংশের জনৈক মোহান্ত জোয়ালগিরগোঁসাই শম্ভুনাথের দ্বিতীয় বিষ্ণু-নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তৃতীয় মন্দির অর্থাৎ প্রথম প্রবেশের চৌচালা মন্দির ৺গোমতিবন মোহান্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তদীয় চেলা ঈশ্বর রামরতন মোহান্ত শম্ভুনাথ বাড়ী যাওয়ার রাস্তা, গয়াকুণ্ড, তাহার সিঁড়ি ও চট্টগ্রাম সহরস্থ ৺করুণাময়ী কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কিশোরবন মোহান্ত মহারাজ সমাধি গ্রহণ করার পর তাঁহার চেলা ৺যতীন্দ্রবন মোহান্ত মহারাজ চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থের গদি পান। তিনি ১৩১১ বঙ্গাব্দের, ২৫শে ফাল্গুন তারিখে, ৺যতীন্দ্রবন বাবাজীকে শাস্ত্রানুযায়ী চেলা করিয়া, ভাবী উত্তরাধিকারী করেন, ১৩০৪ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনেও শম্ভুনাথ বাড়ীস্থিত কিশোরবন মোহান্ত মহারাজের সমাধি মন্দির ও শিব স্থাপন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহান্তদের ও বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজের সময়ের অনেক দলিলাদি আছে, যাহা জনসমাজে প্রকাশ করা আবশ্যক। এই পুস্তকে তাহা লিখিলে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ হইবে বলিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশের বাসনা রহিল।
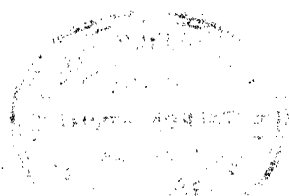
উপসংহার

গুণত্রয় বিভেদেন মূর্ত্তিত্রয় মুপেয়ুষে।
ত্রয়ীভুবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকী পতয়ে নমঃ॥

এই সামান্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি যবনিকা পতনের পূর্ব্বে গ্রন্থ সম্ভূত অপরাপর পাত্রগত দুই একটী কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত অবিধেয় বিবেচনা করিয়া দেবাদিদেব ত্রিলোকীনাথের অপার মহিমার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ দর্শনাগত কতিপয় উদারচেতা, পরোপকারী সদনুষ্ঠান কর্ত্তাদের সৎ-কার্য্যাবলীর পরিচয় দিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ও যশ ভাবী তীর্থ দর্শনাগত যাত্রীদের স্মৃতি পথারূঢ় করণার্থ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। ৺চন্দ্রনাথ, ৺স্বয়ম্ভুনাথ ও অন্যান্য দেবতাগণ যেমন চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে বিগুমান থাকিয়া তীর্থাভিলাষী যাত্রীদের মনে ভক্তিরস ঢালিয়া দিতেছেন সেরূপ ৺চন্দ্র নাথ তীর্থ দর্শনাগত কতিপয় মহাপুরুষ ও তীর্থের বিভিন্ন স্থানে যাত্রীদের নানাবিধ অসুবিধা দর্শন করতঃ দয়ার্দ্র-চিত্ত ও পরহিত সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া নানবিধ সদনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া

গিয়াছেন ও নিজেরাও অদ্যাবধি তীর্থ-যাত্রীদের মুখে ভূয়োভূ প্রশংসা লাভ করিতেছেন, বিশেষতঃ রামচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"চলৎ ভৃত্যাং চলৎ তীর্থং চলৎ জীবন যৌবনং।
চলাচল মিদং শাস্ত্রম্ কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি ॥"

(১) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাগ্যকুল গ্রাম নিবাসী রাজা শ্রীশ্রীনাথ রায় ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে আসিয়া যাত্রীদের জলকষ্ট নিবারণার্থ তীর্থ রাস্তার স্থানে স্থানে জলাশয় বা জলের কল স্থাপন করাইয়া সুদূর তীর্থ পথবাহী তৃষ্ণাতুর যাত্রীদের জল-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া অশেষ আশীষ ও প্রশংসা লাভ করিতেছেন।

(২) পবিত্র ব্যাসকুণ্ড পুরাকালে ত্রিকোণাকৃতি চতুর্হস্থ প্রমাণ ছিল। পূর্ব্বকালের জনৈক মোহান্ত মহারাজ যাত্রীদের স্নান তর্পনাদির সুবিধার্থে উক্ত ত্রিকোণাকৃতি চতুর্হস্থ প্রমাণ কুণ্ডকে পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়া যাত্রীদের অশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

(৩) ব্যাসকুণ্ডের পূর্ব্ব পাড়ে যাত্রীদের তীর্থ-পথ-বাহি শ্রম লাঘবের জন্য স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাণী স্বর্গীয়া তুলসীবতীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক "তুলসীবতী বিরামছত্র নামক" বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন, উক্ত বিরামছত্রে তীর্থপথবাহী শ্রমে ক্লান্ত বহু যাত্রীরা বিশ্রাম লাভ করিয়া বিরাম-ছত্র দাতাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে, বিশেষতঃ উক্ত বিরামছত্রে আসন্ন মৃত্যুর শয্যায় শায়িত বহু লোক যথা

নিয়মে উক্ত স্থানে অবশিষ্টকাল যাপন করিয়া যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন তাহাদের আত্মাও সদ্গতিলাভ করিয়া বিরাম ছত্র দাতাকে আশীষ করিতে বোধ হয় ত্রুটী করে না।

(৪) ৺ভৈরবনাথ দেবের মন্দির চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফটীকছড়ী থানা এলেকার মির্জ্জাপুর গ্রামনিবাসী রামচন্দ্র মুহুরি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

(৫) ১২৫৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে ভবানীপ্রসাদের পুত্র শম্ভুরামের কনিষ্ঠ ও ঘনশ্যামের অগ্রজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যাত্রীদের স্নান তর্পনাদির সুবিধার্থে ব্যাসকুণ্ডের পাড়ে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী ঘাট তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাম্র ফলকে লিখা আছে। অনেক দিন পরে উক্ত সোপানাবলীর বা ঘাটের সংস্কারের প্রয়োজন হইলে চট্টগ্রামবাসী ৺রামকমল রামবল্লভ চৌধুরী মহাশয়গণ পুনঃ সংস্কার করাইয়া যাত্রীদের অসুবিধা নিবারণ করিয়াছেন।

(৬) বর্ত্তমান চন্দ্রনাথ তীর্থের তীর্থগুরু শ্রীযুক্ত কুমুদবন মোহান্ত মহারাজের অনুমতানুসারে চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত ভাটীখাইন গ্রামনিবাসী শ্রীগুরুদাস দাস গুপ্ত মহাশয়ের কঠোর যত্ন ও পরিশ্রমে এবং বহু মহাপুরুষগণের অর্থানুকূল্যে ব্যাসকুণ্ডের সন্নিকটে "শ্রীশ্রী৺স্বয়ম্ভুনাথ চন্দ্রনাথ পুণ্য কুটীর ও গোশালা" নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৭) পাবনা জেলার অন্তর্গত শীতলাই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটী মহাশ্মশান

নির্ম্মিত হইয়াছে, তীর্থ-সমাগত যাত্রীদের মধ্যে যাহারা পুণ্যবলে ৺চন্দ্রনাথ তীর্থে পরলোক প্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় তীর্থবাসী লোক গণের অনেকেই এই শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া তাহাদের পঞ্চাত্মা শ্মশান দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলে না।

(৮) ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামের পাঁচ আনির জমিদার শ্রীযুক্তা বৃন্দাবাসিনী চৌধুরাণী মহাশয়ার অর্থানুকূল্যে স্বয়ম্ভুনাথ-দেবের মন্দিরের নিম্নতল ভূম্যোপরি শ্রীশ্রীকালীদেবীর গৃহ টিনের ছাউনি দ্বারা নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৯) চন্দ্রনাথ তীর্থের তীর্থগুরু বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কুমুদবন মোহান্ত মহারাজের অনুমত্যানুসারে স্বয়ম্ভুনাথ দেবের মন্দিরের পূর্ব্বধারে অনতিদূরে পর্ব্বতোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির চট্টগ্রাম জেলার ভাটীখাইন গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় যাত্রামোহন দাস মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১০) ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত সন্তোষ গ্রাম নিবাসী ৺দীনমণি চৌধুরাণীর বহু অর্থানুকূল্যে গয়াকুণ্ডের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

(১১) ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের স্বর্গীয় যতীন্দ্রবন মোহান্ত মহারাজের অনুমত্যানুসারে রংপুর জেলার রাধাবল্লভ গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে স্বয়ম্ভুনাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে স্বয়ম্ভুনাথদেবের ভোগ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১২) ৺স্বয়ম্ভুনাথদেবের মন্দিরে উঠিবার পথের নহবৎখানা

চট্টগ্রাম জেলার পরৈকোড়া গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় জমিদার শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী প্রভাবতী মহাশয়ার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বর্গীয়া প্রভাবতী মহাশয়ার উক্ত নহবৎখানা তৈয়ার করিয়া দেওয়ার পর অনেক বৎসর ধরিয়া তাহার জীর্ণ-সংস্কার না হওয়ায় উক্ত নহবৎখানা বর্ত্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

(১৩) ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের তীর্থগুরু স্বর্গীয় কিশোরবন মোহান্ত মহারাজের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে নহবৎখানার নিম্নস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী নির্ম্মিত হওয়ায় তীর্থ-পথবাহী যাত্রীদের তীর্থ ভ্রমণের অনেক সহায়তা করিতেছে।

(১৪) চন্দ্রশেখর পর্ব্বতোপরি চন্দ্রনাথ দেবের অতি পুরাতন ভগ্নমন্দিরের পশ্চিমাংশে লোহার রেলিং ময়মনসিং জেলার হেম নগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিমাতা শ্রীযুক্তা হরদুর্গা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে প্রস্তুত হইয়াছে।

(১৫) ময়মনসিং জেলার হেমনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহোদরা শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দেবী উনকোটী শিব বাড়ীতে উঠিবার লোহার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, পুরাকালে উক্ত উনকোটী শিবের বাড়ী উঠিতে যাত্রীদের অনেক অসুবিধা হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে উঠিবার সুন্দর লোহার সিঁড়ি প্রস্তুত হওয়ায় যাত্রীরা নির্ভয়ে দর্শনাদি করিয়া সিঁড়ি নির্ম্মাণ দাতাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

(১৬) (বাড়বানল)—

ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত রামগোপালপুর নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে বাড়বানলের মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে।

(১৭) (সহস্রধারা)—

ময়মনসিং জেলার হেমনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য সহস্রধারার নিকটে একটী টিনের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১৮) ময়মনসিং জেলার গৌরীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে লবণাক্ষ কুণ্ডের অনতি দূরে যাত্রীগণের সুবিধার্থ একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে।

(১৯) আগড়তলার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে বাড়ব কুণ্ডের উত্তরাংশের ভগ্ন মন্দির নূতন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(২০) ময়মনসিং জেলার ভবানীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া ব্রহ্মকুণ্ডে টিনের গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

(২১) আগড়তলার তদানীন্তন মহারাজ বাহাদুর বহু অর্থব্যয় করিয়া ৺স্বয়ম্ভুনাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, উক্ত মন্দিরখানি তিন ভাগে বিভক্ত, তৎপর ময়মনসিং

জেলার মুক্তাগাছার জমিদার বিদ্যাময়ী দেবী শ্বেত প্রস্তরে মন্দিরখানি ভূষিত করিয়াছেন।

(২২) ৺স্বয়ম্ভুনাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমাংশে স্থিত নবরত্ন মন্দির চট্টগ্রাম জেলার পরৈকোড়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় জমিদার কালীচরণ রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কারের অভাবে বর্ত্তমানে উক্ত নবরত্ন মন্দির খানির জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২৩) চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামহরি বিশ্বাস মহাশয় তদীয় মাতৃ-দেবীর আদেশে চন্দ্রনাথ তীর্থ-পথে ৭৮৬টী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া মাতৃ-দেবীর আদেশ পালন ও তীর্থযাত্রীদের অনেক সুবিধা করিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন।

(২৪) চন্দ্রনাথ দেবের আদি মন্দির খানি অনেক দিন গত হইল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণাংশের বর্ত্তমান পূর্ব্ব-স্মৃতি চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরখানি আস্তর করা ময়মনসিং জেলার মহেরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্বেত কৃষ্ণ পাথরে এবং চতুর্দ্দিকে লোহার রেলিং ও সম্মুখে নাট মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

(২৫) বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহতাব্ মহোদয় ৺চন্দ্রনাথদেবের মন্দির হইতে নামিবার পথে বটবৃক্ষের নিম্নতলে দুর্গম স্থানে কতকগুলি সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(২৬) স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বনামখ্যাত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুরের মাতৃ-দেবী শ্রীযুক্তা মহারাণী রত্ন-মঞ্জরী মহাদেবী কর্তৃক প্রাচীন কালের সীতাকুণ্ডের জীর্ণ-শীর্ণ মন্দিরখানির সেই জঙ্গলাদি স্থান পরিষ্কার করিয়া এই মন্দিরখানি কুণ্ডসহ অনেক অর্থ ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন সেই মন্দিরে অষ্টভুজা সীতাদেবী ঐ মহারাণী প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় পূণ্যলাভ করিতেছেন। পূজার জন্য মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছেন।

(২৭) রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ডিমলা গ্রামনিবাসী রাজা ৺জানকীবল্লভ সেন মহাশয়ের স্ত্রী রাণী শ্রীযুক্তা বৃন্দারাণী চৌধুরাণী মহাশয়া ৺বিরূপাক্ষ শিব আরোহন করিবার পথে বহু অর্থব্যয়ে অনেক গুলি সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া তীর্থ যাত্রীদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন। আর পর্ব্বতোপরি বিরূপাক্ষ শিবের মন্দিরও একটী নূতন ভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

(২৮) বিরূপাক্ষ মন্দির হইতে চন্দ্রনাথ যাইবার পথে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ইমান্ নিবাসী জনৈক স্বাহা নামক এক ব্যক্তি অনেক সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(২৯) স্বয়ম্ভুনাথের বাড়ীর নীচে কালী বাড়ীর পশ্চিমাংশে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পরৈকোড়া গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুরের বিমাতা ৺কালীন্দিকুমারী রায় মহাশয়া কর্ত্তৃক একখানি টিনের বিরাম ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।